হিন্দুধর্ম্মমর্ম্ম।

৺লোকনাথ বসু প্রণীত।

তস্য পুত্র শ্রীপ্রিয়নাথ বসুর দ্বারা

প্রচারিত।

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ৭৮ নং ভবনে

নিউব্রিটানিয়া যন্ত্রে

মুদ্রিত।

১৩০৪ সাল।

হিন্দুধর্ম্মমর্ম্ম।

৺লোকনাথ বসু প্রণীত।

তস্য পুত্র শ্রীপ্রিয়নাথ বসুর দ্বারা

প্রচারিত।

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্ ৭৮ নং ভবনে

নিউব্রটানিয়া যন্ত্রে

মুদ্রিত।

১৩০৪ সাল

অথ গুরুবন্দনা।

নমো গুরু জগন্নাথ প্রণতবৎসল। করপুটে বন্দি তব চরণযুগল॥
তুমি হর তুমি হরি ব্রহ্মা গণপতি। করালবদনী কালী লক্ষ্মী সরস্বতী॥
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য আদি গ্রহগণ। ত্রিভুবনে কিছুমাত্র তোমা ভিন্ন নন্॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব নর তির্য্যগাদি জীব। সকলের আত্মা হয়ে করহ সজীব॥
বুদ্ধির নিয়ন্তা তুমি প্রাণাদির প্রাণ। তব সত্তা হেতুক ইন্দ্রিয় চেষ্টাবান্॥
জন্ম দিয়া পিতা নাম করহ গ্রহণ। মাতৃরূপে কর জীব গর্ভেতে ধারণ॥
স্বামী হয়ে পাল তারে করি অন্নদান। গুরুবেশে পুনঃ তার কর পরিত্রাণ॥
স্বপ্রকাশ নিজে কিন্তু কর অন্ধকার। নানা কার্য্য সাধ হয়ে নানা অবতার॥
সর্পমুখে বিষ অন্য দ্রব্যেতে ঔষধি। মঙ্গল পদার্থ তবু দেহ জরা ব্যাধি॥
ব্রহ্মাণ্ডের নিমিত্ত অথচ সমবায়। উভয় কারণ তুমি বুঝা নাহি যায়॥
কে বুঝিতে পারে প্রভু তোমার মহিমা। ক্রিয়াহীন হয়ে কর অঘটঘটনা॥
আমি দীন হীন ক্ষীণ অতিমূঢ় মতি। তোমার বিভূতি লিখি হেন কিপ্রশক্তি॥
বেদেতে শুনেছি তুমি করুণাসাগর। নিবেদন করি তাই হইয়া কাতর॥
মনেতে হয়েছে মম বড় অভিলাষ। হিন্দুধর্ম্মমর্ম্ম কথা করিব প্রকাশ॥
অতি সুকঠিন সেই কর্ম্ম সবে বলে। জানে না তাহারা তুমি প্রসন্ন হইলে॥
হেন কোন কার্য্য নাই অসাধ্য যে হয়। নতুবা কি সিন্ধুজলে সেতু ভেসে রয়॥
অতএব এই ভিক্ষা তব সন্নিধানে। মনোবাঞ্ছা কর পূর্ণ গ্রন্থসমাপনে॥

বিজ্ঞাপন।

পূর্ব্ব কালে এই ভারতবর্ষ স্বাধীন থাকায় ইহাতে কেবল এক হিন্দুধর্ম্মমাত্র প্রচলিত ছিল, এবং সর্ব্ব সাধারণ লোকেরই ধর্ম্মপরায়ণতা প্রযুক্ত তদ্বিষয়ে অধিক বাদানুবাদ ছিল না, কিন্তু কালক্রমে ইহা বিজাতীয় রাজবর্গের অধিকারভুক্ত হওয়ায় ক্রমশঃ মহম্মদীয় ও খ্রিষ্টীয় প্রভৃতি বিজাতীয় ধর্ম্মের আস্পদ হওয়াতে কিয়ৎকালাবধি তদ্বিষয়ে নানাপ্রকার তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ইংরাজদিগের অধিকার অবধি মিশনরি সাহেবেরা হিন্দুদিগকে খ্রিষ্টধর্ম্মাবলম্বী করিবার অভিপ্রায়ে পৌরাণিক ইতিহাসের প্রতি মিথ্যা দোষ আরোপ করত আমাদিগের সনাতন হিন্দুধর্ম্মের গ্লানি ঘোষণা করাতে ইংরাজি ভাষার কৃতবিদ্য যুবকগণের মধ্যে কেহ কেহ শাস্ত্রতাৎপর্য্যের অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত ঐ অমূলক মিথ্যা গ্লানিকে যথার্থ এবং তান্ত্রিক উপাসনাকে ভ্রান্তিমূলক বোধে পবিত্র হিন্দুধর্ম্ম একেবারে অগ্রাহ্য করিতেছেন, এবং কেহ বা যুক্তিবিরুদ্ধ বিবেচনায় শাস্ত্রীয় উপাসনা ও কর্ম্ম কাণ্ডের প্রতি সন্দিহান হইয়াছেন।

আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র, বাইবেল ও কোরাণের ন্যায় একখানি পুস্তক মাত্র নহে, তন্মাত্র পাঠ করিলেই শাস্ত্রজ্ঞ হওয়া যাইতে পারিবে। বিশেষতঃ উত্তম, মধ্যম, অধম ত্রিবিধ অধিকারিভেদে বিশেষ বিশেষ নিয়ম সকলও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এবং লোকের প্রবৃত্তি অনুসারে কতক পরোক্ষ রূপে লিখিত হইয়াছে, ও অনেক অর্থবাদও বর্ণিত হইয়াছে। এই

সকল কারণ বশতঃ প্রকৃত তাৎপর্য্যরূপ, রত্ন সকল শাস্ত্রাম্বুধির গর্ভে নিহিত রহিয়াছে, সুতরাং বহু পরিশ্রম ও অনেক অনুসন্ধানপূর্ব্বক শাস্ত্রসাগর মন্থন ব্যতীত তাহার যথার্থ তাৎপর্য্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। অতএব এক্ষণে সাধারণের বোধসুলভার্থ হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম বঙ্গ ভাষায় প্রকাশ করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

যদিও অশ্রদ্ধাবান্ এবং কুতার্কিক ব্যক্তিদিগের কিছুতেই শ্রদ্ধার উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং তাহাদিগের নিকটে শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-প্রকাশের ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ আছে, তথাপি যে সকল ব্যক্তি ঈশ্বরনিষ্ঠ, অথচ কেবল শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য অবগত হইতে না পারাতেই শ্রদ্ধাবিহীন হইয়াছেন(১) তাঁহাদিগের সম্বন্ধে প্রস্তাবিত বিষয় অকথ্য নহে, যেহেতু তাঁহারা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারিলেই তদনুগামী হইয়া দুস্তর ভবসাগর পার(২) হইবার নিমিত্ত

---

(১)* কোন বিষয়ের তাৎপর্য্য না জানিলে তাহাতে কাহারও প্রবৃত্তি হইতে পারে না, এ নিমিত্ত কোন্ ধর্ম্মের ফল এবং ঐ ফল উৎপত্তির হেতু কি, ইহা না জানিতে পারিলে বুদ্ধিমান্ লোকেরও তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধা হইবার সম্ভবনা নাই। মূঢ় ব্যক্তিদিগের ধর্ম্মের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিবার সামর্থ্য নাই, সুতরাং তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া বিধেয় নহে।

(২) যে কোন ধর্ম্মে যাহার শ্রদ্ধা থাকে তাহাতে তাহার শ্রেয়ঃসাধন হয়, যেহেতু চিত্তশুদ্ধিকর উপদেশ ও নীতিবিষয়ে শাস্ত্র সকলের পরস্পর বিরোধ নাই। সকলপ্রকার ধর্ম্মশাস্ত্রের এই তাৎপর্য্য, যে বিশ্বের স্রষ্টা, পাতা, ও সংহর্ত্তা যে পুরুষ তিনিই আমাদিগের উপাস্য। কীটপতঙ্গাদি মনুষ্য পর্য্যন্ত প্রাণিমাত্রেরই পীড়া দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। সমস্ত জীবকে আত্মতুল্য জ্ঞান করিয়া দয়ার্দ্র হৃদয়ে তাহাদিগের যথাসাধ্য উপকার করা কর্ত্তব্য। অনিষ্টজনক কর্ম্মই পাপ ও হিতকর কর্ম্মই পুণ্য। পরমেশ্বর পাপের দণ্ড এবং পুণ্যের পুরস্কার করেন। সত্যই ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। অতএব

যত্ন করিতে পারিবেন তাহার সন্দেহ নাই। অতএব উক্ত-প্রকার ব্যক্তিদিগের উপকারার্থ প্রস্তাবিত বিষয় সঙ্কলন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যদিও এতদ্বিষয়সম্পাদনার্থ সাধারণ বিদ্যা, শাস্ত্রজ্ঞান, ঈশ্বরে অচলা ভক্তি, এবং স্বজ ভাষায় রচনাশক্তি ইত্যাদি যে সকল গুণ অপেক্ষা করে, আমাতে তাহার কিছুই নাই, তথাপি আমি এই সাহসে এই গুরুতর বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলাম, যে এ গ্রন্থের আরম্ভ অবধি শেষ পর্য্যন্ত ভগবানের নামস্মরণ ও গুণকীর্ত্তন প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ হইবে, সুতরাং সেই গুণে অস্মদ্গুণাভাবের অভাব হইয়া প্রকৃতভাবোদয় হইবেক তাহার সন্দেহ নাই। সাধু লোকেরা অন্যের গুণ ব্যতীত দোষ গ্রহণ করেন না, অতএব ধার্ম্মিক হিন্দুবর্গের প্রতি নিবেদন, যে তাঁহারা ছলগ্রাহী না হইয়া এই পুস্তক মনো-যোগপূর্ব্বক পাঠ করত আমার পরিশ্রম সফল করেন। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া যদি একটী মনুষ্যেরও শাস্ত্রের তাৎপর্য্য অবগতিপূর্ব্বক তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধার উদয় হয়, তাহা হইলেই পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক বোধ করিয়া চরিতার্থ হইব ইতি।

শ্রীলোকনাথ বসু।

কলিকাতা
বাগবাজার বসুপাড়া।
১২৬৩ সাল, ২ বৈশাখ।

ধর্ম্মভ্রষ্ট হওয়াই দুষ্য; কোন এক ধর্ম্মের অনুগামী হইয়া ধার্ম্মিক হইলেই জীবের সদ্গতি হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু পরম পদ যে মুক্তি তাহা হিন্দুশাস্ত্রাবলম্বন ব্যতীত লভ্য হইবার আর উপায়ান্তর নাই, যেহেতু অবিদ্যাজনিত দেহাত্মবোধই দেহের কারণ, অতএব দেহোৎপত্তি নিবারণার্থ সেই মিথ্যা জ্ঞানের নিরাস অপেক্ষা করে। কিন্তু তন্নিবারণের উপদেশ হিন্দুশাস্ত্র ভিন্ন অন্যত্র নাই। যদিও মুসলমানদিগের মধ্যে বৈদান্তিকমতানুযায়ী "আয়নলহক্" নামে এক ধর্ম্মশাস্ত্র ছিল বটে, কিন্তু এক্ষণে কোরাণের প্রাদুর্ভাবে ও তন্মতা-বলম্বীদিগের দৌরাত্ম্যে তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে।

নির্ঘণ্ট।

যে সকল প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রমাণে এতৎ পুস্তক রচিত হইল তাহার নাম।

১। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য সংগৃহীত স্মৃতি।—২। মনুসংহিতা।—৩। মহাবাক্যরত্নাবলী।—৪। অজ্ঞানবোধিনী।—৫। বেদান্তসার।—৬। পঞ্চদশী।—৭। ভগবদ্গীতা।—৮। বৈরাগ্যশতক।—৯। প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটক।—১০। প্রস্থানভেদ।—১১। শ্রীমদ্ভাগবত।—১২। রামগীতা।—১৩। ভগবতীগীতা।—১৪। যোগবাশিষ্ঠ।—১৫। প্রাণ-তোষিণী।—১৬। রুদ্রজামল।—১৭। সূর্য্যরহস্য।—১৮। মন্ত্রপ্রদীপ।—১৯। মহিম্নস্তব।—২০।—ভক্তিরসামৃত।—২১। শৃগাল পঞ্চক।—২২। কুমারসম্ভব।—২৩। ভবিষ্যোত্তরপুরাণ।—২৪। মৎস্য ঐ। ২৫। ব্রহ্ম ঐ।—২৬। পদ্ম ঐ।—২৭। বিষ্ণু ঐ।—২৮। বায়ু ঐ।—২৯। নারদ ঐ।—৩০। মার্কণ্ডেয় ঐ।—৩১। অগ্নি ঐ।—৩২। বরাহ ঐ।—৩৩। স্কন্দ ঐ।—৩৪। বামন ঐ।—৩৫। কূর্ম্ম ঐ।—৩৬। গরুড় ঐ।—৩৭ ব্রহ্মাণ্ড ঐ।—৩৮। কল্কি ঐ। ৩৯। মহাভারত।—৪০। কর্ম্মলোচন।—৪১। শব্দকল্পদ্রুম।—৪২। আয়ুর্ব্বেদ।—৪৩। রাজবল্লভ।—৪৪। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।—৪৫। সিদ্ধান্তমুক্তাবলী।—৪৬। সর্ব্বার্থপূর্ণ-চন্দ্র।—৪৭। বাইবেল।—৪৮। কোরাণ।—৪৯। খোলাসতুল আম্বীয়া।

সঙ্কেতবাক্যবোধক উপদেশ।

অঃ	...	...	অধ্যায়।
কাঃ	...	...	কাণ্ড।
পঃ	...	...	পদ্মপুরাণ।
প্রাণঃ	...	...	প্রাণতোষিণী।
বিঃ	...	...	বিষ্ণু পুরাণ।
ভগঃগীঃ	...	...	ভগবদ্গীতা।
ভাঃ	...	...	ভাগবত।
শব্দঃকঃ	...	...	শব্দকল্পদ্রুম।
সঃপূঃ	...	...	সর্ব্বার্থপূর্ণচন্দ্র।
স্কঃ	...	...	স্কন্দ।

হিন্দুধর্ম্মমর্ম্ম।
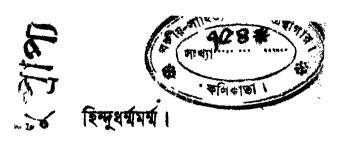
কোন ব্যক্তি সংসার-দাবানলে দগ্ধ হওয়াতে তাহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া গৃহ হইতে বহির্গমন করত প্রান্তরমধ্যে এক বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেশনপূর্ব্বক মনে মনে ধর্ম্মবিষয়ে নানা-প্রকার আলোচনা করত খ্রিষ্টীয়, মহম্মদীয়, ও হিন্দুশাস্ত্রীয় কোন ধর্ম্মে কিছুমাত্র সার পদার্থ দেখিতে না পাইয়া পরে অত্যন্ত খিন্নমনে জ্ঞান-ভূমি বারাণসী ধামে গমন পুরঃসর ইতস্ততঃ ভ্রমণানন্তর এক পরম-হংসের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার সমীপে গমন করত শিষ্যত্ব স্বীকার পূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কহিল, মহাশয়, আমি হিন্দু-কুলোদ্ভব, অতএব হিন্দুধর্ম্ম-পরায়ণ হওয়া আমার শ্রেয়ঃকল্প, কিন্তু তাহাতে বিস্তর সংশয় দেখিতেছি, অর্থাৎ নানা শাস্ত্রের নানা মত, বেদে নিরাকার অদ্বয় ব্রহ্মের এবং তন্ত্রে ও পুরাণে বিবিধ দেব দেবীর উপাসনা বিহিত হইয়াছে, আর সেই উপাসনার প্রণালীও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। অতএব এ অবস্থায় ঐ ধর্ম্মের অনুগামী হওয়া কর্ত্তব্য কি ধর্ম্মান্তর অবলম্বন করা বিহিত, আমি এই চিন্তায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলাম। যদি আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংশয়চ্ছেদক উপদেশ দেন; তাহা হইলেই সুস্থ হইতে পারি, নতুবা আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

গুরু।—আমি তোমার অমৃতাভিষিক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, এবং তোমাকে সাধুবাদ প্রদান করিলাম। দেখ বাপু, এক্ষণে অনেকেই হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মাবগত হইতে না পারিয়া তাহাকে ভ্রান্তিমূলক বিবেচনায় অগ্রাহ্য

করিয়া থাকে, ইহা অপরিচিত ব্যক্তির নাম শ্রবণ মাত্র তাহাকে দোষী বলার ন্যায় অতি অনুচিত ব্যবহার, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব তুমি যে তাহা না করিয়া স্বজাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের দোষ গুণ বিবেচনা করিবার নিমিত্ত ঐ শাস্ত্রের অভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছ, ইহা হইতে অধিক প্রশংসনীয় কর্ম্ম আর কি হইতে পারে? তদর্থে তোমাকে সাধুবাদ দিলাম। এক্ষণে আমি তোমার সংশয় ছেদনার্থ সাতিশয় যত্ন করিতেছি। তুমি ভক্তি ও মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া সংশয় দূরীকরণ কর। শাস্ত্র সকলে পরস্পর কোন বিরোধ নাই (১) এতদ্দেশে বেদের একাংশ অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ড ব্যতীত অপর দুই কাণ্ডের বিশিষ্টরূপ প্রকাশ না থাকায় তোমরা বেদের সহিত পুরাণাদির বিভিন্নতা অনুমান কর। বাস্তবিক বেদ হইতে পুরাণ, স্মৃতি, আগম অর্থাৎ তন্ত্র ইত্যাদি তাবৎ শাস্ত্রেরই উৎপত্তি হইয়াছে। যদিও ঐ সকল শাস্ত্রে পরস্পর বিরোধ অর্থাৎ বিপরীত বিধান দৃষ্ট হয়, তথাপি তাহারও হেতু বেদ ব্যতীত অন্য নহে। মনের গুণ ভেদে লোকের

---

(১) পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণমিশ্র মহাশয়ও এইরূপ বিবেচনা করিয়া প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের পঞ্চম অঙ্কে লিখিয়াছেন যে "তত্ত্ববিচারক ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে শাস্ত্র সকলের পরস্পর বিরোধ হয় না"। এবং শ্রীযুত মধুসূদন সরস্বতী বিরচিত প্রস্থানভেদেও তাবৎ শাস্ত্রের একতা কথিত হইয়াছে। ফলতঃ মূলশাস্ত্র যে শ্রুতি, তাহার নানার্থ-বোধকতা প্রযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন ঋষি তাহার ভিন্ন ভিন্ন ভাব গ্রহণ করত স্ব স্ব অভিপ্রায়ানুযায়ি শাস্ত্র করিয়াছেন, ইহাতে এক এক প্রধান শাস্ত্রে সামান্য সামান্য বিষয়ে মতান্তর দৃষ্ট হয়, কিন্তু অধিকাংশ সাধু লোক যে মতের অনুগামী হইয়াছেন, তাহাই অস্মদাদির গ্রহণযোগ্য, যেহেতু শাস্ত্রেই কথিত আছে যে "কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ। যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে।" ইতি (ব্যবহারতত্ত্বে) বৃহস্পতিবচনম্। অস্যার্থঃ। কোন কর্ত্তব্য কর্ম্মের নির্ণয় করিতে হইলে কেবল

অধিকার ভেদ হয়, এজন্য অধিকারিভেদে বেদে পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম নিরূপিত হইয়াছে. সুতরাং একের সহিত অন্য শাস্ত্রের বিরোধ দৃষ্ট হয়। বেদে যে প্রকার কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনা কাণ্ড, এবং জ্ঞানকাণ্ড আছে, পুরাণে এবং তন্ত্রেও সেই প্রকার কর্ম্ম. উপাসনা এবং জ্ঞান সম্বন্ধীয় উপদেশ দৃষ্ট হয়। বেদ, পুরাণ এবং তন্ত্রাদি সকল শাস্ত্রেরই প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম। তদতিরিক্ত অন্য কোন দেবতার উপাসনা (২) করিবার উপদেশ মুমুক্ষু জনগণের প্রতি কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কায়মনোবাক্যে ভক্তি পূর্ব্বক পরাৎপর পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া মনের শান্তি লাভ করিবার বিধান সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। তবে কেবল এই মাত্র প্রভেদ, যে, বেদ যাহা বলিয়াছেন, পুরাণাদি তদাচরণের উপায় দেখাইয়াছেন, যথা বেদ এই আদেশ করেন যে

শাস্ত্র আশ্রয় করা উচিত নহে, যে হেতু যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম্মের হানি হয়।

পুনশ্চ।—"বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্। ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ"।

অস্যার্থঃ।—"বেদ আর স্মৃতিশাস্ত্র একমত নয়।
স্বেচ্ছামত নানা মুনি নানা মত কয়॥
কে জানে নিগূঢ় ধর্ম্মতত্ত্ব নিরূপণ।
সেই পথ প্রাজ্ঞ যাতে যায় মহাজন॥

ইতি মহাভারত বনপর্ব্ব। শ্রীরামপুরে মুদ্রাঙ্কিত ভারতের প্রথম বালমের ৪২১ পৃষ্ঠা দৃষ্টি কর।

(২) ইন্দ্রাদি দেবতাদিগের উপাসনার বিধি শাস্ত্রে আছে বটে, কিন্তু তাহা বিষয়-ভোগার্থী লোকের প্রতি কথিত হইয়াছে, দেবতারা অস্মদাদির ন্যায় জন্য-জীব, ইহা বিষ্ণু পুরাণের পঞ্চমাধ্যায়ে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে, সুতরাং তাঁহারাও নশ্বর, যে হেতু জন্যপদার্থ মাত্রেরই ধ্বংস হইয়া থাকে। বিশেষতঃ তাহার প্রমাণ শ্রুতিতেও আছে, যথা "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি"। ইহার ভাবার্থ এই যে মনুষ্য সকল পুণ্য দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েন, পুণ্যক্ষয় হইলেই তাঁহারা স্বর্গচ্যুত হইয়া মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন। এবং শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে উন-

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" । অস্যার্থঃ । অরে ! আত্মার শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা সাক্ষাৎকার হইতে পারে । কিন্তু বিষয়াসক্ত বেদানভিজ্ঞ লোকদিগকে সেই শ্রবণাদি অনুষ্ঠান করিবার উপায় পুরাণাদি নানা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে । যদিও শাস্ত্রে উপাসনাকাণ্ডে অর্থাৎ ভক্তিপ্রকরণে বিবিধ দেব দেবীর প্রসঙ্গে মনুষ্যের ন্যায় তাঁহাদিগের বাসস্থান, ও পরিবার এবং বাহনাদি থাকার বিবরণও সেই সেই দেব দেবীর উপাসনা করিবার উপদেশ অথবা উপাস্য

বিংশতি অধ্যায়ে কথিত আছে যে স্বর্গের এবং পৃথিবীর অপরাপর খণ্ডের জীবেরা ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের লোকেরা স্বর্গাদিতে জন্মগ্রহণ করে, অর্থাৎ জীব সকল স্ব স্ব কর্ম্ম বশতঃ স্বর্গ মর্ত্ত্যাদি নানা স্থানে ভ্রমণ করে, এবং ভবিষ্যোত্তর পুরাণের চতুর্থাধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে যে, শুভ কর্ম্মে দেবত্ব, শুভাশুভ মিশ্রিত কর্ম্ম দ্বারা মনুষ্যত্ব, এবং অশুভ কর্ম্ম দ্বারা তির্য্যক্-যোনিত্ব লাভ হয় ।

'স্বর্গ' শব্দে সূর্য্যাদি তৈজসমণ্ডল সকল উপলব্ধি করিতে হইবেক, কারণ মৎস্যপুরাণে দ্বিতীয়াধ্যায়ে লিখিত আছে যে, এই বিশ্ব অণ্ডস্থ প্রযুক্ত ইহাকে ব্রহ্মাণ্ড কহে, ঐ ব্রহ্মাণ্ড দুই অংশে বিভক্ত, এক অংশ পৃথিবী অপর অংশ স্বর্গ । এক্ষণে বিবেচনা কর যখন আকাশস্থ সূর্য্যমণ্ডলাদি পৃথিবীর অন্তর্গত নহে, এবং উহা ব্যতিরিক্ত শূন্যস্থ আর অন্য স্বর্গ আছে এমত উপলব্ধি হইতেছে না, তখন ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক, যে আকাশস্থ সূর্য্যমণ্ডলাদিই স্বর্গ, এবং ঐ মণ্ডলস্থ প্রাণিবর্গই দেবতা, তাহার সন্দেহ নাই । অপর যখন পৃথিবীর কোন স্থল প্রাণিহীন দৃষ্ট হয় না, বরং মাইক্রস্কোপ নামক যন্ত্র বিশেষ দ্বারা দর্শন করিলে জলে, বায়ুতে, প্রস্তরাদিতে, এবং অগ্নিমধ্যেও অত্যন্ত সূক্ষ্ম দেহী প্রত্যক্ষ হয়, তখন গ্রহ নক্ষত্রাদি যে সকল মণ্ডল আকাশে আছে, তাহাতে কোন প্রাণির বাস নাই, ইহা কি রূপে সম্ভব হইতে পারে, এবং যে মণ্ডল যে পদার্থে নির্ম্মিত, তত্রস্থ জীবের শরীর অধিকাংশই সেই পদার্থ-ঘটিত হওয়ার প্রতিও কোন সন্দেহ নাই । বিশেষতঃ সিদ্ধান্তমুক্তাবলির তেজোনিরূপণ-প্রকরণেও সূর্য্যাদি লোকে তৈজস দেহিদিগের বসতির প্রসঙ্গ আছে, এতাবতা যুক্তি ও শাস্ত্র দ্বারা তৈজস-মণ্ডল-বাসিদিগের দেহ তেজঃপ্রধান ইহা প্রতিপন্ন হয়, এবং 'দেবতা' শব্দেও দীপ্তি বিশিষ্ট বুঝায় । অতএব শাস্ত্রে 'স্বর্গ' শব্দে

দেবের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, তথাপি ইহা বেদের আশ্চর্য্য কৌশল জানিবে, ইহার কারণ ও প্রমাণ পশ্চাৎ দর্শাইব। এ স্থলে এই মাত্র বক্তব্য যে, ঐ সকল স্ত্রী পুরুষ উভয় নাম রূপ এক পরব্রহ্মেরই হয়. তাহা ভিন্ন ভিন্ন দেব দেবীর নহে এবং বিবিধ প্রকারে যে উপাসনা করা যায়, সেও তাঁহা ব্যতীত অন্যের নহে, উপাসনা ভেদে ফলের বৈলক্ষণ্য* হয় না, তাহারও বিশিষ্ট প্রমাণ দর্শাইব।

তুমি অবশ্য শুনিয়া থাকিবে, যে, শাস্ত্রে দ্বৈতাদ্বৈত মতের এক বিবাদ আছে, এবং ঐ বিরোধ আমিও স্বীকার করি, কিন্তু "দ্বৈতাদ্বৈত মত" পদে এমত বিবেচনা করিও না, যে কেহ পরমেশ্বরের তুল্য অন্য পুরুষের সত্তা অস্বীকার করেন, এবং কেহ তাঁহার সদৃশের বিদ্যমানতা মানেন।

উক্ত বিবাদের মূল এই যে পাঞ্চভৌতিক স্থূল দেহ এবং তত্রস্থ ইন্দ্রিয়াদি কাহারও চৈতন্য নাই, কেবল আত্মার আবির্ভাবে ও তিরোভাবে তত্তাবতের চেষ্টার আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়। যেমন ধাতুময় বাষ্পযন্ত্র স্বভাবতঃ জড় হইয়াও বাষ্পপূর্ণ হইলে গত্যাদি শক্তিবিশিষ্ট হইয়া নানাকার্য্য করে, বাষ্পাভাব হইবামাত্রই অচল হয়, তদ্রূপ আত্মার সত্তা হেতু সর্ব্বেন্দ্রিয়ের চেষ্টা জন্মিয়া নানা কর্ম্ম সম্পাদিত হয়। কিন্তু আত্মা প্রস্থান করিলে কাহারও স্পন্দ থাকে না। অতএব আত্মা যে ভৌতিক পদার্থ নহে, তাহাতে আর প্রমাণাপেক্ষা করে না।

---

*সূর্য্যাদি তৈজস মণ্ডল এবং 'দেবতা' শব্দে তত্তন্নিবাসী উৎকৃষ্ট দেহী অভিপ্রেত হওয়া ব্যতিরিক্ত অন্য সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না, সুতরাং তাঁহারা অপেক্ষাকৃত অধিক ক্ষমতাবান বিবেচনা করিতে হইবেক। এ স্থলে তাঁহাদিগের মানব উপাসনায় প্রসন্ন হইয়া কামনা পূর্ণ করিবার যোগ্যতা অসম্ভব নহে।

পরন্তু কোন কোন ঋষি কারণের সহিত কার্য্যের অভিন্নতা জ্ঞানে ঐ আত্মাকে চিদাভাস বলিয়া জীবোপাধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবকে ব্রহ্মই স্বীকার করিয়াছেন, (৩) পক্ষান্তরে কেহ কেহ কার্য্য কারণের পার্থক্য মানিয়া পরমেশ্বর হইতে জীবের ভেদ দর্শাইয়াছেন, ইহাতেই "দ্বৈতাদ্বৈত" মতের উৎপত্তি হইয়া ষড়দর্শনে (৪) তুমুল বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়াছে। এবং শাস্ত্রের যে বিরোধ সে কেবল এই বিষয়ে জানিবে, কিন্তু অদ্বৈত মতই অধিকাংশ ঋষি গ্রাহ্য করিয়াছেন, এবং পুরাণ ও তন্ত্র আদি বহু শাস্ত্র তদনুগামী। ফলে দ্বৈতবাদীরাও উপাস্যের দ্বিত্ব স্বীকার করেন নাই।

এক্ষণে প্রস্তাবিত বাক্য সকলের প্রমাণ ও কারণ বর্ণন করি, বিশেষ মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

১। পুরাণ শাস্ত্র যে বেদমূলক তদ্বিষয়ে এই বক্তব্য যে, পুরাণকর্ত্তাদিগের মধ্যে প্রধান যে বেদ-ব্যাস তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে লিখিয়াছেন, যে "এই ভাগবত শাস্ত্র বেদরূপ কল্পবৃক্ষের ফল"।

---

(৩) জীব যে চিদাভাস ইহা অত্যন্ত অসম্ভব বোধ হইতে পারে, অতএব তাহার সম্ভাবনা দর্শাইবার নিমিত্ত এক উদাহারণ দিতেছি।

কোন তমোময় গৃহে দীপ আনয়ন করিবামাত্রই তত্রস্থ সমুদায় পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার কারণ এই যে ঐ দীপশিখার আভা অর্থাৎ অত্যন্ত ক্ষুদ্র তেজোময় পরমাণু সমূহ উক্ত গৃহে বিস্তৃত হইয়া সর্ব্বত্র সংলগ্ন হয়, এই হেতু তাবতের রূপ নয়নগোচর হইয়া থাকে, অথচ দীপশিখার যে দাহিকা শক্তি আছে, ঐ সকল পরমাণুতে তাহার আবির্ভাব হয় না, তাহা হইলে বারুদাদি অনায়াস-দাহ্য বস্তু উজ্জ্বল গৃহে কদাচ রক্ষা করা যাইতে পারিত না, তদ্রূপ জীব চিদাভাস হইয়াও স্বরূপের শক্তি প্রাপ্ত হইবেন না।

(৪) দর্শনকারদিগের মত অতি সংক্ষেপে প্রঃ নাঃ ৫ অঙ্কে লিখিত আছে।

পুনরায় তৃতীয় অধ্যায়ের চত্বারিংশৎ শ্লোকে লেখেন যে, "ইহা সর্ব্ব বেদের তুল্য"। পুনশ্চ তৎপর শ্লোকে লিখিত হইয়াছে যে "মহর্ষি বেদ-ব্যাস এই শাস্ত্রে সকল বেদ এবং ইতিহাসের সার উদ্ধার করিয়া আত্মসুত ধীর-শ্রেষ্ঠ শুক-দেবকে শিক্ষা দিয়া ছিলেন"। অনন্তর চতুর্থ অধ্যায়ে ২৩। ২৪। ২৫ শ্লোকে লিখিত আছে যে "ঐ সকল ঋষি আপনি আপন অধীত বেদ অনেক প্রকারে বিভক্ত করেন, অতএব তাঁহাদিগের এবং তত্তৎশিষ্য প্রশিষ্যাদির দ্বারা বেদ সকল ক্রমে বহু শাখা বিশিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বে অতিশয় মেধাবী লোকেই বেদ সকল ধারণ করিতেন, কিন্তু অল্পবুদ্ধি লোকেও তাহা যে রূপে ধারণ করিতে পারে, দীনবৎসল ভগবান্ বেদ-ব্যাস তদ্রূপে সংগ্রহ করিলেন, পরে স্ত্রী, শূদ্র ও দ্বিজবন্ধুর (৫) বেদে অধিকার নাই বলিয়া শ্রেয়ঃসাধন কর্ম্মমার্গে বিমূঢ় ঐ সকল লোকের কিরূপে নিস্তার হইবে, ইহা বিবেচনা করিয়া ঐ ঋষি কৃপা পূর্ব্বক তাহাদের নিমিত্ত মহাভারত আখ্যান রচনা করিলেন"। অপরঞ্চ পাদ্মের প্রথমাধ্যায়ে বেদ-ব্যাসকে নমস্কার উপলক্ষে উক্ত হইয়াছে যে "যিনি বুদ্ধিরূপ মন্থান দণ্ড মন্দর ধারণ পূর্ব্বক শ্রুতি সাগর হইতে মহাভারত-রূপ চন্দ্র উদ্ধার করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন"। এবং গারুড়ে উক্ত হইয়াছে যে "ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, গায়ত্রীর ভাষ্য এবং বেদার্থে বর্দ্ধিত" (৬)।

ঐ বিষয়ে প্রমাণ স্মৃতিতেও পাওয়া যায়। "ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ। বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো

(৫) স্বধর্ম্মচ্যুত ত্রিবর্ণাধম, অর্থাৎ হীন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য।

(৬) এতদ্বচন হরিভক্তি-বিলাসের দশম বিলাসে আছে।

মাময়ং প্রহরিষ্যতি"। অস্যার্থঃ। (৭) ইতিহাস এবং পুরাণাদি শাস্ত্র বেদার্থেরই স্তাবক মাত্র। বেদ অল্প জ্ঞান বিশিষ্ট লোক কর্ত্তৃক প্রহারিত হইবার ভয়ে ভীত হয়েন। অর্থাৎ যে সকল লোক কেবল ব্যাকরণাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন করত জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বারমাত্র স্পর্শ করিয়া পণ্ডিতাভিমানী হয়, তাহারা বেদাধ্যয়ন বা তদালোচনা করিলে তাহার প্রকৃতাভিপ্রায় গ্রহণ করিতে অশক্ত হইয়া অর্থবাদ (৮) সকলকেই যথার্থ বাদ জ্ঞান করিয়া অনর্থ ঘটাইতে আরম্ভ করে, এ নিমিত্ত বর্ণাশ্রম এবং অধিকারিভেদে ও রাজপ্রজাদির যাহা কর্ত্তব্য, পরম দয়ালু ঋষিরা তাহা পুরাণাদি শাস্ত্র দ্বারা স্পষ্ট করিয়া উপন্যাসচ্ছলে লিখিয়াছেন।

সর্ব্ব পুরাণের এবং মহাভারতাদি ইতিহাসের স্থানে স্থানে ব্রহ্ম-জ্ঞানোপদেশ আছে, তত্তাবতের বর্ণনা করা দুঃসাধ্য, তথাপি কয়েক স্থানের প্রসঙ্গ করিতেছি, যদি ইচ্ছা হয়, দৃষ্টি করিবে।

---

(৭) প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব শ্রীরামপুর মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত পুস্তকের প্রথম ভাগের ৩০২ পৃষ্ঠা।

(৮) বেদে যে অর্থবাদ আছে তাহা ভগবান্ বেদব্যাস ও ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্বাচত্বারিংশৎ শ্লোকে এবং ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের তৃতীয়াধ্যায়ে ৪৫ ও ৪৭ শ্লোকে স্পষ্টরূপে লিখিয়াছেন। কিঞ্চিৎ সত্যোপলক্ষে প্রশংসা-জনক আরোপিত বাক্যের নাম অর্থবাদ, যথা অমুক যজ্ঞ করিলে অক্ষয় স্বর্গবাস হইবেক, এ স্থলে যজ্ঞের ফল যে স্বর্গভোগ তাহা স্বরূপ বটে, কিন্তু সেই ভোগের ক্ষয় না হইবার যে উক্তি তাহা প্রবৃত্তি-জনক মাত্র। বেদব্যাস ঐ ৪৫ ও ৪৭ শ্লোকে লিখিয়াছেন যে, যজ্ঞের ফলশ্রুতি অলীক। কর্ম্মে মন নির্ম্মল করে এজন্য, ফলপ্রাপ্তিরূপ লড্ডুর লোভ দেখাইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত তাহার ফলশ্রুতি লিখিয়াছেন।

পুরাণের নাম।	তাহার যে অংশে ঐ উপদেশ আছে।
১ ব্রহ্ম - - -	উত্তরভাগে, যোগ-সাঙ্খ্য-ব্রহ্মবাদ কথনে।
২ পদ্ম - - -	চতুর্থ পাতালখণ্ডে, শিবগীতায়।
৩ বিষ্ণু - - -	প্রথম ভাগের ষষ্ঠাংশে, ব্রহ্মজ্ঞান কথনে।
৪ বায়ু - - -	উত্তর ভাগে, শিবসংহিতায়।
৫ ভাগবত- -	দ্বাদশ স্কন্ধে, বেদশাখা কথনে।
৬ নারদ - - -	পূর্ব্বভাগের দ্বিতীয় পাদে, মোক্ষধর্ম্ম কথনে মোক্ষোপায় নিরূপণে।
৭ মার্কণ্ডেয়- -	সাংখ্যযোগোপদেশে।
৮ অগ্নি - - -	যোগশাস্ত্র-ব্রহ্ম-জ্ঞান কথনে।
৯ ভবিষ্য- - -	তৃতীয় পর্ব্বে, মোক্ষ বিষয়ে বিষ্ণু-মাহাত্ম্য কথনে।
১০ বরাহ - -	পূর্ব্ব ভাগে, রুদ্রগীতায়।
১১ স্কন্দ - - -	দ্বিতীয়ে বৈষ্ণবখণ্ডে, মোক্ষ-সাধন-মন্ত্রোক্ত নানা-যোগ-নিরূপণে-তৃতীয়ে-ব্রহ্মাণ্ড-খণ্ডে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশে, এবং জ্ঞান-যোগাখ্যানে।
১২ বামন - -	দ্বিতীয় উত্তরভাগে, মাহেশ্বরী সংহিতায়, ভগবতী সংহিতায়, সৌরী সংহিতায়, এবং গাণেশ্বরী সংহিতায়।
১৩ কূর্ম্ম - - -	উত্তরভাগে ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষের মাহাত্ম্য কথনে, পূর্ব্বভাগে বেদশাখায়, দ্বিতীয় উত্তরভাগে ঐশ্বরী গীতায়, ব্যাস-গীতায়, ব্রাহ্মী সংহিতায়, ভগবতী সংহিতায়।
১৪ গরুড় - - -	প্রথম পূর্ব্ব খণ্ডে যোগ; বেদান্ত, সাঙ্খ্য,

সিদ্ধান্ত শাস্ত্র এবং ব্রহ্মজ্ঞান, আত্ম-জ্ঞান, গীতাসার কথনে—দ্বিতীয় উত্তর খণ্ডে আত্যন্তিক লয় কথনে।

১৫ ব্রহ্মাণ্ড-"- অন্ত্য ভাগে উপসংহার পাদে, মনোময় পুরুষাখ্যান হইতে অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্ম বর্ণন পর্য্যন্ত।

অধ্যাত্ম রামায়ণ-রামগীতায়।

এতদ্ভিন্ন মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বে ভগবদ্গীতায়, মহাভাগবতের ভগবতী গীতায়, এবং বাল্মীকি-মুনি-কৃত যোগবাশিষ্ঠে, অপূর্ব্ব ব্রহ্ম-জ্ঞানোপদেশ আছে।

২। স্মৃতিশাস্ত্র যে বেদমূলক, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ তাহাতেই লিখিত আছে, যথা প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে প্রায়শ্চিত্তোপদেশ প্রকরণে, এই মনুবাক্য ধৃত হইয়াছে "আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা। যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ" (৮)। স্মৃতি-সংগ্রহকার শ্রীযুত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য এইরূপে ঐ বচনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন "ঋষি-জুষ্টত্বাৎ আর্ষং বেদং ধর্ম্মোপদেশং তন্মূলং স্মৃত্যাদিকং, যস্তদবিরুদ্ধেন তর্কেণ মীমাংসাদিনা অনুসন্ধত্তে বিচারয়তি স ধর্ম্মং বেদ জানাতি নতু মীমাংসানভিজ্ঞঃ।

অস্যার্থঃ।——বেদাধিকারি জনগণের মধ্যে যে ব্যক্তি মীমাংসা দ্বারা বেদ এবং স্মৃত্যাদি অনুসন্ধান করে, সেই ব্যক্তিই ধর্ম্ম জানে, তদিতরে জানে না।

উক্ত প্রকরণে ধৃত দ্বিতীয় বচন এই যে "ধর্ম্মে প্রতীয়মানে হি বেদেন করুণাত্মনা। ইতি কর্ত্তব্যতা ভাগং মীমাংসা

(৮) শ্রীরামপুরের মুদ্রা-যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত স্মৃতির প্রথম ভাগের ৩০২ পৃষ্ঠা দৃষ্টি কর।

পূরয়িষ্যতি"। তদ্ব্যাখ্যা।—"মীমাংসা বেদবিচারঃ সা চ কর্ম্ম-ব্রহ্ম-ভেদাৎ জৈমিনি-বাদরায়ণ-প্রণীতা দ্বিবিধা"। অস্যার্থঃ। করুণাত্মা বেদ দ্বারা ধর্ম্ম প্রকটিত হইলে তাহার ইতিকর্ত্তব্যতা ভাগকে মীমাংসা পূরণ করেন, সেই মীমাংসা দুই প্রকার, জৈমিনি-প্রণীত কর্ম্ম-মীমাংসা, অর্থাৎ কর্ম্ম-কাণ্ড। ও ব্যাস-প্রণীত ব্রহ্ম-মীমাংসা, অর্থাৎ জ্ঞান কাণ্ড।

স্মৃতি-কারদিগের মধ্যে প্রধান যে মনু তাঁহার সম্বন্ধে কুল্লূক ভট্ট মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের টিপ্পনীতে লিখিয়াছেন যে "শ্রুত্যুপগ্রহাচ্চ বেদ মূলকত্তয়া প্রামাণ্যম্"। অস্যার্থঃ।—মনু-বাক্যের যে প্রামাণ্য সে কেবল বেদ-মূলকতা হেতু।

বৃহস্পতিও লিখিয়াছেন যে "বেদার্থোপনিবন্ধত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্"। অস্যার্থঃ।—বেদার্থ-নিবন্ধকতা জন্য মনু প্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৩। তন্ত্র-শাস্ত্রের বেদ মূলকত্তার প্রমাণ এই যে "ন বেদঃ প্রণবং ত্যক্ত্বা মন্ত্রো বেদ-সমুত্থিতঃ। তস্মাৎ বেদপরো মন্ত্রো বেদাঙ্গশ্চাগমঃ স্মৃতঃ" (৯)। ইতি মেরুতন্ত্রে প্রথম প্রকাশে। অস্যার্থঃ।—প্রণব পরিত্যাগ করিলে বেদের বেদত্ব রহিত হয়। এবং মন্ত্র সকলের উৎপত্তি বেদ হইতে অতএব সমুদায় মন্ত্রই বেদপর অর্থাৎ বেদের মধ্যে উত্তম, এবং আগমও বেদের অঙ্গ এই হেতু মন্ত্র সকল বেদের অঙ্গরূপে কথিত হইয়াছে।

অপিচ নিরুত্তর তন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে "আগমঃ পঞ্চমো বেদঃ কৌলস্তু পঞ্চমাশ্রমঃ ইতি (১০)। অস্যার্থঃ।—আগম পঞ্চম বেদ, এবং কৌল অর্থাৎ বামাচার পঞ্চম আশ্রম।

(৯) প্রাণঃ ৩৪। ২।৮।
(১০) প্রাণঃ ৩৪।২।৯।

বিশেষতঃ তন্ত্রে যে সকল নাম রূপ উদ্দেশে উপাসনার বিধান আছে. তত্তাবতের প্রসঙ্গ বেদে এবং পুরাণে দৃষ্ট হইতেছে, এ বিধায়ে তাহা তন্ত্রকারদিগের স্বকপোল-কল্পিত বলা যাইতে পারে না। অধিকন্তু প্রকৃত বিষয়ে বেদের সহিত তান্ত্রিক মতের অনৈক্য নাই, যেহেতু বৈদান্তিক মত যাহার আভাস তোমাকে পূর্ব্বেই কহিয়াছি, তাহা এই যে জীব বাস্তবিক চিদাভাস অর্থাৎ জ্ঞানের প্রতিবিম্ব, কেবল মায়াচ্ছন্নতা প্রযুক্ত জীবরূপ উপাধি-গ্রস্ত হইয়াছেন, এবং তন্ত্রে তাহাই অবিকল লিখিত আছে। যথা "জীবঃ শিবঃ শিবো দেবঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ। পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশ-(১) মুক্তঃ সদাশিবঃ"। ইতি মুণ্ডমালা-তন্ত্রে দ্বিতীয়পটলে (২)।

অস্যার্থঃ।—জীবই শিব, শিব দেবতা, এবং সেই যে জীব তিনি কেবল, অর্থাৎ দ্বিতীয়-রহিত শিব, কেবল পাশবদ্ধ হেতু জীব, পাশ-মুক্ত হইলেই সদাশিব হয়েন।

তথাহি। "তুষেণ বদ্ধো ব্রীহিঃ স্যাৎ তুষাভাবে তু তণ্ডুলঃ। কর্ম্মবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ কর্ম্মমুক্তঃ সদাশিবঃ"। ইতি উক্ত তন্ত্রের তৃতীয় পটলে (৩)।

অস্যার্থঃ।—তুষাচ্ছাদিত যে শস্য তাহারই নাম ব্রীহি,

(১) "ঘৃণা লজ্জা ভয়ং শোকো জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমী। কুলং শীলং তথা জাতিরষ্টৌ পাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ"। ইতি কুলার্ণবতন্ত্রে পঞ্চম খণ্ডে।
অস্যার্থঃ।—ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শোক, নিন্দা, কুল, শীল, জাতি, এই অষ্ট প্রকারকে পাশসংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। কুল, শীল, এবং জাতি শব্দে কুলের, শীলের, এবং জাতির অভিমান অভিপ্রেত হইয়াছে, তৎপরিত্যাগের চেষ্টা সাধনাঙ্গ বটে, কিন্তু চিত্ত-শুদ্ধির পূর্ব্বে জাত্যাদি-পরিত্যাগে স্বেচ্ছাচারী হইলে ঐ চিত্ত-শুদ্ধির ব্যাঘাত সম্ভবে, তাহা পশ্চাৎ বর্ণ-ভেদের হেতু-বর্ণন-স্থলে প্রকাশিত হইবেক।

(২) প্রাণঃ ২৪৬। ১।৯।

(৩) প্রাণঃ ২৪৬। ১। ১১।

তুষ-রহিত হইলেই সেই শস্য তণ্ডুল আখ্যা প্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ কর্ম্ম-পাশ দ্বারা বদ্ধ হেতু জীব-সংজ্ঞা, এবং তাহা হইতে মুক্ত হইলেই, সদাশিব নাম হয় (৪)।

এবং পরমাত্মার সহিত, জীবাত্মার অভেদ-জ্ঞান-সাধনার্থে পূজা-পদ্ধতির মধ্যে, ভূত-শুদ্ধির প্রকরণ কল্পিত হইয়াছে, তাহাতে এমত ভাবনার উপদেশ আছে, যে জীবাত্মা মূলাধারে চতুর্দ্দল পদ্মে অবস্থিত জ্ঞানে সুষুম্না নাড়ীর পথে তাঁহাকে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করত, লিঙ্গমূলে ষড়্দল, নাভিমূলে দশ দল, হৃদয়ে দ্বাদশ দল, কণ্ঠে ষোড়শ দল, ভ্রূমধ্যে দ্বিদল পদ্ম (৫) ভেদ করণ পূর্ব্বক, মস্তক-মণ্ডলস্থ সহস্রদল পদ্মের কর্ণিকান্তর্গত দ্বাদশ কমল দলস্থিত পরমাত্মার সহিত সংযোগ করত সেই আমি, এই চিন্তা করিয়া, পুনরায় জীবাত্মাকে পৃথক্ করণানন্তর, উক্ত পদ্মে অবতারণ পূর্ব্বক স্বস্থানে স্থাপন করিবেক।

এতাবতা পুরাণাদি তাবৎ শাস্ত্রের বীজ বেদই জানা যায়, অর্থাৎ বেদ যাদৃশ নিরাকার-ব্রহ্মোপাসনার উপদেশক, তাদৃশ সাকার অর্চ্চনার এবং বিবিধ কর্ম্মের প্রবর্ত্তক, অথচ সর্ব্ব-কর্ম্মাদিরও নিবর্ত্তক (৬)।

উপাস্য বিগ্রহ এবং তত্তন্নাম সকল যে পর ব্রহ্মের ব্যতি-

---

(৪) শিবের কটাক্ষপাতে যে কন্দর্পের দেহ ভস্ম হওনের ইতিহাস আছে তাহারও হেতু ঐ, কেননা কাম জয় না করিলে কেহ যোগী হইতে পারে না, অতএব যোগিগণকেই জিতেন্দ্রিয়-গুণে কাম-বিনাশক বলা যায়।

(৫) ঐ সকল পদ্ম যে বাস্তবিক শরীরমধ্যে আছে এমত নহে, তাহা শুদ্ধ সাধনার নিমিত্ত তন্ত্রকারেরা কল্পনা করিয়াছেন। যদি ঐ সকল পদ্ম যথার্থই থাকিত, তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদে তাহার প্রসঙ্গ হইত।

(৬) ভাঃ ৭ স্কঃ ১৫ অঃ ৩৭ শ্লোক।

রিক্ত নানা দেব দেবীর নহে, তাহার অসংখ্য প্রমাণ আছে, তন্মধ্যে কয়েকটি মাত্রের প্রসঙ্গ করিতেছি।

১। সকল পুরাণেই (৭) লিখিত আছে যে পরমেশ্বর স্বকীয় মায়ার গুণে সগুণ হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সংজ্ঞা ধারণ করেন। এবং মাৎস্যের তৃতীয় অধ্যায়ে স্পষ্টরূপে ব্যক্ত আছে যে প্রকৃতির গুণত্রয়ের নামই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, অর্থাৎ রজোগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু, এবং তমোগুণ রুদ্রস্বরূপ তিন দেবতা রূপক বাক্যে কথিত হইয়াছে।

২। বৈষ্ণবের অষ্টমাধ্যায়ে লক্ষ্মীদেবীকেই বিষ্ণু, আত্ম-প্রকাশ, আত্মপ্রকাশিকা বুদ্ধিবৃত্তি, ধর্ম্ম, সৃষ্টিকর্ত্তা, শঙ্কর, গৌরী, সূর্য্য, পদ্মা, হরি, ইন্দ্রাণী, দেবেন্দ্র, মধুসূদন, যম, চক্রধর, শ্রীধর, কুবের, বরুণ, কাম, রতি, ইত্যাদি সর্ব্বস্বরূপা বলা হইয়াছে।

৩। গারুড়ের দ্বিতীয়াধ্যায়ে কথিত হইয়াছে, যে "উপ-নিষদাদিতে তাঁহাকে সত্যস্বরূপ এবং সত্যকর্ম্মা বলিয়া বর্ণনা করেন। পুরাণ সকলে তিনিই পুরুষরূপে উক্ত হয়েন। আর দ্বিজাতি-গণ তাঁহাকে ব্রহ্মা বলিয়া থাকেন, এবং প্রলয়-কালে তিনি সঙ্কর্ষণ নামে উক্ত হইবেন। অতএব তিনিই উপাস্য"।

৪। ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের ১৭। ১৮। ১৯। ২০ অধ্যায়ে ভগবান্ বেদ-ব্যাস পৃথিবীকে সপ্ত দ্বীপে বিভক্ত করত তন্মধ্যে জম্বুদ্বীপের অর্থাৎ আসিয়া-খণ্ডের প্রধান রূপে বর্ণন করিয়া তাহাকে নব বর্ষে, পুনর্ব্বার অংশ করত নিম্নের লিখনানুসারে এক এক স্থানে এক এক নামে এক এক ভক্ত কর্ত্তৃক উপাস্য হওয়ার কথা লিখিয়াছেন।

---

(৭) বিশেষতঃ ভাঃ ১ স্কঃ ২ অঃ ২৩ শ্লোক। বিঃ ২ অঃ ৭।

স্থানের নাম।	উপাস্যের নাম।	উপাসকের নাম।
ইলাবৃত বর্ষ - -	সঙ্কর্ষণ - -	মহাদেব।
ভদ্রাশ্ব বর্ষ - -	হয়গ্রীব - - -	ভদ্রশ্রবাঃ।
হরি বর্ষ - -	নরহরি অর্থাৎ নৃসিংহ	প্রহ্লাদ।
কেতুমাল বর্ষ - -	কন্দর্প - - -	লক্ষ্মী।
রম্যক বর্ষ - - -	মৎস্য - - -	সত্যব্রত মনু।
হিরণ্ময় বর্ষ - -	কূর্ম্ম - - -	পিতৃগণের অধিপতি অর্য্যমা।
উত্তরকুরু বর্ষ - -	বরাহ - - -	পৃথিবী।
কিংপুরুষ বর্ষ - -	শ্রীরাম - - -	হনুমান্।
ভারত বর্ষ - -	নরনারায়ণ - -	নারদ।
প্লক্ষদ্বীপ - - -	সূর্য্য - - -	হংস পতঙ্গ, ঊর্দ্ধায়ন, সত্যাঙ্গ।
শাল্মদ্বীপ - -	চন্দ্র - - -	শ্রুতিধর, বীর্য্যধর, বসুন্ধর, ইষুন্ধর।
কুশদ্বীপ - - -	অগ্নি - - -	কুশল, কোবিদ, অভিযুক্ত, কুলক।
ক্রৌঞ্চদ্বীপ - -	জল - - -	পুরুষ, ঋষভ, দ্রবিণ, দেবক।
শাকদ্বীপ - -	বায়ু - - -	ঋতব্রত, সত্যব্রত, দানব্রত, অনুব্রত।
পুষ্করদ্বীপ - -	ব্রহ্ম - - - -	তদ্বর্ষ পুরুষ সকল।

তদনন্তর দশম স্কন্ধের ৪০ অধ্যায়ে অক্রূর মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকে যে স্তব করেন তাহাতে এতদুক্তি আছে যে "সর্ব্ব এব যজন্তি ত্বাং সর্ব্বদেবময়েশ্বরম্। যে নানা-দেবতা-ভক্তা যদ্যপ্যন্য

ধীয়ঃ প্রভো ॥ • যথাদ্রি-প্রভবা নদ্যঃ পর্য্যন্যা-পূরিতা বিভো। বিশন্তি সর্ব্বতঃ সিন্ধুং তদ্বৎ ত্বাং গতোঽন্ততঃ ॥" অস্যার্থঃ।— যদ্যপিও লোকে নানা দেবতার ভক্ত হয় এবং স্ব স্ব ইষ্টদেবে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বুদ্ধি করে, তথাপি সর্ব্বদেবময় যে তুমি তোমারই আরাধনা সকলে করে, অর্থাৎ সেই সকলের কৃত যে পূজা সে তোমারই হয়। যেমন পর্ব্বতোদ্ভবা নদী সকল মেঘের বৃষ্টিতে পরিপূর্ণা হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে সমুদ্রেই প্রবেশ করে, তদ্রূপ বিচার-পর্য্যবসানে সকল দেবতার নিদান অর্থাৎ আদি কারণ যে তুমি তোমার আরাধনা সর্ব্বদেবের আরাধনা এবং সর্ব্বদেবতার যে আরাধনা তাহা তোমারই।

৫। ভগবানের যে সকল নাম প্রচার আছে তাহার শব্দার্থ বিবেচনা করিলেও নিশ্চিত রূপে জানা যায় যে, পরব্রহ্মের নানা শক্তি উপলক্ষে নানা সংজ্ঞা মাত্র হইয়াছে।

ব্রহ্মপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে মহা আর্য্যা-স্তোত্রে ভগবতী নানা স্থানে নানা আখ্যায় বিরাজ করিতেছেন এমত বর্ণনা আছে যথা "ব্রহ্মাণী ব্রহ্মলোকে চ বৈকুণ্ঠে সর্ব্বমঙ্গলা। ইন্দ্রাণী অমরাবত্যামম্বিকা বরুণালয়ে। যমালয়ে কালরূপা কুবের-ভবনে শুভা। মহানন্দা অগ্নিকোণে বায়ব্যাং মৃগবাহিনী॥ নৈঋর্ত্যাং রক্তদন্তী চ ঐশান্যাং শূলধারিণী। পাতালে বৈষ্ণবীরূপা সিংহলে দেবমোহিনী॥ সুরসা রমণদ্বীপে লঙ্কায়ামুগ্রকালিকা। রামেশ্বরী সেতুবন্ধে বিমলা পুরুষোত্তমে। বিরোজা উড্রদেশে চ কামিখ্যা নীলপর্ব্বতে। কালিকা বঙ্গদেশে চ অযোধ্যায়াং মহেশ্বরী। বারানস্যামন্নপূর্ণা গয়াক্ষেত্রে গয়েশ্বরী। কুরুক্ষেত্রে ভদ্রকালী ব্রজে কাত্যায়নী পরা। দ্বারিকায়াং মহামায়া মথুরায়াং সুরেশ্বরী।" ইত্যাদি।

ভগবানের নামার্থে যথা—

বিষ্ণু - - (বিষ—ব্যাপ্তি+ণু—কর্ত্তা—) বিশ্বব্যাপক।

নারায়ণ - - (নার—জীবসমূহ+অয়ন—আশ্রয়—) যিনি সর্ব্ব ভূতের অন্তর্যামী।

নৃসিংহ - - (নৃ—মনুষ্য+সিংহ—মৃগেন্দ্র—) বিশাল বিক্রমশালী পুরুষ।

কৃষ্ণ - - (কৃষ—উৎকৃষ্ট+ণ—নিষ্পত্তি—) যাঁহা হইতে উৎকৃষ্ট নিষ্পত্তি হয়।

হয়গ্রীব - - (হ—স্বর্গ+য়—প্রাপ্ত+গ্রীব—কন্ধর—) যাঁহার বিগ্রহ ত্রিলোক ব্যাপ্ত হইয়াছে।

বাসুদেব - - (বসুদেব—বিশুদ্ধসত্ত্বজ্ঞান+অ—স্বরূপ—) বিশুদ্ধসত্ত্বজ্ঞান স্বরূপ।

গোপাল - - (গো—পৃথিবী+পাল—পালন+অ—কর্ত্তা—) পৃথিবীর পালনকর্ত্তা।

রাম - - (রম—ক্রীড়া+অ—কর্ত্তা—) চিত্তরঞ্জক।

হরিহর - - (হর—হরণ+ই—কর্ত্তা+হর—সংহার+অ—কর্ত্তা—) যাঁহার কৃপা সংসার হরণ করে এবং যিনি সংহারকর্ত্তা।

দধিবামন - - (দধ—পোষণ+ই—কর্ত্তা+বাম—বিপক্ষ+ন—বন্ধ—) পোষণকর্ত্তা, এবং যাঁহা হইতে বিপক্ষের বন্ধ হয়।

শিব - - (শিব—মঙ্গল+অ—জনক—) মঙ্গলকর্ত্তা।

ত্র্যম্বক - - (ত্রি—ত্রিলোক+অম্বক—নয়ন—) ত্রিভুবন যাঁহার নয়ন গোচর।

ভৈরব - - (ভীরু—ভয়যুক্ত+অ—পালক—) ভয়শীল রক্ষক।

মৃত্যুঞ্জয় - - (মৃত্যু—মরণ+জয়—পরাভব+অ—কর্ত্তা

—) মরণ-পরাজয়কর্ত্তা।

গণেশ (গণ—বিঘ্নকারক সমূহ + ঈশ — ঈশ্বর —) বিঘ্নকারকগণ সকলের প্রভু।

সূর্য্য - - (সৃ—গমন+য—কর্ত্তা—) তৈজস রূপে সর্ব্বত্র গমনশীল।

কালী - - (কাল—সংহার+ঈ—কর্ত্রী—) সংহারকারিণী।

তারা - - (তার—তারণ+আ—কর্ত্রী —) সংসার-দুঃখের নিস্তারকারিণী।

ষোড়শী - - (ষোড়শ—ষোল + ঈ — লয় —) পঞ্চ ভূতও একাদশইন্দ্রিয়, এই ষোড়শ বিকার যাঁহাতে লয় হয়।

ভুবনেশ্বরী - (ভুবন—সংসার + ঈশ্বরী — সম্পাদনকর্ত্রী —) ত্রিভুবনের সম্পাদনকর্ত্রী।

ভৈরবী - - (ভৈরব—ভয়শীল রক্ষক+ঈ — শক্তি —) ভয়শীল পালকের অন্তরঙ্গা শক্তি।

ছিন্নমস্তা - - (ছিন্ন — খণ্ডিত+মস্ত—মস্তক+আ—কর্ত্রী—) দুঃখাভাব প্রকাশ করত স্বকীয়-মস্তক-খণ্ডন-কারিণী। কর্ম্মের বীজনাশিনী।

ধূমাবতী - - (ধূমা — ধূমবিশিষ্টা অর্থাৎ তামসী শক্তি + বতী—বিশিষ্টা—) স্বয়ং শুদ্ধসত্তা হইয়াও জগৎসংহারের নিমিত্ত তামস-শক্তি-স্বীকার-কারিণী।

বগলা - - (বগ—খঞ্জ+ল—গ্রহণ+আ—কর্ত্রী—) নিরাশ্রয় ব্যক্তির রক্ষাকারিণী।

মাতঙ্গী - - (মত — অভিমত, অর্থাৎ ভক্ত + গ—পাল —

আ—কর্ত্রী+ঈ—স্বরূপা—) ভক্ত পারবশ্যা, অর্থাৎ ভক্তবৎসলা।

কমলা - - (কমশব্দের ভাব পন্ন নির্দ্দেশ প্রযুক্ত ক—ব্রহ্মত্ব+ম—শিবত্ব + লা—দাত্রী—)ব্রহ্মত্ব ও শিবত্ব পদ-প্রদায়িনী।

বাগীশ্বরী - - (বাক্—বেদবাণী+ঈশ্বরী— কর্ত্রী —) বেদ-বাক্যের প্রকাশ-কারিণী।

জগদ্ধাত্রী - - (জগৎ—ত্রিভুবন+ধাত্রী—পোষনকর্ত্রী—) ত্রি-ভুবন-পালিকা।

দুর্গা - (দুঃ — দুঃখসাধ্য তপোযোগাদি + গা — জ্ঞেয়া—) দুঃখসাধ্য তপোযোগাদি দ্বারা যাঁহাকে জানা যায়।

অন্নপূর্ণা - - (অন্ন — ভক্ষ-দ্রব্য + পূর্ণা —তৃপ্তিকর্ত্রী —) আহারদান দ্বারা সন্তোষকারিণী।

রাধা - - (রাধ—সিদ্ধি+আ—স্বরূপা —) সর্ব্ব-সিদ্ধি-স্বরূপা।

বাসন্তী - - (বাস—সংসার+ন্তী—বিস্তারকর্ত্রী —) সং-সার-বৃদ্ধি-কারিণী।

লক্ষ্মী - - (লক্ষ্ম—চিহ্ন+ঈ—কর্ত্রী—) ধনার্পণ ধনাপ-হরণ দ্বারা আঢ্যত্ব, দরিদ্রত্ব রূপ চিহ্ন-করিণী।

সরস্বতী - - (সরস—জ্ঞান + বতী — যুক্তা—) জ্ঞান-বি-শিষ্টা।

গঙ্গা - - (গং—পৃথিবী+গ—গমন+অ—কর্ত্তা+আ—নিস্তার কর্ত্রী—) মর্ত্তলোকগত জীবদিগের নিস্তারকারিণী।

ব্রহ্মা - - - (ব্রহ—ব্রহ্মাণ্ড+মন্—কর্ত্তা—) ব্রহ্মাণ্ডকর্ত্তা।
ইন্দ্র - - (ইন্দ—ঐশ্বর্য্য+র—বিশিষ্ট—) ঐশ্বর্য্যবান্।

এতদ্ভিন্ন স্ত্রীলোকেরা সাংসারিক সুখ সচ্ছন্দতা লাভার্থে যে সকল নামরূপের অর্চ্চনা করে তাহাও ব্রহ্মবাচী, যথা।

আদিত্য [ইতু ইতি অপভাষা,] (অ—অভাব+আদি—তৎ-প্রভৃতি বিপদ্‌সমূহ+ত্য—তাহাতে আবির্ভূত হয়েন—) অর্থাৎ দারিদ্র্যনাশক।

ঘণ্টাকর্ণ [ঘেঁটু ইতি অপভাষা,] (ঘণ্ট—গাত্রকণ্ডূ+আকর্ণ—অপনয়ন-কারক—) গাত্রকণ্ডূ আদি ত্বক-রোগের নাশকর্ত্তা।

কুলচণ্ডী [কুলই চণ্ডী ইতি অপভাষা,] (কুল—বিপত্তিসমূহ+চণ্ডী—কোপনা—বিপত্তিসমূহের প্রতি ক্রোধান্বিতা, অর্থাৎ বিপত্তিনাশিনী।

মঙ্গলচণ্ডী - - (মঙ্গল—অভিপ্রেতার্থ-সিদ্ধি+চণ্ডি—কোপনা)—স্ত্রী-সকলের মনোহভীষ্টসিদ্ধ্যর্থ, অর্থাৎ তৎস্বামীদিগের আয়ুর্ব্বৃদ্ধি নিমিত্ত যমের প্রতি কোপবতী, এতাবতা স্ত্রীদিগের আয়তী-রক্ষা-কারিণী।

ষষ্ঠী - - (ষ—গর্ভমোচন, অর্থাৎ গর্ভস্রাব+ষ্ঠী—স্থিরকারিণী—) বালক-রক্ষা-কর্ত্রী।

সুবচনী - - (সু—শুভযুক্ত+বচনী—বাক্যবিশিষ্টা—) মঙ্গল বাক্য, অর্থাৎ বর দ্বারা রোগাদি-শান্তি-প্রদায়িনী।

শীতলা - - (শীত—ত্বক্‌রোগ+লা—গ্রহণকর্ত্রী—) জীবদিগের বিস্ফোটকাদি ত্বগাময়ের গ্রহণ-কারিণী।

পঞ্চানন ... (পঞ্চ—বিস্তার+অনন—পরমায়ুঃ—) যাঁহা হইতে প্রাণীদিগের পরমায়ুঃ বৃদ্ধি হয়।

মনসা ... (মন—বিষাদি দ্বারা জড়ীভাব+সা—উপসম-কর্ত্রী—বিষহরী(৮)।

৫। তন্ত্রে যে সকল মূর্ত্তি উপাসনার বিধান আছে, তাঁহাদিগের সকলেরই সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব বর্ণিত হইয়াছে, তদ্দৃষ্টান্তস্বরূপ পঞ্চোপাসকের স্তব হইতে পাঁচটি শ্লোক দর্শাইতেছি, যথা।

শক্তিস্তোত্রে

"প্রসূতে সংসারং জননি জগতীং পালয়তি চ সমস্তং ক্ষিত্যাদি প্রলয়সময়ে সংহরতি চ। অতস্ত্বং ধাতাপি ত্রিভুবনপতিঃ শ্রীপতিরপি মহেশোঽপি প্রায়ঃ সকলমপি কিং স্তৌমি ভবতীম্॥" ১২। ইতি রুদ্রযামলোক্ত শ্রীমহাকালকৃত-শ্যামা-স্তোত্রম্।

অস্যার্থঃ।—হে জননি! তুমি এই সংসার প্রসব করিয়াছ, পালন করিতেছ, এবং প্রলয়কালে সংহারও করিয়া থাক; অতএব ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর রূপ যে বিশেষ মূর্ত্তি তাহা তোমারই এবং প্রায় সকলই তুমি অর্থাৎ সকলই তোমার বিভূতি, এস্থলে তোমার কি স্তব করিব অর্থাৎ তোমার স্বরূপ বর্ণনাতীত।

শিবস্তোত্রে

"পরাপরতরাতীত উৎপত্তিস্থিতিকারক। সর্ব্বার্থসাধনোপায় লিঙ্গেশ্বর নমোঽস্তু তে॥" ইতি ভবিষ্যপুরাণোক্তলিঙ্গস্তবঃ (৯)।

---

(৮) নাম-সকলের ব্যুৎপত্তিতে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সার্ব্বভৌম, এবং শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়দিগের স্থানে আমি অসীম সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

(৯) প্রাণঃ ১৮৫। ১। ১০।

অস্যার্থঃ।—হে শ্রেষ্ঠের শ্রেষ্ঠতরাতীত! হে উৎপত্তি স্থিতি-কারক! হে সর্ব্বার্থ-সাধনের উপায়! হে বিশ্বের ঈশ্বর! তোমাকে নমস্কার করি।

গণেশস্তোত্রে

"জগদীশ জগদ্বীজ জগন্নাথ নমোঽস্তু তে।" ইতি নারদ-পঞ্চরাত্রে প্রথমরাত্রে সপ্তমাধ্যায়ে (১০)।

অস্যার্থঃ।—হে জগতের ঈশ্বর! হে জগতের বীজ! হে জগতের নাথ! তোমাকে নমস্কার করি।

সূর্য্যস্তোত্রে

"বিশ্বপাত্রর্নমস্তেঽস্তু সৃষ্টিসংহারকারক। লোকচেষ্টাকর ধ্বান্তহারিন্নাদিত্য তে নমঃ॥" ইতি সূর্য্যরহস্য-তৃতীয়-পটলে ভানুস্তবঃ।

অস্যার্থঃ। হে বিশ্বপালক! হে সৃষ্টিকারক! হে সংহারক! হে লোকচেষ্টাকর! হে অন্ধকার-নাশক! হে আদিত্য! তোমাকে নমস্কার করি।

বিষ্ণুস্তোত্রে

"সৃজ্যতে পাল্যতে বিশ্বং যেন সংহ্রিয়তে পুনঃ। যস্মা-ন্মহিম্না জগতি তস্মাদেকত্বমচ্যুত॥" ইতি মন্ত্রপ্রদীপঃ।

অস্যার্থঃ।—তুমি স্ব-মহিমা দ্বারা এই জগৎকে সৃজন, পালন এবং সংহার করিতেছ, এই হেতু তুমি এক অদ্বিতীয় এবং অচ্যুত অর্থাৎ নিত্য।

এতাবতা এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের লোকে বিবিধ নাম রূপ উপলক্ষে এক পরব্রহ্মেরই উপাসনা করাতে উপাস্য বিগ্রহের বিচিত্রতা দৃষ্ট হয় মাত্র, কিন্তু তত্ত্ব-বিবেকীরা বিভিন্ন জ্ঞান করেন না, তদ্দৃষ্টান্তস্বরূপ পুষ্পদন্ত,

(১০) প্রাণঃ ১৭৫।১।৮।

শ্রীকৃষ্ণমিশ্র, এবং ভর্ত্তৃহরি প্রণীত মহিম্নঃস্তব(১); প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক(২), এবং বৈরাগ্যশতক (৩) গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে। উক্ত মহাত্মারা স্ব স্ব উপাস্য বিগ্রহে ঐকান্তিক ভক্তি প্রকাশ করত অপরাপর দেবের সহিত তাঁহার অভেদ জ্ঞানও জানাইয়াছেন।

অতএব বেদ পুরাণ তন্ত্রাদি সর্ব্বশাস্ত্রে কেবল অদ্বিতীয় ব্রহ্মেরই উপাসনা প্রতিপন্ন করা হইল। এক্ষণে তাঁহার বিবিধ নাম রূপ কল্পনার হেতু কহি, মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর।

মুক্তির(৪) অব্যবহিত কারণ যে তত্ত্বজ্ঞান তাহা চঞ্চল এবং সমল মনে উদিত হয় না। চিত্তের চাঞ্চল্য দূর করিয়া তাহাকে নির্ব্বাত-দীপ তুল্য সুস্থির করা পরমেশ্বরের উপাসনার কর্ম্ম। এবং মনোমালিন্য সম্যক্ রূপে পরিষ্কার করণপূর্ব্বক শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল করা, ঈশ্বরে প্রগাঢ় অথচ নৈষ্ঠিকী(৫) ভক্তি ব্যতীত অন্য কাহারও সাধ্য নাই। অপিচ সেই যে দৃঢ় ভক্তি(৬) তাহা নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম দ্বারাই লব্ধ হয়।

---

(১) সপ্তম শ্লোক।

(২) পঞ্চম অঙ্ক ৮। ৯ শ্লোক।

(৩) ৭৮ শ্লোক।

(৪) জন্ম-মৃত্যু-রহিত হইয়া পরব্রহ্মে লীন হওয়ার নাম মুক্তি।

(৫) অহৈতুকী অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত।

(৬) ভক্তিরসামৃত সিন্ধুগ্রন্থে ভক্তির চতুঃষষ্টি অঙ্গ সংকলিত হইয়াছে, যথা। ১। গুরুপদাশ্রয়। ২। কৃষ্ণদীক্ষাদি (ভাগবত ধর্ম্ম) শিক্ষা। ৩। বিশ্বাস পূর্ব্বক (ঈশ্বর বুদ্ধিতে) গুরুসেবা। ৪। সৎ (সাধু) পথানুগমন। ৫। সদ্ধর্ম্ম-পৃচ্ছা (সাধু-ধর্ম্মানুসন্ধান)। ৬। কৃষ্ণার্থে ভোগাদি-ত্যাগ। ৭। দ্বারকাদি-নিবাস। ৮। স্বকীয়-নির্ব্বাহোপযোগী অর্থমাত্র প্রতিগ্রহ। ৯। একাদশী-ব্রত। ১০। অশ্বত্থাদিগৌরব। ১১। কৃষ্ণবিমুখ (অসাধু) সঙ্গ— ১২। বহুশিষ্য— ১৩। বহ্বারম্ভ— ১৪। বহু গ্রন্থের অভ্যাস ও ব্যাখ্যা ত্যাগ। ১৫। ব্যবহারে অকৃপণতা

ভগবানের ধ্যান, সেবা ও পরিচর্য্যা, যাহাকে পূজা বলা যায়, ও নামগ্রহণ (জপ), তাঁহার স্মরণ, মনন, এবং স্তবাদি-পাঠ করার নামই উপাসনা।

যে বস্তু কখন চক্ষুর্গোচর হয় নাই ও যাহার আকার প্রকার কদাচ শ্রুত হয় নাই এবং যাহার দৃষ্টান্ত নাই, তাহার ধ্যান অথবা পূজাদি কিছুই সম্ভবে না। এবং কোনদেশীয় কোন পণ্ডিত এ পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করিতেও পারেন

(ভোজনাচ্ছাদন-বিহীন হইলেও অব্যাকুলচিত্তে হরিস্মরণ)॥ ১৬। শোকাদির অবশবর্ত্তিত্ব॥ ১৭। অন্য দেবতার অবজ্ঞা না করা॥ ১৮। কোন ভূতের উদ্বেগ না দেওয়া॥ ১৯। সেবার এবং নামের অপরাধ বর্জন॥ ২০। কৃষ্ণনিন্দা অসহিষ্ণুতা॥ ২১। বৈষ্ণব-চিহ্ন-ধারণ॥ ২২। নামাক্ষর (ছাপ) ধারণ॥ ২৩। নির্ম্মাল্য-ধারণ॥ ২৪। কৃষ্ণাগ্রে নৃত্য॥ ২৫। দণ্ডবন্নতি॥ ২৬। অভ্যুত্থান (যানারূঢ় প্রতিমা দর্শনে গাত্রোত্থান)॥ ২৭। অনুব্রজ্যা (প্রতিমানুগমন)॥ ২৮। তৎস্থানে (তীর্থে) গমন॥ ২৯। প্রদক্ষিণ। ৩০। পূজা॥ ৩১। পরিচর্য্যা॥ ৩২। গীত॥ ৩৩। সংকীর্ত্তন॥ ৩৪। জপ (অতিমন্দ স্বরে মন্ত্রোচ্চারণ)॥ ৩৫। বিজ্ঞপ্তি (দৈন্যপ্রকাশ এবং সেবা-প্রার্থনা)॥ ৩৬। স্তবপাঠ॥ ৩৭। নৈবেদ্য-ভোজন॥ ৩৮। পাদোদক-পান॥ ৩৯। নিবেদিত ধূপ মাল্যাদি গন্ধগ্রহণ। ৪০। শ্রীমূর্ত্তির স্পর্শন। ৪১। দর্শন॥ ৪২। আরাত্রিকোৎসবাদি-দর্শন॥ ৪৩। নামাদি-শ্রবণ॥ ৪৪। কৃপাকাঙ্ক্ষা। ৪৫। স্মরণ॥ ৪৬। ধ্যান॥ ৪৭। দাস্য॥ ৪৮। সখ্য॥ ৪৯। আত্মনিবেদন॥ ৫০। নিজ প্রিয়বস্তু নিবেদন॥ ৫১। তদুদ্দেশে সর্ব্ব-কর্ম্ম-করণ॥ ৫২। শরণাপত্তি (রক্ষা-প্রার্থনা)॥ ৫৩। তুলসী-সেবা॥ ৫৪। শাস্ত্র-সেবা। (শ্রবণ, পঠনাদি)॥ ৫৫। মথুরা-সেবা (তন্নাম-শ্রবণাদি)॥ ৫৬। বৈষ্ণব-সেবা॥ ৫৭। মহোৎসব। ৫৮। কার্ত্তিকমাসাদির (নিয়ম-সেবা)॥ ৫৯। জন্ম-দিনাদি-যাত্রা॥ ৬০। বিশেষতঃ শ্রীমূর্ত্তির চরণ-সেবাতে প্রীতি॥ ৬১। ভগবদ্ভক্তের সহিত ভাগবতার্থের আস্বাদন॥ ৬২। আত্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্বজাতীয় শান্ত সাধুর সহিত সঙ্গ॥ ৬৩। নাম-সঙ্কীর্ত্তন॥ ৬৪। মথুরামণ্ডলে বাস॥

এই সকল অঙ্গ কেবল বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ার্থ সংগৃহীত হওয়া জানা যায় বটে, কিন্তু স্থলবিশেষে নাম ধাম পরিবর্ত্ত করিলেই তাহা পঞ্চোপাসকের সাধ্য হইতে পারে, এ প্রযুক্ত সকলের বিজ্ঞাপনার্থ এই স্থলে গ্রহণ করা গেল।

নাই, সকলেই তাঁহার সত্তা মাত্র স্বীকার করিয়াছেন। অস্ম-দাদির ধর্ম্মশাস্ত্রে অধিক এই উক্ত হইয়াছে যে তিনি চিৎ, সৎ, আনন্দ, অদ্বিতীয়, অখণ্ড, অচল, অজ, অক্রিয়, কূটস্থ, স্বয়ং জ্যোতিঃ-স্বরূপ, স্বপ্রকাশ, ব্রহ্ম, এই দ্বাদশ বিশেষণের বিশেষ্য। এমত অবস্থায় তাঁহার উপাসনা, অর্থাৎ ধ্যান ধারণাদি সম্পন্ন হইবার উপায় কি আছে? সুতরাং সেই উপাসনা প্রথমাবস্থায় খণ্ডরূপে করণাবশ্যক হইয়া তদর্থে নানা কৌশল করিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

প্রথম কৌশল।

পরমেশ্বর সর্ব্ব জীবের হৃদয়ে পরিচ্ছিন্ন ভাবে দারুস্থিত বহ্নির ন্যায় আত্মা রূপে অধিষ্ঠিত আছেন, এ হেতু আত্মো-পাসনাতেই তাঁহার উপাসনা করা হয় (৭) যেমন কোন মান্য ব্যক্তির পদাঙ্গুষ্ঠমাত্র পূজা করিলেই তাঁহার সমুদায় শরী-রের পূজা সিদ্ধ হইয়া থাকে, তদ্রূপ। কিন্তু সেই আত্মারও কোন অবয়ব নাই, অতএব ধ্যান ধারণাদি সাধনা সম্পন্নতার নিমিত্ত আত্মার এক এক রূপ কল্পনা করিবার প্রয়োজন হই-য়াছে (৮)। সাধকেরা স্বয়ং ঐ কল্পনা করিলে, পাছে ভক্তির ত্রুটি এবং ব্যভিচার দোষ উপস্থিত, অর্থাৎ সময়ে সময়ে উপাস্য মূর্ত্তি পরিবর্ত্তনেচ্ছা হয়, এ নিমিত্ত গুরু করণপূর্ব্বক উপাস্য বিগ্রহ অর্থাৎ ইষ্টদেবতা এবং তাঁহার মন্ত্ররূপ গুহ্য

(৭) ভাঃ ২ স্কঃ ৪ অঃ ৮ শ্লোক। ১১ স্কঃ ২৭ অঃ ৪৫ শ্লোক।

(৮) পৌত্তলিক-ধর্ম্মদ্বেষী খ্রীষ্ট-মতাবলম্বীরাও ঈশ্বরের রূপ কল্পনা করিয়াছেন, যেহেতু বাইবেলের এক স্থলে কথিত আছে যে পরমেশ্বর স্বরূপানুযায়ী মনুষ্যাকার নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এবং স্থানান্তরে উক্ত হইয়াছে যে তিনি স্বর্গে নিজ পার্ষদ্বর্গে বেষ্টিত হইয়া স্বর্ণ সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট আছেন, তাঁহার বাম ভাগে হলিগোষ্ট এবং দক্ষিণে তদীয় পুত্র খ্রীষ্ট বসিয়া থাকেন।

নাম লাভ করত ঐ স্থূলাবয়বে চিত্তের স্থৈর্য্য (৯), এবং প্রেম-লক্ষণা ভক্তির আবির্ভাব পর্য্যন্ত (১০), পরব্রহ্মের ঐ সকল নাম ও মূর্ত্তির প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসে একাগ্র চিত্তে স্বহৃদয়ে তাঁহারই চিন্তা এবং মানস পূজা করিবার বিধান অবধারিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় কৌশল।

অন্তর্যাগ অপেক্ষা বহির্যাগে মন অধিক নিবিষ্ট হয়, এবং পরমেশ্বর যেমন প্রাণিমাত্রের হৃদয়ে আছেন, তদ্রূপ বাহিরেও আছেন, অর্থাৎ তাঁহার সত্তারহিত স্থানই নাই, অতএব গন্ধ-

---

(৯) কোন স্থূল মূর্ত্তিতে চিত্ত স্থির না হইলে সূক্ষ্মাবয়বে তাহা কদাচ হয় না, অতএব চিত্তৈকাগ্রতা সিদ্ধির স্থূল মূর্ত্তির ভাবনা পরিত্যাগ করত জ্যোতির্লিঙ্গ-স্বরূপ যে চিন্ময় সূক্ষ্ম দেহ তাহার চিন্তা করিতে হয়। "জ্যোতির্লিঙ্গং ভ্রুবোর্মধ্যে নিত্যং ধ্যায়েৎ সদা যতিঃ।" ইতি মহাবাক্য-রত্নাবলী। অস্যার্থঃ।—যতি ব্যক্তি সর্ব্বদা স্বীয় ভ্রুদ্বয়ের মধ্যে নিত্য জ্যোতির্লিঙ্গ ধ্যান করিবে। পরমেশ্বর যে জ্যোতির্ম্ময় তাহা বাইবেল—এবং কোরাণ-কারেরাও স্বীকার করিয়াছেন, যে হেতু ঐ রূপে মোজেস্ আদি ভবিষ্যদ্বক্তাদিগকে তাঁহার দর্শন দেওয়ার বিবরণ লিখিত হইয়াছে, এবং যে বিষয়ে নানাদেশীয় মত ঐক্য হয় তাহাকে ভ্রান্ত বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে না।

এই স্থলে ইহাও বক্তব্য যে একাগ্রচিত্তে যে কোন মূর্ত্তির চিন্তা নিরন্তর করা যায় তাহা অবশ্যই স্বহৃদয়ে দৃষ্টিমান্ হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই, কেননা ইংরাজি অনেক গ্রন্থেও এমত উদাহারণ লিখিত আছে যে বহু ব্যক্তি আপনাদিগকে বিশেষ বিশেষ রোগগ্রস্ত বিবেচনা করিয়া শুদ্ধ তদনুচিন্তা জন্য সেই সেই রোগ প্রাপ্ত হইয়াছে অতএব অস্ম-দাদির শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ বচন যে "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতু তাদৃশী" তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না এবং ইষ্ট-সিদ্ধি-প্রকরণে ভ্রমর-কীটের যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে অর্থাৎ আরশুলা কাচপোকা কর্তৃক ধৃত হইলে তাহার ভয়ে ভীত হইয়া একাগ্রচিত্তে তাহার ভাবনায় মগ্ন হইয়া নিজে সেই আকার প্রাপ্ত হয় ইহা মিথ্যা বলা যাইতে পারে না। ধ্যানের প্রণালী ভগবদ্গীতায় ৬ অঃ ১০—১৪ শ্লোকে, ভাঃ ২ স্কঃ ২ অঃ ৮—১৪ শ্লোকে, এবং কল্কি পুঃ ৭ অধ্যায়ে দৃষ্টি কর।

(১০) ভাঃ ৫ স্কঃ ৭ অঃ ৫ শ্লোক।

পুষ্পাদি তাঁহার পাদপদ্মে, এবং নৈবেদ্যাদি তাঁহার মুখ-চন্দ্রমাতে প্রদান করিতেছি, এমত মনে করিয়া যে কোন স্থানে তাহা অর্পণ করা যায়, তাহাতেই তাঁহার পূজা সিদ্ধ হইতে পারে, এ নিমিত্ত বাহ্য পূজার সৃষ্টি হইয়াছে (১)।

প্রস্তাবিত কল্পনা আমার স্বকপোল-কল্পিত নহে (২) শাস্ত্রকারেরা স্থানে স্থানে স্পষ্ট রূপে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার কয়েকটি প্রমাণ দর্শাইতেছি।

১। ভগবদ্গীতার সপ্তমাধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন যে

---

(১) ঐ পূজার বিধান এই যে উপাস্য বিগ্রহের ধ্যান ও পূজা স্বহৃদয়ে করণানন্তর, তাঁহাকে দক্ষিণ নাসিকা-রন্ধ্র দিয়া ইড়া-নাম্নী নাড়ীর পথে বহির্নির্গত করিয়া, সম্মুখস্থিত সিংহাসনে উপবেশন করাইলাম, এইরূপ জ্ঞানে পাদ্য, অর্ঘ্য, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করত, পুনরায় সংহার মুদ্রা প্রদর্শনে, সেই পথে তাঁহাকে লইয়া গিয়া স্বস্থানে স্থাপন করিতে হয়, ইহাতে কেবল চিত্তৈকাগ্রতা লব্ধ হয় এমত নয়, ভক্তি উদয়েরও উপযোগিতা সম্ভবে। ইহার বিস্তার তন্ত্রে আছে, বিশেষতঃ কল্কিপুরাণের ৭। ৮ অধ্যায়ে বিষ্ণুপূজার যে পদ্ধতি লেখা আছে, তাহা অতি উৎকৃষ্ট।

যেমন রণকার্য্যে নৈপুণ্যলাভের নিমিত্ত, কল্পিত লক্ষ্যভেদ, এবং হস্তপদাদির চালন অভ্যাস করিতে হয়, তদ্রূপ চিত্তৈকাগ্রতা এবং ঐকান্তিক ভক্তি লাভের জন্য পূর্ব্বোক্ত সাধনা সকলের জন্য পূর্ব্বোক্ত সাধনা সকলের প্রয়োজন জানিবে। হরিভক্তি-বিলাসের একাদশ বিলাসে বিষ্ণুরহস্যের যে বচন ধৃত হইয়াছে তাহাতেও এই ভাব ব্যক্ত আছে যে ধ্যানাভ্যাসের নিমিত্তই বাহ্য পূজার প্রয়োজন যথা "ক্রিয়াযোগেন যোগোঽপি ধ্যানিনঃ সংপ্রবর্ত্ততে। ক্রিয়াহীনস্য দেবর্ষে তথা ধ্যানং ন মুক্তিদম্॥" অস্যার্থঃ। যোগীদিগের সম্বন্ধে ক্রিয়াযোগই ধ্যানের সম্পূর্ণ প্রবর্ত্তক হয়, ইহাভিন্ন ক্রিয়াহীন যে ধ্যান তাহা মুক্তিপ্রদ নহে।

(২) মহামহোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রও প্রঃ চং নাঃ ৬ অঙ্ক ২৬ শ্লোকের পর গদ্যেতে কহিয়াছেন যে "দেবতা সকল মনোময়োমি" অর্থাৎ মানসিক ভাবনাতে তাঁহাদের উৎপত্তি হয়।

"অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ। পরং ভাবমজা-নন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥ নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া-সমাবৃতঃ। মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥"

অস্যার্থঃ।—আমি অব্যক্ত হইলেও মূঢ় ব্যক্তিরা আমার অব্যয় অনুত্তম পরম ভাব অবগত হইতে না পারিয়া আমাকে ব্যক্তস্বরূপ বিবেচনা করে। আমি যোগমায়া দ্বারা সমাবৃত রহিয়াছি সুতরাং মূঢ়েরা অজ ও অব্যয় স্বরূপ আমাকে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না।

২। মার্কণ্ডেয়ে চতুর্থাধ্যায়ে (৩) প্রকাশ আছে যে জৈমিনি ঋষি মহাভারতের কয়েক বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়া, বিন্ধ্য-পর্ব্বত-গহ্বর-স্থিত পক্ষিরূপি-দ্রোণপুত্র-চতুষ্টয়কে অন্যান্য প্রশ্নের মধ্যে প্রথমতঃ এই জিজ্ঞাসা করেন যে "ভগবান্ বাসুদেব অখিল ব্রহ্মাণ্ডের আধার এবং সকলের কারণের কারণ। তিনি নির্গুণ হইয়াও কি নিমিত্ত মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? তাহাতে পক্ষীরা উত্তর প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার স্বরূপ বর্ণনা করণানন্তর পরিশেষে স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করেন যে "তাঁহার রূপ এবং বর্ণ, ইত্যাদি কিছুই যথার্থ পদার্থ নহে, কল্পিতমাত্র। সেই মূর্ত্তি অতি শুদ্ধা এবং প্রতিষ্ঠা-স্বরূপা হইয়া বর্ত্তমান আছে, কেবল ইহাই মান্য করিও।"

৩। পুরাণ-বৃন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবত, তাহাতেও বেদ-ব্যাস উক্ত কল্পনা অপ্রকাশ রাখেন নাই, যেহেতু ষষ্ঠ স্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে লিখিয়াছেন যে "যঃ প্রাকৃতৈর্জ্ঞানপথৈ-র্জনানাং যথাশয়ং দেহগতো বিভাতি। যথানিলঃ পার্থিব-মাশ্রিতো গুণং স ঈশ্বরো মে কুরুতাং মনোরথম্॥"

(৩) মঃ পুঃ ৯৭ পৃষ্ঠা।

অন্বয়ার্থঃ।—সেই ঈশ্বর আমার মনোবাঞ্ছা সফল করুন যিনি আধুনিক উপাসনা দ্বারা লোকদিগের চিন্তানুরূপ বিবিধ আকার বিশিষ্ট হইয়া তাহাদিগের অংন্তকরণে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়েন, যেমত এক বায়ু পার্থিব পরমাণু আশ্রয় করিয়া নানাবিধ গন্ধ বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

পুনশ্চ।—দ্বাদশ স্কন্ধের একাদশাধ্যায়ে শৌনকাদি ঋষিদিগের প্রশ্নের উত্তরচ্ছলে একপ্রকারে বিষ্ণু-মূর্ত্তি কল্পনার অলঙ্কার স্ফুট করিয়াছেন যে তিনি যজ্ঞরূপ পুরুষ, শুদ্ধ জীব চৈতন্য (তাঁহার বক্ষঃস্থিত) কৌস্তুভমণি, ঐ চৈতন্যের প্রকাশ শ্রীবৎস অর্থাৎ দক্ষিণাবর্ত্ত লোমাবলি, নানাগুণময়ী মায়া বনমালা, ছন্দোময় পীত বস্ত্র, প্রণব যজ্ঞপবীত, সাংখ্য যোগ (কর্ণের) মকরাকৃতি কুণ্ডলদ্বয়, ব্রহ্ম পদ মস্তক, সত্ত্বগুণ পদ্ম, প্রাণতত্ত্ব গদা, জলতত্ত্ব শঙ্খ, তেজস্তত্ত্ব সুদর্শন, (নামক চক্র,) আকাশতত্ত্ব অসি তমোময় চর্ম্ম, কালরূপ ধনুঃ, (সকাম এবং নিষ্কাম) কর্ম্মময় তূণদ্বয়, ইন্দ্রিয়গণ শর, ক্রিয়া শক্তি রথ, বিষয় (৪) রথের প্রকাশ (অভিব্যক্তি), অর্থক্রিয়া (৫) বরাভয়াদি মুদ্রা, ধর্ম্ম এবং যশ উভয় চামর ব্যজন, বৈকুণ্ঠ (মুক্তি) ছত্র, বেদত্রয়, গরুড় (নামক বাহন), চিৎশক্তি লক্ষ্মী, অণিমাদি অষ্টৈশ্চর্য্য দ্বারপাল (৬)। এবং বিষ্ণুপুরাণের ১ খণ্ডের ২২ অধ্যায়ে ঐ মূর্ত্তির রূপক এই রূপে স্ফুটিকৃত হইয়াছে যে হরির বিশ্বাত্মত্ব কৌস্তুভমণি, প্রধান শ্রীবৎসচিহ্ন, মহত্তত্ত্ব গদা, অহঙ্কারের একাংশ শঙ্খ ও অপরাংশ ধনু, মন সুদর্শন চক্র যে হেতু তদ্বৃত্তি

(৪) রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ।

(৫) ক্রিয়ার প্রয়োজন।

(৬) অপরাপর যত দেবমূর্ত্তি আছে তত্তাবতের উৎপত্তিও এবংপ্রকার রূপক বাক্যে হওয়ার উপলব্ধি করিতে হইবে।

সকল ঐ চক্রের ন্যায় বায়ু অপেক্ষা দ্রুত গমন করে, পঞ্চতন্মাত্র পঞ্চরত্নের বৈজয়ন্তীমালা কর্ম্মের ও বুদ্ধির গুণসকল শর, তত্ত্বজ্ঞান অসি, তাহা কখন কখন অজ্ঞানরূপ চর্ম্মাচ্ছাদিত থাকে। এতাবতা এই বিজ্ঞাপ্ত আছে, যে আত্মা, প্রকৃতি, মহতত্ত্ব, অহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্র, ইন্দ্রিয়সকল, মন, অজ্ঞান এবং বিজ্ঞান সকলই হরিতে আছে।

৪। মুণ্ডমালাতন্ত্রে সপ্তম পটলে উক্ত হইয়াছে যে "শিব উবাচ। নির্গুণা প্রকৃতিঃ সত্যমহমেবচ নির্গুণঃ। যদৈব সগুণা ত্বং হি সগুণোহহং সদাশিবঃ॥ সত্যং হি সগুণা দেবী সত্যং হি নির্গুণঃ শিবঃ। উপাসকানাং সিদ্ধ্যর্থং সগুণা সগুণো মতঃ॥" (৭)

অস্যার্থঃ।—শিব কহিলেন। ইহা সত্য বটে যে প্রকৃতি অর্থাৎ মায়া নির্গুণা, এবং আমিও নির্গুন, যে কালে তুমি সগুণা হও, সেই কালে আমিও সগুণ অর্থাৎ মূর্ত্তিমান্ হই। প্রকৃতি যে সগুণা ইহাও সত্য এবং শিবও নির্গুণ, কিন্তু উপাসকের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত উভয়েই সগুণ রূপে কল্পিত হয়েন।

উক্ত তন্ত্রের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পটলের যে দুই বচন (৮) পূর্ব্বে ধৃত হইয়াছে, তাহাতেই প্রকাশ আছে যে মায়াতীত জীব অর্থাৎ ব্রহ্মবিদাচার্য্যেরাই শিব সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তান্ত্রিক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, অতএব, এ স্থলে কেবল এই মাত্র বলিবার প্রয়োজন যে পরমেশ্বরের মায়ারূপা শক্তি পার্ব্বতি নামে বাচ্য হইয়াছেন, ইহা ব্যতীত বক্তা ও শ্রোতা

(৭) প্রাণঃ ১১। ২। ৬৮।
(৮) ১২। ১৩ পৃষ্ঠা দৃষ্টি কর।

যে হর পার্ব্বতী, তাঁহারা দেব দেবী রূপ দম্পতী নহেন। তবে যে ঐ পার্ব্বতীর উপাসনা করিবার উপদেশ আছে, তাহার কারণ এই যে পরমেশ্বর হইতে তাঁহার শক্তি পৃথক্ নহে, যথা অগ্নির যে দাহিকা শক্তি তাহা অগ্নি হইতে কদাচ ভিন্ন জ্ঞান করা যায় না, সুতরাং মায়ার উপাসনায় পরম পুরুষের উপাসনা সিদ্ধ হয়। অধিকন্ত ব্রহ্মতত্ত্ববিচারে এতন্নিরসন দ্বারা এক অনির্ব্বচনীয় শক্তি অবশিষ্ট থাকে, সেই শক্তিকেই ব্রহ্মা বা বিষ্ণু কিংবা পরমেশ্বর বলা যায়, এবিধায়েতেও তাঁহাকে শক্তি দ্বারা ভগবতী নামে উপাসনা করা যাইতে পারে।

৫। কুলার্ণব তন্ত্রে পঞ্চম খণ্ডে ষষ্ঠোল্লাসে উক্ত হইয়াছে যে "চিন্ময়স্যাপ্রমেয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা (১)।"

অস্যার্থঃ।—জ্ঞান-স্বরূপ অপরিমিত নিরংশ অশরীরী যে ব্রহ্ম, তাঁহার রূপকল্পনা কেবল সাধকদিগের হিতার্থ।

৬। মহাবাক্য রত্নাবলীর লিখন এই যে "রক্ষকো বিষ্ণুরিত্যাদি ব্রহ্মা সৃষ্টেস্তু কারণং। সংহারে রুদ্র ইত্যেবং সর্ব্বং মিথ্যেতি নিশ্চিনু।"

অস্যার্থঃ।—বিষ্ণুরক্ষক, ব্রহ্মা সৃষ্টির কারণ, এবং সংহারকর্ত্তা মহাদেব, ইত্যাদি সকলই মিথ্যা।

তোমাকে পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে মন অদৃশ্য বস্তুর ধারণায় নিতান্ত অশক্ত, অতএব ধ্যেয় মূর্ত্তির বর্ণনামাত্র শ্রবণে তাহার চিন্তা করা দুঃসাধ্য, সুতরাং মনের তদাকারাকারিত বৃত্তি উদয়ার্থে সেই মূর্ত্তি পটে চিত্র, কিম্বা মৃত্তিকাদিতে নির্ম্মাণ

(১) প্রাণঃ ১১১। ২৮১৩।

করত পূজা করিলে, ধ্যানার্চ্চনা উভয়েরই উপযোগী হয়। কিন্তু ঐপ্রকার আরাধনা প্রত্যহ হওয়া সুকঠিন, অথচ যখন ইচ্ছা তখন করার নিয়ম হইলে, জীবিতকালের মধ্যে বারেক না হওয়ারও সম্ভাবনা আছে, এজন্য তদর্থে বিশেষ বিশেষ দিনাবধারিত হইয়া কতিপয় বিগ্রহে উৎসব-সম্বন্ধে দৃঢ় শাসনও হইয়াছে, অর্থাৎ পর্ব্বে পর্ব্বে সেই সেই পূজা অকরণে প্রত্যবায়-রূপ ভয়, এবং তৎকরণে স্বর্গ-ভোগাদি মিষ্ট ফলের প্রলোভ, দর্শিত হইয়াছে। ইহাই পৌত্তলিক ধর্ম্মের বীজ জানিবে।

যদিও কালক্রমে ঈশ্বরারাধনাতেও অভিমান এবং অজ্ঞান জড়িত হইয়াচে, অর্থাৎ লোকে খ্যাতি, প্রতিপত্তি, উপরোধ, অনুরোধ, নিন্দা-ভয়, ইত্যাদি নানা কারণ বশতঃ স্বস্ব উপাস্য-বিগ্রহাতিরিক্ত বিবিধ প্রতিমার্চ্চনার অনুষ্ঠান করে, তথাপি তাহারও প্রতি দোষারোপ করা যাইতে পারে না, যেহেতু নানা নামরূপ উদ্দেশে যে পূজা, তাহা একেরই হয়, (১০) ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিশেষতঃ সাংসারিক লোকে সময়ে সময়ে আপন আপন আত্মীয় স্বজনকে লইয়া ভোজন, এবং নৃত্য-গীতাদিদ্বারা আমোদ প্রমোদ না করিয়া কদাচ সুস্থির থকিতে পারে না, ইহা সভ্যাসভ্য সর্ব্ব দেশেই প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু শুদ্ধ লোকানুরোধের পরিবর্ত্তে, ঈশ্বরোদ্দেশে তদনুষ্ঠান করিলে, ঐহিক-সুখাতিরিক্ত পারত্রিকের উপকারও সম্ভবে।

কোন কোন বাদী এতৎ কারণে পৌত্তলিক ধর্ম্মের গ্লানি করিয়া থাকেন যে মৃত্তিকাদির প্রতিমাতে ঈশ্বরবুদ্ধি করায়

(১০) বেদ-ব্যাস ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের চতুর্থাধ্যায়ের ১৫। ১৬ শ্লোকে লিখিয়াছেন যে যজ্ঞ অর্থাৎ নিত্য নৈমিত্তিক পূজা করণের এই তাৎপর্য্য যে তদুপলক্ষে সমূহ লোকের ভোজ হয়, তদ্দ্বারা আত্মার তৃপ্তি জন্মে, সুতরাং আত্মরূপী ভগবানের প্রীতি হয়।

জগদীশ্বরের বিদ্রূপ হয়, ইহা নিতান্ত অসঙ্গত নহে; কিন্তু তাহাতেও অধিকারী ভেদ আছে, অর্থাৎ মলিনচিত্ত লোক, যাহাদিগকে পণ্ডিতেরা মূঢ় কহিয়া থাকেন; তাহাদিগের সম্বন্ধে পৌত্তলিক-ধর্ম্মাচরণ চিত্তশুদ্ধির কারণ হয় (১), পক্ষান্তরে বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে, তাহা বিড়ম্বনাস্বরূপে গণ্য হইয়া থাকে। এ বিষয়ে ভগবান্ বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতে (২) যাহা বক্তৃতা করিয়াছেন তদতিরিক্ত আর কিছুই বলিবার অপেক্ষা নাই অতএব মৎকর্ত্তৃক তাহাই ধৃত হইল।

"অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা। তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনম্" ॥ ১৮ ॥

অস্যার্থঃ।—আমি আত্মা স্বরূপ সর্ব্বভূতে সর্ব্বদাই স্থিতি করিতেছি, সেই আত্মারূপ আমাকে অবজ্ঞা করিয়া, মরণ-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট মনুষ্য যে প্রতিমা পূজা করে, তাহা বিড়ম্বনামাত্র ॥ ১৮ ॥

"যোমাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মাতমীশ্বরম্। হিত্বার্চ্চাং

---

(১) মূঢ় লোকের মন বিনা উপলক্ষে ঈশ্বরোদ্দেশে কর্ম্ম করণে উৎসুক হয় না, এজন্য প্রতিমা-পূজা চিত্ত-শুদ্ধির উপযোগিনী বলা যাইতে পারে, এবং তাহাতে মৃত্তিকাদি জড় পদার্থে ঈশ্বরবুদ্ধির আশঙ্কাও নাই, কেননা পরমেশ্বর, স্বশরীর হইতে এই বিশ্বের উৎপাদন করিয়া আপনাতেই তাহা রক্ষা করিয়াছেন, অর্থাৎ এক সূত্রে সমূহ মুক্তাবলি গ্রথিত থাকার ন্যায় এই প্রপঞ্চজগৎ তাঁহা-তেই স্থিত হইয়াছে, ("আত্মা বা ইদমেকমেবাগ্র আসীৎ। তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানু প্রাবিশৎ।" ইত্যাদিশ্রুতেঃ) এবিধায়ে মৃণ্ময় বা ধাত্বাদি নির্ম্মিত প্রতিমাতেও তাঁহার সত্তা স্বীকার করিতে হইবে, এবং লোকে প্রতিমা উপলক্ষে যে পূজা করে সে ঐ প্রতিমাস্থ চিৎ ব্যতীত মৃত্তিকাদি জড়াংশের নয়। তাহার দৃষ্টান্ত এই যে পিত্রাদি গুরুজনের শরীরে যে পর্য্যন্ত চৈতন্য থাকে, সেই পর্য্যন্তই তাহার মান্যতা, চৈতন্যাভাব হইলেই তাহা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করা যায়, অতএব জড়োপলক্ষে স্বরূপের অর্চ্চনাই হয়।

(২) ৩ স্কঃ ২৯ অঃ।

ভজতে মৌঢ্যাৎ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥ দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ। ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি" ॥ ১৯ ॥

অস্যার্থঃ।—আমি আত্মা রূপ ঈশ্বর, সর্ব্ব ভূতে বিদ্যমান আছি, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া মূঢ়তা প্রযুক্ত প্রতিমাদিতে ভজনা করা ভস্মেতে আহুতি দেওয়ার ন্যায় বিফল। পর কায়াতে অর্থাৎ অন্যের শরীরে আমাকে দ্বেষ করিয়া যে ব্যক্তি আত্মাভিমানী, ও ভিন্ন ভিন্ন দেহে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা দর্শন, এবং অপরাপর প্রাণীকে বৈরী জ্ঞান করে, তাহার মন শান্তি পায় নাই। ১৯ ॥

"অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েত্তবদীশ্বরং মাং সকর্ম্মকৃৎ। যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষবস্থিতম্" ॥ ২১ ॥

অস্যার্থঃ।—আমি ঈশ্বর, আমাকে প্রতিমাদিতে পূজা করা, কর্ম্মী লোকের সেই পর্য্যন্ত বিধেয়, যে পর্য্যন্ত আমাকে সে নিজ হৃদয়ে এবং সর্ব্ব-ভূতে অবস্থিত না জানে ॥ ২১ ॥

"অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্। অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা" ॥ ২৩ ॥

অস্যার্থঃ।—অনন্তর (অর্থাৎ এমত জ্ঞান হইলে পর) সর্ব্ব ভূতে আত্মা রূপে রহিয়াছি যে আমি আমাকে দানে, মানে, মৈত্র্য ভাবে এবং অভিন্ন দৃষ্টিতে পূজা করিবে, অর্থাৎ সর্ব্ব ভূতে আমি আছি, এহেতু সর্ব্বত্র সকলকে দান, মান, এবং তাবৎকে মিত্র জ্ঞান করিবে, ও সকলকে আত্মতুল্য জানিবে, ইহা হইলেই আমার প্রকৃত পূজা হইবে।

চতুর্থ কৌশল।

সর্ব্ব ধর্ম্মশাস্ত্রের এই অভিপ্রায় যে লোকে আপনার প্রতি যেরূপ ব্যবহারের প্রত্যাশা করে, সেইরূপ ব্যবহার

অন্যের সম্বন্ধে করা তাহাদের কর্ত্তব্য, এই নিমিত্ত উপাস্য দেবের সেবা আত্মবৎ করিবার আবশ্যকতা প্রযুক্ত তাহার সাঙ্গোপাঙ্গ সম্পন্ন করণার্থে, স্বীয় কলত্র পুত্রাদি পরিবার ও বাসস্থান যান বাহনাদি পরিকরনিকর থাকার ন্যায়, তাঁহার সম্বন্ধে তত্তাবতের কল্পনা করণের প্রয়োজন হইয়াছে, বিশেষতঃ মনকে একেবারে বিষয়ভাবনা হইতে উপরত করিতে হইলে তাহাকে অন্যত্র সংস্থাপন করিতে হয়: এবং চিত্তস্থির করিবার স্থল আপন অভীষ্ট দেবের মূর্ত্তি ব্যতীত আর কোথায় আছে? কিন্তু ভক্তি ব্যতিরেকে ঐ মূর্ত্তিতে চিত্তের আকর্ষণ সম্ভবে না এবং ভাব (৩) ব্যতিরিক্ত ভক্তির উদয় হয় না, অধিকন্তু যোগের প্রথমাবস্থায় অহর্নিশ সেই মূর্ত্তি ধ্যান পরায়ণ হওয়া দুসাধ্য, অতএব ধ্যান-বর্জ্জিত-কাল ব্যর্থ ব্যায় না হইবার নিমিত্ত, অর্থাৎ ঐ কাল ভগবৎকথা, শ্রবণ, কীর্ত্তন, এবং মনন দ্বারা যাপন করণার্থে, তিনি বিবিধ রূপ ধারণপূর্ব্বক স্থানবিশেষে এক এক মূর্ত্তিতে মনুষ্যের ন্যায়, উৎকৃষ্ট প্রাসাদে সপরিবারে ক্রীড়াদি করিতেছেন, এবং যাতায়াতের কারণ তাঁহার রূপ বিশেষের বিশেষ বাহন আছে, এমত বর্ণনা হইয়াছে, ইহা ব্যতীত তাঁহার গমনাগমনের জন্য পশুপক্ষ্যাদি বাহন থাকার, এবং স্ত্রী পুত্র লইয়া সংসার করিবার উক্তি স্বরূপাখ্যান বলিয়া প্রতীতি জন্মাইবার অভিপ্রায় শাস্ত্রের নহে (৪)।

ফলে ঐ বাহনাদির যে কল্পনা, তাহা প্রলাপ বাক্য বলা

---

(৩) ঈশ্বর-বিগ্রহের জড় বুদ্ধি না করিয়া তাহা সচেতন জ্ঞানে, অর্থাৎ তিনি অস্মদাদির ন্যায় শয়ন ভোজনাদি যাবতীয় নিত্য কর্ম্ম বাস্তব করিয়া থাকেন, এমত বৃত্তির উদয় করার নাম ভাব।

(৪) এ বিষয়ের প্রকৃতাভিপ্রায় পুরাণোৎপত্তি প্রকরণে দৃষ্টি কর।

যাইতে পারে না, অলঙ্কারে তাহার উৎপত্তি হইয়াছে তদ্দৃষ্টান্ত ইতিপূর্ব্বেই দর্শাইয়াছি (৫)।

শি। পুরাণ শাস্ত্রে যে সকল ইতিহাস লেখা আছে, তাহা এত অধিক অসম্ভব যে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহার সত্যতা বোধ করণে সক্ষম হইতে পারেন না।

গু। ঐ সকল ইতিহাস বাস্তবিক স্বরূপাখ্যান নহে, এবং তাহাকে তদ্রূপ বিবেচনা করিবারও উপদেশ শাস্ত্রে নাই।

মনুষ্যের মন স্বভাবতঃ বিসয়াসক্ত, এবিধায়ে উহারা বৈষয়িক কথা ব্যতীত আর কিছুই শুনিতে চায় না, এবং গুণের প্রভাবানুসারে ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন রস বিশিষ্ট উপাখ্যান ভাল বাসে, যথা তমোগুণের আধিক্যে আদিরস ঘটিত, রজোগুণের প্রভাবে যুদ্ধ বিগ্রহ সম্বন্ধীয়, সগুণেত্বর প্রাবল্যে ভক্তি ও যোগাদি সম্পর্কীয় কথা শ্রবণে ইচ্ছা জন্মে, এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়ের প্রকৃতি এই যে তাহারা সতত স্বস্ববিষয়ের পরিবর্ত্তন না হইলে তৃপ্তি হয় না, এবং অধিকারিভেদে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যেরও বিধান আবশ্যক হয়, সুতরাং সর্ব্ব লোকের মনোরঞ্জনার্থে সর্ব্ব কালে সর্ব্ব দেশীয় পণ্ডিতেরা অপ্রাণীতে প্রাণারোপ করিয়া, নানা-রস-যুক্তপ্রস্তাব অলঙ্কৃত, উপমিত, এবং রূপক, ও পরোক্ষ বাক্যে, গদ্য পদ্যতে রচনা করিয়া থাকেন (৬) তৎপাঠে উত্তম, মধ্যম, অধম, এবং বালক, যুবা, বৃদ্ধ, এই নানাবিধ লোক স্বস্ব চিত্তোল্লাস লাভ করে, বহুপ্রকার

(৫) ২৮। ২৯ পৃষ্ঠা দৃষ্টি কর।

(৬) খ্রীষ্ট এবং মুহম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্রেও অস্মদাদির পৌরাণিক ইতিহাসের ন্যায় অনেক অদ্ভুত ঘটনার বর্ণনা আছে, তাহার তাৎপর্য্য কেবল তত্তদুপলক্ষে জগদীশ্বরের গুণানুকীর্ত্তন দ্বারা ভক্তির উদ্রেক করা ভিন্ন আর কিছুই নয়, ইহা বেদ-ব্যাসও ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের সপ্ত মাধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। বাইবেলে লিখিত

হিতোপদেশ প্রাপ্ত হয়, বাণিন্যায়াদি শিক্ষা করে, তাহার সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য, এবং কোন্ কর্ম্মের কি ফল, তাহাও জানিতে পারে। অস্মদাদির পুরাণ শাস্ত্রে তদ্বিপরীতাচরণ কিছুই হয় নাই, এবং তদতিরিক্ত এই অসাধারণ গুণপনা দেখা

আছে যে জগদীশ্বর সেটান্ নামক দৈত্যের সহিত তুমুল যুদ্ধ করত তাহাকে নিরয়গামী করিয়াছেন,—মেরী নাম্নী কন্যাকে আসঙ্গ করিয়া খ্রীষ্ট নামক পুত্রোৎপত্তি করিয়াছেন,—খ্রীষ্টের বেপ্টাইজ্ অর্থাৎ দীক্ষা-কালে, ঘুঘু দেহ ধারণ করিয়া তাহার মস্তকোপরি অবতরণ করিয়া-ছিলেন, এবং ঐ খ্রীষ্ট মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া কেবল বাক্য দ্বারা কুষ্ঠ রোগ পর্য্যন্ত আরোগ্য, মুদ্রিত কর্ণদ্বয় বিকসিত, এবং অস্ফুরিত বাক্য স্ফুট করিয়া ছিলেন, এবং প্রাণ দানে মৃত দেহ সজীব করিয়া ছিলেন, —পঞ্চ গ্রাস রোটিকা এবং দুই মৎস্য দ্বারা অরণ্যমধ্যে পঞ্চসহস্র ব্যক্তিকে পরিতোষ রূপে ভোজন করাইয়া ছিলেন, জলধির উপরে পদ-ব্রজে গমন করিয়াছিলেন,—এক পর্ব্বতোপরি তেজোরূপী হইয়া পূর্ব্ব মৃত মোজেস ও এলিয়া নামক ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বয়ের সহিত কথোপকথন, এবং আকাশবাণী দ্বারা খ্রীষ্টকে পুত্র স্বীকার করিয়া ছিলেন। অপর সাধুদিগের অসাধারণ ক্ষমতা বর্ণনোপলক্ষে উক্ত হইয়াছে যে মোজেস নামক ভবিষ্যদ্বক্তা মিসর দেশাধিপতি ফেরোর সমক্ষে এক যষ্টিকে সর্প করিয়া ছিলেন,—সেন্ট পিটারের ভৎর্সনায় অনেনিয়াস স্বীয় কলত্র সহিত শমনভবন গমন করে, এবং ঐ পিটারের বরে এক খঞ্জ ব্যক্তি গতি শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল,—সেন্ট পাল এক পঙ্গুকে আরোগ্য এবং কেবল এক বাক্য অর্থাৎ অভিসম্পাত দ্বারা এলিয়াস নামক মায়াবীকে অন্ধ করিয়াছিলেন। অনন্তর মহম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সকল অদ্ভুত ঘটনা বর্ণিত আছে, তাহা লিখিলে পুস্তকের বাহুল্যতা হয় এ নিমিত্ত কেবল কয়েকটি ইতিহাসের সারোদ্ধার করিয়া লিখিতেছি।

বাইবেলে মোজেসের যষ্টির যে অদ্ভুত গুণ বর্ণিত হইয়াছে, মহম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্রেও তাহার প্রসঙ্গ আছে, যথা মূসা (মোজেস) ফেরুণের (অর্থাৎ ফেরোর) সম্মুখে স্বীয় যষ্টি নিঃক্ষেপ করিবামাত্রই তাহা অশীতি গজ পরিমিত দীর্ঘাকার, এবং সাত শত দন্ত যুক্ত বদন, হস্তীর ন্যায় চরণ, ও শরতুল্য সপ্তসহস্র লোম বিশিষ্ট এক সর্প হয়, তদনন্তর অন্য এক দিনে স্থানান্তরের সভাতে, ঐ যষ্টি প্রতিমুখে সপ্ততিসহস্র মুখ যুক্ত সপ্ততি সহস্র মস্তক বিশিষ্ট বৃহৎ সর্পাকৃতি ধারণপূর্ব্বক চতুঃসহস্র ঐন্দ্রজালিককে, পুচ্ছ দ্বারা বেষ্টন করিয়া গ্রাস করত, ফেরুণের বাটী নো নিঃক্ষেপ করিয়া মূসার স্পর্দ্ধা

যায় যে কোন প্রস্তাবই প্রায় অধ্যাত্ম পক্ষ ছাড়া নহে। শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেবও পুরাণের ইংরাজী ভাষান্তর করিয়া এইরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন। বিশেষতঃ অনুবাদিত বিষ্ণুপুরাণের ২৮ পৃষ্ঠায় তৃতীয়সংখ্যক টীপ্পনীতে বরাহমূর্ত্তির এই রূপক অনুভব করিয়াছেন যে, জগদীশ্বর যজ্ঞরূপ বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া পৃথিবীতে পাপরূপ জলপ্লাবন হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন* এবং তাবৎ পুরাণে বিশেষতঃ বৈষ্ণবের ৪ অধ্যায়ে বরাহমূর্ত্তির রূপ এই রূপে স্ফুটীকৃত হইয়াছে যে তাঁহার চরণে বেদ, তাঁহার দংষ্ট্রাদ্বয়ে যূপ, তাঁহার দন্ত বলি, তাঁহার মুখ বেদী, তাঁহার জিহ্বা অগ্নি, শরীরের লোমসকল কুশ, চক্ষু

মাত্রেই স্বভাব প্রাপ্ত হয়,—অপর ঐ ঘটনার পূর্ব্বে এক দিবস উক্ত মূসাকে তদীয় চকমকী বলিল, যে তোমাকে অগ্নি দিতে খোদার আজ্ঞা নাই,—তৎ শ্রবণানন্তর সে তুর নামক পর্ব্বতে গিয়া পরমেশ্বরকে কুল বৃক্ষের ন্যায় অগ্নিরাশি দর্শন করে, উক্ত অগ্নিতে স্বীয় যষ্টি সংলগ্ন করাতে তন্মধ্যে অগ্নির প্রবেশ হয় নাই, এবং তাহার কাষ্ঠপাদুকাদ্বয় বিচ্ছু অর্থাৎ হিংস্র জন্তু বিশেষ হইয়াছিল,—সময়ান্তরে ইজরাইলের বংশ, যাহার সংখ্যা বালক ও যোষিত ব্যতিরিক্ত কেবল পুরুষই ছয় লক্ষ ছিল, তাহাদিগকে লইয়া উক্ত মূসার নীল নদী পার হওন কালে, ফেরুণ সসৈন্য তাহার পশ্চাদ্গামী হইলে, মূসার যষ্ট্যাঘাতে নদীর জলবিভাগ হইয়া বহু বর্ত্ম হইবায়, তাহারা সকলে পার হইয়া যায়, কিন্তু ফেরুণ নিজ দল বল সহিত জলমগ্ন হয়। সাম্ রাজ্যাধিপতি আনকের পুত্র এওজের শরীর ৩০৩৩ গজ দীর্ঘ ছিল,—নুঃ অর্থাৎ নোয়াপয়গম্বরের সময়ের জল প্লাবনে তাহার শরীর রক্ষা হইয়াছিল,—সমুদ্রের জল তাহার জানুর ঊর্দ্ধে উঠিত না; সে সাগরে মৎস্য ধরিয়া সূর্য্যমণ্ডলে ভর্জ্জন করিয়া ভক্ষণ করিত; তাহার বাসস্থানের দাড়িম্ব ফলের একটী বীজ মাত্র দশ ব্যক্তির আহারোপযুক্ত হইত, এবং সমুদায় বীজ স্থানান্তর করিলে তাহার ত্বকের মধ্যে দশ জনের বাসস্থান হইত,—ইজরাইলের বংশ, মূসার এবং হারুণের সমভিব্যাহারে ঐ এওজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গিয়া ভয়ে পলায়ন করাতে, মূসার শাপে ৪০ বৎসর যাবৎ

দিবারাত্রি, তাঁহার মস্তক সকলের নিকেতন ব্রহ্মপদ, তাঁহার কেশর বেদস্তুতি, তাঁহার নাসিকা হবিঃ, তাঁহার তুণ্ড যজ্ঞের স্রুক্, তাঁহার স্বর সামবেদোচ্চারণ, তাঁহার শরীর যজ্ঞ-গৃহ, গ্রন্থিসকল বিবিধ কর্ম্ম, তাঁহার কর্ণদ্বয় পূর্ত্ত অর্থাৎ স্মার্ত্ত ধর্ম্ম এবং ইষ্ট অর্থাৎ শ্রৌত ধর্ম্ম, এবং এই সংসারচক্র যে ঐশিক লীলা মাত্র, ইহা স্পষ্ট রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, এ প্রযুক্ত পুরাণ সকল মুক্ত, মুমুক্ষু, এবং বিষয়ী ত্রিবিধ লোকের শ্রবণ-যোগ্য (৭) অর্থাৎ অধিকারিভেদে পুরাণবিশেষ শ্রবণীয় জানিবে। ভা, ৩স্ক ৫অ, ১২শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে ভগবান্ বেদব্যাস শ্রীকৃষ্ণের গুণ-বর্ণন-মানসেই ভারতাখ্যান রচনা করিয়াছেন। তাহাতে অর্থকামাদির বর্ণনা আছে সত্য, কিন্তু তাহার অন্য তাৎপর্য্য নহে, গ্রাম্যসুখানুবাদ দ্বারা মানবগণের মতি ভগবানের কথাতে নীত হইয়াছে।

কিন্তু খেদের বিষয় এই যে অনভিজ্ঞতা দোষে, আমরা

তাহাদিগকে একই ক্ষেত্রে অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল,—মূসার যষ্ট্যাঘাতে উক্ত এওজের মৃত্যু হইলে, তাহার দেহ ৪০ বৎসর যাবৎ রণ-ভূমিতে পতিত থাকে, তদনন্তর তাহার মেরুদণ্ড নীল নদীর সেতু হইয়াছে।—সোলেমান রাজা সৈহুন্ রাজ্যাধিকারীর সহিত যুদ্ধ করণার্থে বায়ুযানে সসৈন্যে গমন করিয়াছিলেন,—ঐ সৈহুন্ রাজ্যে স্বুবর্ণময় ব্যাঘ্রদ্বয় বিচার নিষ্পত্তি এবং দোষীকে ভক্ষণ করিত। সোলেমানের আদেশে বায়ু কর্ত্তৃক এক মুষ্টি মৃত্তিকা সৈহুনাধিপতির চক্ষে নিক্ষিপ্ত হইবার তাহার মৃত্যু হয়। ইতি খোলা আম্বীয়া নামক পুস্তক।

এই স্থলে বক্তব্য যে যে সকল খ্রীষ্ট এবং মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বী মহাশয়েরা পৌরাণিক ইতিহাসোপলক্ষে হিন্দু ধর্ম্মের গ্লানি করেন তাঁহাদিগের সম্বন্ধে শৃগালপঞ্চক নামক গ্রন্থের এই প্রসিদ্ধ বচনটি উদাহৃত হইতে পারে, যথা "আত্মচ্ছিদ্রং ন জানাতি পরচ্ছিদ্রানুসারিণী"।

(৭) ভাঃ ১০ স্কঃ ১ অঃ ৪ শ্লোক।

পৌরাণিক রচনার প্রকৃত ভাব গ্রহণে অক্ষম হইয়াছি, এবং এক পুরাণাখ্যানের তাৎপর্য্য অন্য পুরাণে স্ফুটীকৃত হইবায়, আমাদিগের পক্ষে তাহা দুর্জ্জ্ঞেয় হইয়াছে, কেননা এক্ষণে অত্যল্প লোকের সমগ্র পুরাণে দৃষ্টি আছে।

শি। পৌরাণিক ইতিহাস দ্বারা রূপক, এবং পরোক্ষ বাক্যে অধ্যাত্মোপদেশ প্রদত্ত হওয়ার প্রমাণ কি?

গু। এ বিষয়ের প্রমাণ অসংখ্য আছে, তত্তাবৎ দর্শাইবার চেষ্টা করা বিফল, এহেতু আমি কয়েকটিমাত্রের প্রসঙ্গ করিতেছি, তাহাতেই মদীয় উক্তি প্রতিপন্ন হওয়া সম্ভব।

১। তপস্যাদি ধর্ম্মের অঙ্গ, এপ্রযুক্ত ধর্ম্মকে বৃষরূপী করিয়া, তপস্যা, শৌচ, দয়া, সত্য, নামে, তাঁহার চারটী পদ কল্পিত হইয়াছে (৮)

২। ভাগবতের চতুর্থ স্কন্দে পুরঞ্জনোপাখ্যান, এবং পঞ্চমের ত্রয়োদশাধ্যায়ে ভবাটবী নামক যে দুই অপূর্ব্ব ইতিহাস আছে, তাহার প্রত্যেক শব্দার্থ তত্তৎপর অধ্যায়েই, বেদ-ব্যাস প্রত্যক্ষ বাক্যে স্ফুট করিয়াছেন, যথা পুরঞ্জন নামক রাজা দেহাভিমানী জীব, পুরঞ্জনী নাম্নী যে তাহার স্ত্রী সে বিষয়াত্মিকা বুদ্ধি, এবং নবদ্বার পুরী এই দেহ। অপর ভবাটবী সংসার, তাহাতে বাণিজ্যার্থে প্রবেশক বণিক জীব, তত্রস্থ দস্যুগণ তাহার ষড়িন্দ্রিয়, বন-জন্তু সকল তাহার স্ত্রী পুত্রাদি, তথায় বিস্তৃত বিষ্ঠা স্বর্ণ, মরীচিকা বিষয়, এবং যে কণ্টক বিশিষ্ট পর্ব্বত, সে কর্ম্মকাণ্ডের প্রবর্ত্তক বেদ।

৩। পরমেশ্বর সর্ব্বজীবের আত্মাতে রমণ করিতেছেন, এই নিমিত্ত ব্রজ-ভূমিতে এবং দ্বারকায় অসংখ্য রমণী লইয়া তাঁহার কাম-ক্রীড়া করিবার বর্ণনা আছে, এবং ভগবান্

(৮) ভাঃ ১ স্কঃ ১৭ অঃ।

বেদব্যাসও তাহা প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই যেহেতু ভাগবতের দশম স্কন্ধে প্রথমতঃ দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ (১) এবং ত্রয়োদশ (২) শ্লোকে এবং তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে (৩) বিশ্বাত্মা যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করায় এবং তথায় ভৌতিক দেহধারণপূর্ব্বক তদীয় যোনি দিয়া নির্গত হইয়া মনুষ্যের ন্যায় কর্ম্ম করায় সন্দেহ করিয়া পরে ত্রয়োবিংশাধ্যায়ের সপ্তদশ শ্লোকের অন্তিম চরণে (৪) ও ষষ্ঠবিংশতি শ্লোকের এক বিশেষণ পদে (৫) এবং পঞ্চত্রিংশৎ শ্লোকে (৬) স্ফুট করিয়াছেন যে

---

(১) "ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানামভয়ঙ্করঃ। আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ॥"

অস্যার্থঃ। ভগবানও বিশ্বাত্মা এবং ভক্তগণকে অভয়প্রদ যে হরি তিনি আদৌ পরিপূর্ণ ভাবে বসুদেবের মনে প্রবেশ করিলেন।

(২) "ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং সমাহিতং শূরসুতেন দেবী দধার সর্ব্বাত্মকমাত্মভূতং কাষ্ঠা যথানন্দকরমনস্তঃ॥"

অস্যার্থঃ। জগতের মঙ্গলকর এবং সর্ব্বাংশে পরিপূর্ণ যে সর্ব্বাত্মা তাঁহাকে দেবকী বসুদেব কর্ত্তৃক মনে ধারণ করিলেন।

(৩) "দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুহাশয়ঃ। আবিরাসীদ্ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ।

অস্যার্থঃ। দেবরূপিণী যে দেবকী তাঁহাতে সর্ব্বাত্মা বিষ্ণু আবির্ভূত হইলেন, পূর্ব্বদিকে বিদ্যমান অখণ্ড চন্দ্রের যেমন উদয় হয় তদ্বৎ।

(৪) "রেমে রমেশঃ ব্রজসুন্দরীভির্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমম্॥"

অস্যার্থঃ। রমাপতি ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত সেইরূপ রমণ করিয়াছিলেন, যেরূপ বালকেরা নিজ প্রতিবিম্বের অর্থাৎ ছায়ার সহিত বিলাস করে (এতাবতা ব্রজবাসীরা যে তাঁহারই ছায়ামাত্র এই বলা হইয়াছে।

(৫) "আত্মন্যবরুদ্ধসৌরভঃ।" অস্খলিতচরমধাতু ইত্যর্থঃ।

(৬) "গোপীনাং তৎ পতীনাঞ্চ সর্ব্বেষাং চৈব দেহিনাম। যোহন্তশ্চরতে সোহধ্যক্ষ এষ ক্রীড়নদেহভাক্॥

অস্যার্থঃ। তিনি গোপীদিগের এবং তদীয় স্বামীদিগের এবং

জগৎপতি যে বিষ্ণু তিনি বিশ্বের আত্মা এহেতু গোপীদিগের এবং তৎপতিদিগের আত্মারূপ পতি সুতরাং তাহাদিগের আত্মাতে স্বরূপে রমণ করিয়াছিলেন (৭) ইহা ব্যতীত তিনি স্থূলদেহ ধারণ করিয়া গোপনারীদিগের স্থূলদেহে প্রকৃত শৃঙ্গার করেন নাই এবং, ঊনত্রিংশ অধ্যায়ের অষ্টবিংশতি শ্লোকে (৮) ইহাও সুব্যক্ত আছে যে গোপনারীরাও তাঁহাকে তদ্রূপ পরিজ্ঞানে তাঁহার সহিত আত্মক্রীড়া মাত্র করিয়াছিলেন। পরিশেষে নবতি অধ্যায়ের চতুর্ব্বিংশতি শ্লোকে মঙ্গলাচরণের ছলে

তাবদ্দেহীর আত্মারূপ পতি এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা এ হেতু সর্ব্ব দেহেতে রমণ করিতেছেন।

(৭) ঐ ৩৩ অধ্যায়ের বিংশতি শ্লোকেও তদ্রূপ আভাস প্রকাশ আছে যথা "কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ। রেমে স ভগবান্ স্বাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া॥"

অস্যার্থঃ। ভগবান্ আত্মারাম হইয়াও গোপস্ত্রীর সংখ্যানুরূপ অর্থাৎ যত গোপী তত আপনাকে করিয়া লীলাবশতঃ তাহাদিগের সহিত বিহার করিলেন।

ইহাতে এই বলা হইয়াছে যে তিনি গোপীদিগের প্রত্যেকের দেহে আত্মা রূপে খণ্ডিতভাবে বিহার করিয়াছিলেন অর্থাৎ তাহাদিগের চিত্তের অজ্ঞান নাশ করিয়া প্রকট হইয়াছিলেন। যদিও তিনি সর্ব্বদেহে আত্মা নামে অবস্থিতি করিতেছেন কিন্তু যে পর্য্যন্ত দেহীর চিত্ত অজ্ঞানে আচ্ছন্ন থাকে সে পর্য্যন্ত তাহার প্রকাশ থাকে না অর্থাৎ সেই জীব ব্রহ্মানন্দাস্বাদন করিতে পারে না সুতরাং আত্মা অজ্ঞানাবৃত থাকেন এই সর্ব্ব শাস্ত্রের মত। সেই অজ্ঞান নষ্ট হইলেই আত্মার প্রকাশ পায় অর্থাৎ তিনি বিরাজমান হন এবং সেই অবস্থাতেই জীব আত্মারাম হয় এবং জগদীশ্বর তাহার আত্মাতে রমণ করেন এমত উক্তি করা যায়। ব্রজগোপিরা ভগবানকে জার ভাবে ভজিয়া কাত্যায়নীব্রত এবং অনন্য চিন্তা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করণ পূর্ব্বক আত্মজ্ঞান প্রাপ্তা হইয়া আত্মারাম হইয়াছিলেন।

(৮) "যৎপত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ স্ত্রীণাম্।

আরো স্পষ্ট করিয়া কহিয়াছিলেন যে দেবকীর উদরে শ্রী-কৃষ্ণের যে জন্ম তাহা বাদমাত্র, বাস্তবিক এরূপ ঘটনা হয় নাই (৯)।

শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজাদিগের ভয়ে পলায়ন করিয়া সমুদ্রমধ্যে দ্বারকা নামক পুরী নির্ম্মাণকরণ পূর্ব্বক বসতি করিয়াছিলেন এই ইতিহাসের বীজ ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৬০ অধ্যায়ের ৩২ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রুক্মিণী দেবীর উক্তি-চ্ছলে এইরূপে ব্যক্ত করা হইয়াছে যে শ্রীকৃষ্ণ আত্মা ও সত্ত্ব, রজ তম এই গুণত্রয় জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজা এবং অন্তঃকরণ সমুদ্র আর কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল আত্মার দ্বেষকারী বলিষ্ঠগণ এ নিমিত্ত আত্মা উহাদিগর ভয়ে অন্তঃকরণ রূপ সমুদ্রে পলায়ন করিয়া গিয়া শয়ন করিয়া থাকেন।

৪। পরমেশ্বর সর্ব্ব-স্রষ্টা এবং অজ হইয়াও মীন কূর্ম্মাদি নানা দেহ ধারণ পূর্ব্বক বিবিধ কার্য্য সাধন করেন, ইত্যাদি যে বিবরণ লিখিত আছে, তাহার হেতু এই যে ব্রহ্মাণ্ডে সুর, নর, তির্য্যগাদি যত জীব আছে, সকলেতেই তিনি আত্মারূপে স্থিতি করিয়াছেন, এবং শরীরোৎপাদক যে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব তন্মধ্যে আত্মা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (১০), এ বিধায় তাঁহাকে উপলক্ষ

---

(৯) স্ত্রীণাং স্বধর্ম্ম ইতি ধর্ম্মবিদ ত্বয়ো অস্ত্যেবমেতদুপদেশ-পদে ত্বয়ীশে প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা॥”

অস্যার্থঃ। হে কৃষ্ণ! পতি পুত্র এবং বন্ধুর সেবাই স্ত্রীলোকের পরম ধর্ম্ম তুমি কহিয়াছ, সেই ধর্ম্ম তোমার সেবাতেও তো রক্ষা হইতে পারে, যে হেতু তুমি সকলের আত্মা, এ বিধায়ে তোমার সেবাতেই সকলেরই সেবা করা হয়।

(১০) ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্ব্বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ইতি ভগবদ্গীতা। ৩ অঃ ৪২ শ্লোক।

করিয়া যাহা বলা যায়, তাহা স্থূল শরীরে আরোপিত হইয়া থাকে। এ স্থলে জীব সকলকে অবতার কহিবার কোন দোষ নাই, এবং ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধে চতুর্বিংশতি অধ্যায়েও এতদাভাস প্রকাশ আছে। যথা

"উচ্চাবচেষু ভূতেষু চরণ বায়ুরিবেশ্বরঃ। নোচ্চাবচত্বং ভজতে নিগুর্ণত্বাৎ ধিয়ো গুণৈঃ" ॥ ৪ ॥

অস্যার্থঃ।—ঈশ্বর নিগুর্ণ এ প্রযুক্ত বুদ্ধির গুণে নানা-আকার বিশিষ্ট হয়েন না, কেবল বায়ুর ন্যায় বিবিধ ভূতে অর্থাৎ দেহে আত্মা রূপে প্রবেশ করেন।

অতএব এই উপলব্ধি করিতে হইবে যে এতৎ কারণেই ভাগবতের প্রথম (১) ও দ্বিতীয় (২) স্কন্ধে, সনকাদি ঋষি চতুষ্টয়, মনু, মনুপুত্র, প্রজাপতি, ঋষভ পরমহংস, ধ্রুবাদি ভক্তবৃন্দ, ধন্বন্তরি চিকিৎসক, এবং যত পশু পক্ষি সুর নর ইত্যাদি তাবৎ প্রাণীকেই তাঁহার অবতার বলা হইয়াছে। এবং বৈষ্ণবের অষ্টমাধ্যায়ে (৩) লিখিত হইয়াছে যে "দেবতা তির্য্যক্ মনুষ্যাদিতে পুরুষের নামে যে কিছু পদার্থ আছে," সকলই ভগবান্ বিষ্ণুর স্বরূপ, আর ঐ সকলের স্ত্রী নামে যাহা যাহা আছে, তৎসমুদায় লক্ষ্মীর স্বরূপ।"

৫। বামনাবতারের যে ইতিহাস তাহার বীজ এই যে পরমেশ্বর বিশ্বব্যাপক হইয়াও, আপনাকে জীব রূপে পরিণত করণ পূর্ব্বক খর্ব্ব হয়েন, এবং ঐ অবস্থায় মায়ার অধীন হইয়া, দেহস্থ অসুরবর্গ যে কামাদি রিপুচয়, তাহাদিগের উপর বিক্রম প্রকাশে অক্ষম জন্য, উহাদিগের দাসত্ব করিয়া

(১) ৩ অঃ ২৭ শ্লোক।
(২) ৬ অঃ ১৩—১৫ শ্লোক। ৭ অঃ। ১০ অঃ ৪১ শ্লোক।
(৩) সঃ পুঃ ২২৫ পৃষ্ঠা।

থাকেন, তথাচ লঘুত্ব স্বীকারে, ছল দ্বারা উক্ত অসুরবর্গকে পরাজয় করিবার উপায় আছে, এইটী দর্শাইবার নিমিত্ত, তিনি একদা বামন রূপে অবতীর্ণ হইয়া, শরীরান্তর্গত ত্রিপুরাধিকারী মহাবলী যে মোহ রূপ বলি রাজা, তাহাকে ভিক্ষার ছলে সত্য পাশে বদ্ধ করিয়া সুতল যে পদতল, তথায় প্রেরণ করিয়া স্থানভ্রষ্ট দেবরূপী বিবেক বৈরাগ্যাদিকে, স্বপদে পুনঃ স্থাপন করিয়া ছিলেন, এমত রচনা হইয়াছে।

৬। মাৎস্যের তৃতীয়াধ্যায়ে (৪) গায়ত্রীকে শতরূপানাম্নী ব্রহ্মার কন্যা, এবং চতুর্থে (৫), বেদ রাশিকে ব্রহ্মা কল্পনা করিবার উক্তি আছে। এবং পাদ্মের তৃতীয়াধ্যায়ে (৬), এমত উক্ত হইয়াছে যে ঐ ব্রহ্মার স্বায়ম্ভুব মনু, কথিত শতরূপার পাণিগ্রহণ করিলেন, এবং তাহাদিগের অঙ্গজাদ্বয়ের মধ্যে, প্রসূতিকে উক্ত ব্রহ্মার অন্য পুত্র দক্ষ বিবাহ করিলেন, ঐ দক্ষ স্বীয় চতুর্ব্বিংশতি কন্যার মধ্যে শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, পুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপুঃ, শান্তি, সিদ্ধি, কির্ত্তি তুষ্টি, এই ত্রয়োদশটি ধর্ম্মকে, এবং খ্যাতি, সতী সম্ভুতি, স্মৃতি, প্রীতি, ক্ষমা, সন্নতি, অনসূয়া, উর্জ্জা, স্বাহা, স্বধা, এই একাদশটি যথাক্রমে ভৃগু, ভব, মরীচি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অত্রি, বশিষ্ঠ, বহ্নি, পিতৃগণকে প্রদান করিলেন। এবং ইহাও কথিত হইয়াছে, যে শ্রদ্ধা কাম ও দম্ভকে, ভূতি বিনয়কে, তুষ্টী সন্তোষকে, পুষ্টি লোভকে, মেধা শ্রুতকে, ক্রিয়া দণ্ডনয় ও বিনয়কে প্রসবিলেন।

৭। দেবাসুরের পরস্পর চিরস্থায়ি দ্বেষ ভাবের এবং সময়

---

(৪) সঃ পূঃ ১৪২ পৃষ্ঠা।
(৫) সঃ পূঃ ১৭২ পৃষ্ঠা।
(৬) সঃ পূঃ ১৯৬ পৃষ্ঠা।

বিশেষে যুদ্ধ বিগ্রহের যে ইতিহাস পুরাণে লিখিত আছে তাহার বীজ এই বোধ হয় যেমন কশ্যপ ঋষি, তাঁহার এক পত্নী নিবৃত্তির নাম অদিতি, এবং অন্য পত্নী প্রবৃত্তির নাম দিতি, ঐ নিবৃত্তি জাত বিবেক বৈরাগ্যাদিই দেবতা, এবং প্রবৃত্তির গর্ভে উৎপন্ন যে ইন্দ্রিয়গণ সহিত মোহাদি, তাহারা অসুর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া চিরকাল পরস্পর বৈরতা করিতেছে, এবং প্রত্যেক পক্ষ স্ব স্ব প্রাধান্যের নিমিত্ত, সময়ে সময়ে যুদ্ধাদি করিয়া কখন দৈত্যদল, এবং কখন বা দেবদল বিজয়ী হয়। সমুদ্র মন্থন উপলক্ষে এ বিষয়ে যে বর্ণনা (৭) আছে, তাহার রূপকত্ব স্ফুট করিলেই, প্রস্তাবিত উক্তির যুক্তি সিদ্ধতা সপ্রমাণ হইতে পারে।

আত্মা সর্ব্বনিয়ন্তা, এপ্রযুক্ত ইন্দ্রিয়াদি অসুর কর্ত্তৃক পীড়িত বিবেকাদি দেবতাদিগকে, কৈবল্যরূপ অমৃত উৎপাদনার্থে, শ্রুতিসাগর মন্থনে প্রবৃত্তি প্রদান করত, ইন্দ্রিয়গণের সাহার্য্যে ব্যতীত তৎসম্পাদনের অসাধ্যতা হেতু, স্বকার্য্যোদ্ধার জন্য তাহাদিগের সহিত সন্ধি করিবার উপদেশ দেন, তদনুসারে ঐ ইন্দ্রিয়াদির অধিপতি যে মহাবল পরাক্রান্ত মোহ, অর্থাৎ দেহাত্মবোধ, তাহার সহিত বিবেকাদি সন্ধি করিয়া উভয় দলে বুদ্ধিকে মন্থান দণ্ড, এবং আশাকে রজ্জু করণ পূর্ব্বক, শ্রুতি সমুদ্র মন্থনে, অর্থাৎ বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়েন, এবং আত্মা কুটস্থ, এপ্রযুক্ত পুনরায় কুর্ম্মস্বরূপে ঐ বুদ্ধির আধার হয়েন, এবং প্রস্তাবিত মন্থনে প্রথমত উপসর্গ রূপ কালকূটের উৎপত্তি হইলে, মহাদেবরূপ শুদ্ধ-সত্ত্ব-মূর্ত্তি যে গুরুদেব, তিনি তাহা পান করিয়া, শিষ্যগণের ব্যাঘাত নিবারণ করেন তৎ-

---

(৭) ভাঃ ৮ স্কঃ—১১ অঃ।

পরে নির্ব্বিঘ্নে বেদাভ্যাস আরম্ভ হইলে, ক্রমে ক্রমে যজ্ঞরূপ সুরভি, ঐশ্বর্য্য রূপ উচ্চৈঃশ্রবা ঘোটক, সাংখ্যযোগ (৮) রূপ ঐরাবত নামক হস্তী, অষ্টাঙ্গ যোগরূপ অষ্ট দিগ্‌হস্তী, অষ্ট-সিদ্ধিরূপা অষ্ট হস্তিনী, জীবোপাধিক কৌস্তুভ মণি, আত্মোপাধিক পদ্মরাগ মণি; চিত্তোল্লাসজনক আনন্দ রূপ পারিজাত বৃক্ষ, শান্তি ও করুণা এবং শ্রদ্ধাদি অপ্সরোগণ; চিৎশক্তিরূপা লক্ষ্মী, মিথ্যাদৃষ্টি অর্থাৎ অবিদ্যারূপা বারুণী সেবী, উৎপন্না হইয়া, চরমে কৈবল্যামৃত সহিত জ্ঞানরূপ ধন্বন্তরির গাত্রোত্থান হয়। ইন্দ্রিয়াদি অসুরগণ ঐ অমৃত প্রাপ্তির অযোগ্য পাত্র প্রযুক্ত জগৎপতি যে আত্মা, তিনি বিদ্যারূপা মোহিনী বেশে তাহাদিগকে মোহিত করিয়া, অমৃতে বঞ্চনা করত বিবেকাদি দেবতাবর্গকে তৎপ্রদানে চিরজীবী করেন, কিন্তু তমোগুণ কদাচ অন্য গুণ দ্বয়ের সঙ্গ পরিত্যাগ করে না, এহেতু সে রাহু (৯) রূপে দেবপংক্তিতে বসিয়া অমৃত করে, কিন্তু তাহা উহার গলাধঃকরণ হওয়ার পূর্ব্বেই, সত্ত্ব এবং রজঃ যে চন্দ্র সূর্য্য, তাঁহারা উহার পরিচয় দেওয়াতে, অন্তর্যামী জগদীশ্বর তেজস্তত্ত্বরূপ চক্রদ্বারা তাহার শিরশ্ছেদন করেন, কিন্তু অমৃতাস্বাদন জন্য তদীয় উত্তমাঙ্গ সজীব আছে, এনিমিত্ত উক্ত চন্দ্র সূর্য্যের সহিত তাহার চিরস্থায়িনী বৈরতা হইয়াছে। এবং সময়ে সময়ে সে তাহাদিগকে গ্রাস করে, কিন্তু সত্ত্ব এবং রজোগুণের এমত প্রভাব যে তমোগুণ তাহাদিগকে পাক করিতে শক্য হয় না, কিয়ৎকাল পরেই উদ্গার করে।

৮। মহাভারতে উল্লিখিত প্রধান প্রধান ব্যক্তির সম্বন্ধে

---

(৮) আত্মানাত্মবিবেক।

(৯) রাহুর একটী নাম তমঃ ইতি অমরকোষঃ।

এইরূপ বর্ণন আছে, যে "দুর্য্যোধন ক্রোধরূপী মহাবৃক্ষ, কর্ণ তাহার স্কন্ধ, শকুনি তঁহার শাখা, দুঃশাসন তাহার সমৃদ্ধ পুষ্প ফল, রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাহার মূল। কিন্তু যুধিষ্ঠির ধর্ম্মময় মহা-মহীরুহ ছিলেন, অর্জ্জুন তাহার স্কন্ধ, ভীমসেন তাহার শাখা, মাদ্রীনন্দন নকুল সহদেব, তাহার সমৃদ্ধ পুষ্প ফল, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্ম এবং ব্রাহ্মণ সকল তাহার মুল (১)"। এবং ঐ গ্রন্থের তাৎপর্য্য বনপর্ব্বে এইরূপে স্ফুটীকৃত হইয়াছে, যে অধর্ম্মের দ্বারা মনুষ্য বৃদ্ধিকে প্রাপ্ত হইয়া ভদ্র দর্শন করে, তদুত্তর শত্রু জয় করিয়া অন্তে সমূলে নষ্ট হয়।

রামায়ণের তাৎপর্য্য এই বোধ হয়, আত্মা যে রাম তিনি স্বীয় প্রতিবিম্ব জীবোপাধিক লক্ষ্মণকে, এবং বিদ্যারূপা সীতাকে সঙ্গে লইয়া, সংসারগহনে আগমন পূর্ব্বক দশন্দ্রিয় রূপ দশ কন্ধর বিশিষ্ট রাবণ যে মহামোহ, তৎকর্ত্তৃক ঐ বিদ্যা হারা হইয়া, অজ্ঞানাবস্থায় বিবিধ কষ্ট ভোগ করিয়া বিচরণ করেন, ইতি মধ্যে যদিস্যাৎ কোন সময়ে ভাগ্যবশাৎ সদ্গুরুর উপদেশে সাধন চতুষ্টয়, এবং অষ্টাঙ্গ যোগরূপ সুগ্রীবাদি সেনাপতি বলাশ্রয়ে, অকিঞ্চন ভক্তিরূপ সেতু দ্বারা মায়া-সাগর উত্তীর্ণ হওনান্তর মলিনচিত্ত রূপ লঙ্কা দ্বীপে উপনীত হইয়া কাম ক্রোধাদি দলবল সহিত মহামোহকে বিনাশ করিতে পারেন, তবেই স্ব ভার্য্যা উদ্ধার করিয়া স্বকীয় রাজ্যপদ যে ব্রহ্মত্ব, তাহা প্রাপণ ক্ষম হয়েন। (ভাঃ দশম স্কঃ ৭০ অধ্যায়ে জরাসন্ধকে কর্ম্ম বলা হইয়াছে।

৯। ভাগবতের ১ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে ভগ-বানের ক্ষীরোদশায়ীর তাৎপর্য্য এই লেখা আছে যে তিনি

(১০) সঃ পুঃ ৮ পৃষ্ঠা।

আপন যোগনিদ্রা অর্থাৎ মায়ারূপ অম্বুধি বিস্তার করিয়া তাহাতে শয়ন করিয়াছেন, অর্থাৎ নিজ মায়ায় আপনি আবৃত হইয়া রহিয়াছেন (১)।

১০। নরক এবং মৃত্যুর বিষয়ে বৈষ্ণবে (২) এই বর্ণনা আছে, যে অধর্ম্মের ভার্য্যা হিংসা, তাহার গর্ভে অনৃত নামে পুত্র, এবং নিকৃতি নাম্নী কন্যা জন্মে, ঐ দুই হইতে ভয়, এবং নরক নামে দুই পুত্র হয়, ভয়ের পত্নী মায়ার গর্ভে মৃত্যু, এবং নরকের ভার্য্যা বেদনার গর্ভে দুঃখ নামক পুত্র, উৎপন্ন হইয়াছে। অপর পাপানুরূপ দণ্ডের যে বিধান নরকে হয়, তদ্বর্ণনান্তর ভবিষ্যে (৩) এই উক্ত হইয়াছে, যে তত্তৎ পাপ ক্ষয় না হওন পর্য্যন্ত, সেই সেই শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি হয় না। এবং অভিধানে নরক শব্দের অর্থ দুঃখভোগ স্থান লিখিত আছে, অতএব স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়, যে আত্মজ্ঞানোপদেশার্থে

---

(১) ভগবানের মায়া দ্বিপ্রকার, বিদ্যা ও অবিদ্যা, অধ্যাত্মরামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের ৩ অধ্যায়ে ব্যক্ত আছে। অধ্যাত্মরামায়ণের আদিকাণ্ডের ১ অধ্যায়ে শিবপার্ব্বতীসংবাদে শিব উক্তি এই আছে যে, শ্রীরাম পরব্রহ্ম, তিনি জ্ঞানস্বরূপ ও নিষ্কাম এবং রাবণাদি বধ কিছুই করেন নাই, কেবল মূঢ় ব্যক্তিরা ঐ সকল কর্ম্ম তাঁহাতে আরোপ করে মাত্র, এবং উক্ত অধ্যাত্মরামায়ণে জানকীর এই উক্তি সদাশিব পুনরুক্তি করেন, শ্রীরাম পরমাত্মা তিনি কিছুই করেন না, এবং আমি মূলা প্রকৃতি তাঁহার সন্নিধি হেতু সৃষ্টি স্থিতি আদি করি, যেমন চুম্বকের গুণে জড় যে লৌহ সে গতিবিশিষ্ট হয়। এবং অরণ্যকাণ্ডের ১ অধ্যায়ে আভাস দেওয়া হইয়াছে যে পরমাত্মা রাম ও জীবাত্মা লক্ষণ এবং মায়া সীতা রূপে কল্পিত হইয়াছেন, এবং ২ অধ্যায়ে স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে যে, ভরত শঙ্খ ও শত্রুঘ্ন চক্র, অবতীর্ণ হইয়াছেন।

(২) ৭ অঃ। সঃ পূঃ ২০৪ পৃষ্ঠা।

(৩) ৬ অঃ। সঃ পূঃ ২৪০ পৃষ্ঠা।

মর্ত্ত্য লোককে নরক অর্থাৎ যমালয়, মৃত্যুকে যম, এবং নিষ্ঠুর আততায়ী ব্যক্তিগণকে যমদূত স্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছে, কেননা সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে দুঃখ ভোগেই পাপের ক্ষয় হয়, এবং ভবার্ণবে জীবের যে ক্লেশ, তাহার মূল জন্মান্তরীয় পাপ, এমত অবস্থায় পাপের ভোগার্থে অন্য স্থান অবধারিত থাকা কি রূপে সম্ভবে। তাহা হইলে এক পাপের শাস্তি দুই স্থলে দুই বার হওয়ার বিধান মান্য করিতে হয়। ঐ পুরাণের যে ভাষান্তর ডাক্তার উইলসন সাহেব করিয়াছেন তাহার ৫৪ পৃষ্ঠায় দক্ষপ্রজাপতির বংশাবলিবর্ণনকালীন এবং উহার ১২ সংখ্যক টিপ্পনীতে তাঁহারা তাবতই রূপক এমত লিখিয়াছেন।

শিঃ। পুরাণবৃন্দে যে মন্বন্তর, বংশাবলি এবং পৃথিব্যাদি বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য কি।

গুঃ। পুরাণ শ্রবণ দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্তি অভিপ্রেত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত রাজাবলী বা ভুগোল খগোল সম্বন্ধীয় উপদেশ দেওনার্থে পুরাণনিকরের রচনা হয় নাই। ধর্ম্মাদিসম্বন্ধীয় উপদেশ স্পষ্ট ভাষায় প্রদান করিলে বিষয়াসক্ত চিত্তে মনোনীত হয় না এ নিমিত্ত ইতিহাসের ছলে রূপক বাক্যে অভিপ্রেত উপদেশ সকল প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ ইতিহাসরচনায় মনুষ্যের স্থূল দেহকে বন্ধাণ্ড কল্পনা করিয়া তাহার স্থানবিশেষকে পৃথিবী ও স্বর্গ, সুরলোক ও ব্রহ্মলোকাদি নানাখ্যা দিয়া এবং মনের নানা বৃত্তিকে প্রাণারোপ করিয়া তাহাদিগের নাম করণ করত রাজাবলির ও গুণবিশেষের প্রাদুর্ভাবানুসারে মন্বন্তরের সৃষ্টি করিয়াছেন। এ সকল কল্পনা কেবল সাধক লোকের হৃদয়ঙ্গম হইয়া তাহাদিগের চিত্তরঞ্জক হয়। অশ্রদ্ধাবান্ ও কুতার্কিক

জনগণে ঐ সকল বর্ণনা অসম্ভব ও যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া উপহাস করে।

উপরিউক্ত যুক্তির প্রমাণ এই যে, বিশ্বরচনায় মন এবং অহঙ্কার এই দুই পদার্থ দুই তত্ত্ব স্বরূপে উক্ত হইয়াছে, এবং ঐ দুই পদার্থ মানবশরীরেই সম্বন্ধ রাখে। পৃথিব্যাদি যে দৃশ্য বস্তু তাহাতে উক্ত পদার্থদ্বয়ের সত্ত্বা সম্ভবে না। অপর বৈষ্ণবের দ্বিতীয় খণ্ডের ৮ম অধ্যায়ের সূর্য্যরথের রূপকত্ব এই রূপে স্ফুটীকৃত হইয়াছে যে, ঐ রথের এক চক্র, তাহার নাভি তিনটী, চক্রদণ্ড পাঁচ ও বেড় ছয় তাহাতেই সংবৎসর পূর্ণ হয়, এবং ঐ সমস্ত একত্রে কালচক্র হয়, এবং তাহাতে অন্য এক অক্ষদণ্ড আছে, ও যোঁয়ালীর দুই অর্দ্ধাংশের মধ্যে ক্ষুদ্রটির সহিত ক্ষুদ্র অক্ষদণ্ড ধ্রুব নক্ষত্রের উপর আছে, এবং লম্বা অক্ষদণ্ডের শেষ ভাগে যাহাতে রথের চক্র সংলগ্ন আছে তাহা মানস পর্ব্বতের উপর চলে। সূর্য্যরথের যে সাত অশ্ব তাহা বেদের সাত ছন্দঃ; যথা গায়ত্রী, বৃহতী, অস্মী, জায়তী, ত্রিশতর্ব, অনুষ্কব, এবং পংক্তি। ডাক্তার উইলসন সাহেব উক্ত অধ্যায়ের অনুবাদ করত নানা পুরাণাখ্যান দৃষ্টে ২ অঙ্কিত টিপপনীতে লিখিয়াছেন যে, দিবসের যে তিন ভাগ অর্থাৎ প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল, এবং রাত্রি ইহাই এই চক্রের তিন নাভি, পাঁচ গস্তী বৎসর ঐ চক্রের পাঁচটী দণ্ড, ছয় ঋতু তাহার ছয় বেড়। ভাগবতের মতে চারি চারি মাসে ঐ চক্রের এক নাভি হয়, এবং বার মাস তাহার বারটী দণ্ড। বায়ু, মৎস্য এবং ভবিষ্য পুরাণ তদতিরিক্ত লেখেন যে, সংবৎসরই ঐ রথ, তাহার ঊর্দ্ধাধঃ যে দুই খণ্ড তাহা সূর্য্যের দুই ক্রান্তী, ধর্ম্ম ধ্বজা, অর্থ এবং কাম যোঁয়ালীর ও অক্ষদণ্ডের স্থাপন, রাত্রি তাহার নাভি, নিমেষ সকল তাহার

মেজে, মুহূর্ত্ত অক্ষদণ্ড, ক্ষণ কেন্দ্র, পলসকল তাহার পরিচারক, এবং ঘণ্টা সকল কবচ।*

পুনরায় একাদশাধ্যায়ে ঐ সূর্য্যকে রূপক প্রকাশ করত তাহার ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন যে, বিষ্ণুর অখণ্ড এবং প্রবল পরাক্রম যাহা ঋক্ যজু এবং সাম নামে বেদত্রয়াখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাই সূর্য্যরূপে সংসার উজ্জ্বল এবং তদীয় পাপ নষ্ট করিতেছে। ঋগ্বেদের ঋচা সকল প্রাতে দীপ্তি প্রদান করে, যজুর্বেদের স্তব সকল মধ্যাহ্নে এবং সামবেদের বৃহদ্রথন্তরাদি অপরাহ্নে কিরণ দেয়। তদনন্তর ঐ তিন বেদই ব্রাহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র নাম প্রাপ্ত হইয়াছে এমত উক্ত হইয়াছে।

১১। কল্কিপুরাণে (৪) ব্রহ্মার পৃষ্ঠদেশ হইতে, অধর্ম্ম নামে খ্যাত পাপের সৃষ্টি হওয়ার প্রসঙ্গ হইয়া, তদ্বংশাবলি এই রূপে লিখিত হইয়াছে “ যে অধর্ম্মের পত্নীর নাম মিথ্যা, সে অতি তেজস্বী দম্ভ নামক পুত্র ও মায়া নাম্নী কন্যা প্রসব করে। ঐ দম্ভ হইতে নিজ ভগিনী মায়াতে লোভ নামক তনয় ও নিকৃতি নাম্নী দুহিতা উৎপন্না হয়, লোভও স্বভগিনী নিকৃতিতে সঙ্গত হইলে তাহার ক্রোধ নামক পুত্র ও হিংসা নাম্নী কন্যা জন্মে, তাহাদের পরস্পর সংসর্গে কলির জন্ম হয়। সে অতি জুগুপ্সিত, তাহার শরীর কৃষ্ণবর্ণ, তৈলাভ্যক্ত কাক তুল্য উদর, বিকট বদন, লোল জিহ্বা, এবং সর্ব্বাঙ্গে পূতি গন্ধ, দ্যূতক্রীড়া, মদ্য, এবং স্ত্রী সুবর্ণ এই সকল তাহার নিয়ত আশ্রয়।

১২। ব্রহ্মাণ্ডের যে চতুর্ব্বিধ প্রলয় বর্ণনা পুরাণে (৫)

(৪) ১ অঃ। সঃ পুঃ ১৩ পৃষ্ঠা।
(৫) বিঃ ৭ অঃ। ভাঃ ১২ স্কঃ ৪ অঃ।

আছে, তাহা এই যে জগতের প্রভু ব্রহ্মা যখন শয়ন করেন, তাঁহার নিদ্রা নিমিত্ত যে প্রলয়, তাহাকে নৈমিত্তিক প্রলয় বলে। আর ঐ ব্রহ্মাণ্ড যখন প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়, তখন জগতের প্রাকৃতিক প্রলয় হয়, এবং যোগীদিগের জ্ঞান-প্রভাবে পরমাত্মাতে যে লীন হওয়া, তাহার নাম আত্যন্তিক প্রলয়, আর সর্ব্বদা উৎপন্ন প্রাণীদিগের দিবা রাত্রি যে নাশ হইতেছে, তাহাকে নিত্য প্রলয় বলে।

ঐ লিখনের এতদ্ভাব গ্রহণ করিতে হইবে, যে প্রাণী-দিগের স্থূল দেহই ব্রহ্মাণ্ড, এবং তাহার প্রভু যে ব্রহ্মা তিনি জীব, ঐ জীবের নিদ্রাবস্থাই নৈমিত্তিক প্রলয়, তাহার আয়ুর শেষ হইলে যে পঞ্চত্ব প্রাপ্তি তাহার নাম প্রাকৃতিক লয়, তন্মধ্যে জ্ঞানোদয়ান্তে যে যোগীর মৃত্যু হয়, তাহার পুনরাবৃত্তি সম্ভবে না, এজন্য তাহার মৃত্যুকে আত্যন্তিক প্রলয়, এবং অপরাপর প্রাণীর মরণকে নিত্য প্রলয় বলা হইয়াছে (৬)।

১৩। মহাভারতের, যে কৃষ্ণার্জুন, তাঁহারা পরমাত্মা ও জীবাত্মা ব্যতীত অন্য নহেন, তাহার ভূরি প্রমাণ ভগবদ্গীতায় আছে; যথা ১৩ অধ্যায়ের "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি" ইত্যাদি ২ শ্লোক এবং ৫ অধ্যায়ের ২ শ্লোকের টীকায় পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী লেখেন "দেহাত্মাভিমানিনং ত্বাং"।

শিঃ। নিত্য নৈমিত্তিক আদি কর্ম্ম কাহাকে বলা যায়? মনের মলা কি? এবং কর্ম্মই বা কি রূপে চিত্তশুদ্ধিকর

গুঃ। কাম্য, নিষিদ্ধ, নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রায়শ্চিত্ত,

বৈষ্ণবের ৬ কাণ্ডের ৩। ৪। ৫। অধ্যায় এবং ভাঃ ৩ স্কঃ অ ১৩ শ্লোকও মদভিপ্রায়ের পোষকতা করে।

উপাসনা, এই ষট্ কর্ম্মের মধ্যে, আদ্যোক্ত দুইটি মুমুক্ষু জনের সম্বন্ধে অবশ্যই পরিত্যজ্য, যেহেতু কাম্য কর্ম্ম বন্ধের হেতু হয়, (৭), এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মে পাপ জন্মায়, এজন্য তাহা করণে সকলেরই ক্ষান্ত থাকা উচিত হয়, আর উপাসনা কর্ম্মের বিষয় পূর্ব্বেই কহিয়াছি (৮), অতএব অবশিষ্ট তিন কর্ম্মের কথামাত্র বলি। সন্ধ্যাবন্দনাদি, স্নান, তর্পণ, প্রাত্যাহিক ইষ্টপূজা, স্মৃত্যুক্ত একাদশী, জন্মাষ্টমী, শিবরাত্র্যাদি ব্রত, পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধ, ইত্যাদি কর্ম্ম যাহার অকরণে প্রত্যবায় হয়, তাহার নাম নিত্য কর্ম্ম।

পুত্র জন্মাদি নিমিত্তক জাতেষ্টি প্রভৃতি, মৃত পিতৃ-মাত্রাদি বন্ধুজনের আদ্য শ্রাদ্ধ, তড়াগাদি খনন ও উৎসর্গ, এবং সেতুবন্ধনাদি, তান্ত্রিক বার্ষিক পূজা, ইত্যাদি কর্ম্মের নাম নৈমিত্তিক।

প্রায়শ্চিত্ত কর্ম্ম তাহাকে বলা যায়, যাহা পাপ ক্ষয়ার্থে কৃত হয়, যথা চান্দ্রায়ণাদি ব্রত (৯)।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, যাহারা ঐহিক, ও পারত্রিক, এবং শারীরিক হানিকর প্রযুক্ত ষড়্রিপু সংজ্ঞায় গণ্য হয়, তাহারা এবং ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শোক, অহঙ্কার, মমকার, নিন্দা, দ্বেষ, হিংসা, ঈর্ষ্যা, জিঘাংসা, প্রতিহিংসা, কপটতা, সংশয়, অভাবনা, বিপরীত ভাবনা, ইত্যাদি

(৭) কাম্য কর্ম্ম ত্যজ্য হইলেও নিতান্ত মূঢ় জনের তাহা অকর্ত্তব্য বলা যাইতে পারে না, যেহেতু ফলাভিসন্ধান সংযুক্ত কর্ম্ম করিতে করিতে ক্রমেক্রমে বহুজন্মান্তে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইতে পারে, এতাবতা তাহা বহুদূর সম্বন্ধে মুক্তির হেতু স্বরূপে গণ্য করা যাইতে পারে।

(৮) ২৪ পৃষ্ঠা দৃষ্টি কর।

(৯) দ্বিতীয় বার মুদ্রিত বেদান্তসারের ৪ পৃষ্ঠা দৃষ্টি কর।

যে সকল মনোবৃত্তি নীতিশাস্ত্রেও দূষ্য রূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহারাই মনের মলা জানিবে।

ঐ সকল অসদ্বৃত্তি যে পাপজ, তাহা বলিবার অপেক্ষা নাই, সুতরাং প্রায়শ্চিত্ত কর্ম্মে যাহার মধ্যে তপস্যাও গণ্য হইতে পারে, তাহাতে ঐ পাপ ক্ষয় হইয়া মনোমালিন্যের মূলোৎপাটন হইবার সন্দেহ কি আছে? অপর নিত্যনৈমিত্তিক এবং উপাসনা কর্ম্ম, ঈশ্বরোদ্দেশে অর্থাৎ শুদ্ধ তাঁহারই প্রীত্যর্থে করিলে, তিনি সন্তুষ্ট হয়েন। যেহেতু তিনি অন্তঃকরণের অধিষ্ঠাতা প্রযুক্ত অন্তরের ভাবমাত্র গ্রহণ করেন, এবং তাঁহার সন্তোষের পরিমাণে সুতরাং মনের প্রসন্নতা হওয়া সম্ভব, যেহেতু তিনিই মনের নিয়ন্তা, অতএব ঐ প্রসন্নতার ফলে ঈশ্বরে যে ভক্তির বৃদ্ধি হইবে, তাহার সংশয় নাই, কেননা যে কর্ম্মে সুফল প্রাপ্তি হয়, তাহাতেই লোকের শ্রদ্ধা জন্মে, ইহা সর্ব্বলোকে প্রসিদ্ধ আছে, অপর ঈশ্বরে প্রগাঢ় ভক্তি হইলে অসৎ বৃত্তিরা কোথায় উদয়ের স্থান প্রাপ্ত হইবেক? বিশেষতঃ মনের কুপ্রবৃত্তি সকল রজঃ এবং তমোগুণ জনিত, ঈশ্বরের নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয় হইলে, ঐ রজঃ এবং তমোগুণের হ্রাস হইয়া সত্ত্বের প্রভাব হয়, তাহাতেও অসদ্বৃত্তি উদয়ের অসম্ভাবনা।

শিঃ। যজ্ঞ সকল ইন্দ্রাদি নানা দেবতোদ্দেশে হইয়া থাকে, এ স্থলে তাহাতে পরমেশ্বরের তুষ্টি হইবার সম্ভাবনা কি?

গুঃ। তাহা হওয়ার প্রতি দুই কারণ আছে। প্রথম এই যে রাজার তুষ্টির জন্য তাঁহার পারিষদের উপাসনা করিলে, যদি অন্যের মনোবৃত্তি জানিবার ক্ষমতা ঐ রাজার থাকে, তবে তাঁহার পরিতোষ হওয়া ব্যতীত আর কিছু সম্ভবে

না। এ স্থলে পরমেশ্বরের প্রীত্যর্থে ইন্দ্রাদি দেবতার পূজা করিলে, তিনি সর্ব্বজ্ঞতা দ্বারা তাহা জানিয়া, পূজকের প্রতি অবশ্যই তুষ্ট হইতে পারেন, দ্বিতীয়তঃ পরমেশ্বর সর্ব্ব ভূতে অন্তর্যামিরূপে স্থিতি করিতেছেন, এবিধায় ইন্দ্রাদি দেবতা তাঁহারই অংশ, সুতরাং ঐ সকল দেবতার পূজা করিলে জগদীশ্বরের অর্চ্চনা হয় (১০)।

শিঃ। সাধনার অর্থ কি ?

গুঃ। দশ ইন্দ্রিয় এবং মনকে বশীভূত করার নাম সাধনা। তাহা চারিপ্রকার; যথা নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক (১), ইহা-মুত্র ফলভোগ বিরাগ (২), শম দমাদি সাধন সম্পত্তি (৩), এবং মুমুক্ষুত্ব (৪), জ্ঞানশাস্ত্রে এই চারিটি সাধনচতুষ্টয় নামে খ্যাত আছে, কিন্তু শমদমাদির অন্তর্গত আর চারিটি সাধন আছে, তাহা এই যে উপরতি (৫), তিতিক্ষা (৬), সমাধান (৭), এবং শ্রদ্ধা (৮)।

---

(১০) ভগঃ গীঃ ৯ অঃ ২৩ শ্লোক।

(১১) ব্রহ্মই নিত্য বস্তু তদ্ভিন্ন সকল বস্তু অনিত্য এইপ্রকার বিবেচনা।

(২) যেমন কর্ম্মজন্য প্রযুক্ত ঐহিক মাল্য চন্দনাদি বিষয় ভোগ-সকল অনিত্য, তদ্রূপ পারত্রিক স্বর্গাদি বিষয় ভোগ সকলও কর্ম্ম-জন্য হেতু অচির স্থায়ী, অতএব তাহা হইতে স্মুতরাং নিবৃত্তি।

(২) শম=ঈশ্বরবিষয়ক শ্রবণ, মনন, এবং নিদিধ্যাসন ব্যতি-রিক্ত বিষয় হইতে অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ। এবং দম—শ্রবণাদি ব্যতিরিক্ত বিষয় হইতে বাহেন্দ্রিয়ের নিবৃত্তি।

(৪) মোক্ষেচ্ছা।

(৫) বিধিপূর্ব্বক বিহিত কর্ম্মের পরিত্যাগ অর্থাৎ অননুষ্ঠান।

(৬) শীতোষ্ণাদি সহন।

(৭) ঈশ্বরবিষয়ক শ্রবণাদিতে বা তৎসদৃশ কোন বিষয়েতে নিগৃহীত মনের একাগ্রতা।

(৮) গুরুবাক্যে ও বেদান্তবচনে বিশ্বাস।—

(দ্বিতীয় বার মুদ্রিতবেদান্তসারের ৫। ৭ পৃষ্ঠা দৃষ্টি কর)।

এতদ্ভিন্ন অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাসকেও একপ্রকার সাধনা (৯) বলা যাইতে পারে। ঐ সকল অঙ্গের নাম যম, (১০), নিয়ম (১), আসন (২), প্রাণায়াম (৩), প্রত্যাহার (৪), ধারণা (৫), ধ্যান (৬), এবং সমাধি (৭)।

শিঃ। সাধন চতুষ্টয় সম্পন্নতার লক্ষণ কি?

গুঃ। সর্ব্ব অনর্থের মূল যে ইন্দ্রিয় সকল, তাহারা বশীভূত হয়, অর্থাৎ সৌন্দর্য্য দর্শনে, সুশ্রাব্য শ্রবণে, সুঘ্রাণ আঘ্রাণে, সুরস আস্বাদনে, স্নিগ্ধ দ্রব্য স্পর্শনে সুখবোধ ও তদ্বিপরীত ঘটনায় দুঃখ জ্ঞান থাকে না, মন ভয় ও ক্ষোভশূন্য হয়, এবং কোন বস্তুতে স্পৃহা বা আশা থাকে না, ও যথালাভে তুষ্ট হয়, এবং অলাভেও রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হয় না, যখন যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাতেই অন্তঃকরণে সন্তোষ থাকে, কাহারও স্তুতিতে হর্ষ, অথবা নিন্দাতে কি কটুভাষায় বিমর্ষ হয় না, কেহ প্রহার করিলেও প্রতিফল দিবার ইচ্ছা

(৯) ঐ সাধনার উত্তমোপদেশ কাশীখণ্ডের ৪১ অধ্যায়।
(১০) অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য, ও অপরিগ্রহ।
(১) শুচি, সন্তোষ, তপস্যা, অধ্যয়ন, এবং ঈশ্বরেতে প্রণিধান।
(২) হস্ত পদাদির সংস্থান বিশেষ পদ্মাসন প্রভৃতি।
(৩) রেচক, পূরক, কুম্ভক রূপ প্রাণ দমন করিবার উপায়।
(৪) শব্দাদি বিষয় হইতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণের নিবারণ করা।
(৫) অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে অন্তঃকরণের অভিনিবেশ।
(৬) অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে অন্তঃকরণের বৃত্তিপ্রবাহ।
(৭) ঐ সমাধি দুইপ্রকার সবিকল্পক ও নির্ব্বিকল্পক। জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়, এই বিকল্পত্রয়ের জ্ঞান সত্বেও অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে অখণ্ডাকারাকারিত চিত্তবৃত্তির অবস্থানকে সবিকল্পক সমাধি, এবং জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়, এই বিকল্পত্রয়জ্ঞানের অভাবে অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে একীভূত হইয়া অখণ্ডাকারাকারিত চিত্তবৃত্তির অবস্থানকে নির্ব্বিকল্পক সমাধি বলা যায়। (দ্বিতীয় বার মুদ্রিত বেদান্তসারের ৭২। ৭৩। ৭৫। ৭৬। পৃষ্ঠা দৃষ্টি কর)।

জন্মে না, কাহাকেও শত্রুজ্ঞান হয় না, শীত গ্রীষ্মাদিতে দুঃখ বোধ থাকে না, স্বজন ও পরজন রূপ ভেদ জ্ঞানের অভাব হইয়া সর্ব্ব জীবের প্রতি সম দৃষ্টি, অর্থাৎ সকলেই আত্ম-তুল্য বোধ হয়, এবং ঐহিক ও পারত্রিক উভয় সুখের অনি-ত্যতা দৃষ্টে তাহাতে শ্রদ্ধাভাব হইয়া, কেবল মুক্তি ইচ্ছা করে।

শিঃ। কাম ক্রোধাদি বৃত্তি মনের স্বভাবসিদ্ধ মলা, এস্থলে তাহার নাশ কি রূপে সম্ভবে?

গুঃ। তাহার নাশ হওয়ার কথা আমি কহি নাই, ঐ সকল বৃত্তি স্বভাবতঃ মনে লীন অর্থাৎ অব্যক্তই থাকে, কেবল কারণ বশতঃ কখন কাহারও উদয় হয়, অতএব সাধনা দ্বারা তাহাদের উদ্দীপনের নিবারণ হইবার অসম্ভাবনা কি আছে? বিশেষতঃ অসৎ বৃত্তিচয়কে বশীভুত করিতে পারিলে যদিও প্রারব্ধের বেগ বশতঃ কখন কাহারও উদয় হয়, তথাপি বিষ-দন্তহীন সর্পের ন্যায় তাহা অনিষ্টকর হয় না।

শিঃ। কিছু কিছু কাম ক্রোধাদি, এবং বিষয়াসক্তি ব্যতীত, সংসার নির্ব্বাহ হওয়া দুষ্কর, অতএব আপনার উপদেশে এই উপলব্ধি করিতে হইবে, যে চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক বনবাস অপেক্ষা করে।

গুঃ। না, আমার কথার তাৎপর্য্য এমত নহে, [illegible], বরং চিত্তশুদ্ধি গৃহে ব্যতীত, অরণ্যে পরিপক্ক রূপে হওয়ার সম্ভা-বনা নাই(৮), যেহেতু তথায় চিত্ত বিক্ষেপের বিষয় না থাকায়,

(৮) চতুরাশ্রমের কর্ত্তব্যতা বিষয়ক যে বর্ণনা ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের দ্বাদশাধ্যায়ে আছে, তাহাতে এই বিধান দৃষ্টি হয় যে প্রথমত গুরুকুলে অর্থাৎ আচার্য্যগৃহে বাস করত, বেদাধ্যয়ন, এবং সাধনা সম্পন্ন করিয়া তদুত্তর যাহার গৃহস্থ হইবার বাসনা হয়,

তৎ পরিষ্কার কারণাভাব (৯), এবং বিষয়াসক্ত জনের বনের নির্জ্জনে থাকার প্রবৃত্তি হইবারও বিষয় কি? গৃহস্থাশ্রমে সংসার সমুদ্রে বিষয়তরঙ্গে মননৌকা নিরন্তর দোলায়মান থাকে, তাহাকে বৈরাগ্যাদি সাধন রূপ কর্ণ অর্থাৎ হালি দ্বারা সুস্থির করত, সেই সকল তরঙ্গোত্তীর্ণ করিতে পারিলেই, তদীয় নিরাপদত্ব অবধারিত হইতে পারে।

ফলতঃ তুমি যে সাংসারিক লোকের কাম ক্রোধাদির প্রয়োজন থাকা বিবেচনা করিয়াছ, ইহা তোমার নিতান্ত ভ্রান্তি, কেননা যদি আপন অধীন ব্যক্তি কোন অপরাধ

সে দার পরিগ্রহ, এবং যাহার ভক্তিচ্ছা না হয়, সে বনে গমন করিবেক; এবং একাদশ স্কন্ধের সপ্তদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে আশ্রমধর্ম্ম বর্ণন করিয়া গৃহস্থের পক্ষে পঞ্চ যজ্ঞ, নিজ পোষ্যগণের ভরণ পোষণ, ন্যায়োপার্জ্জিত ধনে যাগাদি, কুটুম্বের আসক্তি ত্যাগ, অযাচিত বৃত্তি, অথবা সুবৃত্তি দ্বারা লব্ধ ধনে ব্যয় নির্ব্বাহ, সংসারের অনিত্যতা বিচার, রিপুত্রের সহিত পথিকের মিলন, শরীরের সহিত কুটুম্বের নাশ বিবেচনা, গৃহকর্ম্মকরণানন্তর ভক্তিপূর্ব্বক ঈশ্বরপূজা, অহং মমতা ভাব পরিত্যাগ করণের, এবং ঈশ্বরনিষ্ঠায় সমাহিত হওনের ও অতিথির ন্যায় গৃহে বাস করণের বিধান দিয়াছেন; এবং বাণপ্রস্থের নিয়ম এই উক্ত করিয়াছেন যে, অরণ্য বাস ও মৃত্তিকায় শয়ন, ফল মূলাদি আহার, বল্কল বা অজিন পরিধান, বস্ত্র অলঙ্কার আদি পরিত্যাগ, কেশ, রোম, নখ শ্মশ্রু আদি ধারণ, শরীরের মলা অমার্জ্জন, দণ্ড ধারণ না করণ, ত্রিকালীন স্নান করণ, গ্রীষ্মে পঞ্চতপা, বর্ষায় জলধারা সহন, শিশিরে জল মগ্ন, ইত্যাদি কার্য্য দ্বারা, তপস্যা করিবেক, অতএব স্পষ্ট জানা যায় যে, গৃহে মনের সাধন ও বনে শরীরের সাধন হয়, এবং সন্ন্যাস ধর্ম্মে কেবল জ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মানন্দ আস্বাদন করিয়া সুখে বিচরণ করে।

(৯) ব্রহ্মাও প্রিয়ব্রত রাজাকে এতৎ পরামর্শ দিয়া সংসারী করিয়াছিলেন যে ষড়্রিপু লইয়া বনে যাওয়ার ফল কি? বরং সংসারে থাকিয়া উক্ত রিপুগণকে পরাজয় করত নিরভিমানে রাজ্য করা শ্রেয়স্কর। ভাঃ ৫ স্কঃ ১ অঃ ১৭। ১৮।১৯ শ্লোক।

করে, তবে তাহাকে মিষ্ট ভাষায় শাসন করিলে, সে কি শাসিত হয় না? বরঞ্চ সর্ব্বলোকে ইহা প্রসিদ্ধ আছে, যে ক্রোধোদয়ে রক্তের উষ্ণতা জন্মে, তাহাতে ক্রোধবিশিষ্ট শাসনকারীর শারীরিক অনিষ্ট সম্ভবে, অসভ্যতা প্রকট হয়, এবং মনের শান্ত ভাবের অভাব জন্য ক্লেশ জন্মে, এতদ্ভিন্ন শাসিত ব্যক্তির অন্তঃকরণে অধিক দুঃখ হইয়া স্নেহের খর্ব্বতা হইবার সম্ভাবনা, অতএব জ্ঞানশাস্ত্রে এতৎ উপদেশ আছে, যে যদি কোন সময়ে অবস্থা বিশেষে রাগদ্বেষাদি প্রকাশের নিতান্ত প্রয়োজন হয়, তবে অন্তরে রাগাদি উদ্দীপন নিবারণপূর্ব্বক ক্রোধাসক্ততার চিহ্ন মাত্র দর্শন করাইবেক। অপরঞ্চ ইহা সত্য বটে, যে কোন বিষয়ের বাসনা মনে না হইলে, তাহাতে প্রবৃত্তি জন্মে না এবং বিনা উদ্যোগে সাংসারিক কোন কর্ম্ম নির্ব্বাহ হয় না, কিন্তু মনে বিকার শূন্য (১০) হইয়া শান্ত ভাবে সাংসারিক তাবৎ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিলে, লোকযাত্রা নির্ব্বাহের কোন ব্যাঘাত নাই, এস্থলে বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংসার করার অর্থাৎ কর্দ্দমস্থ বানি মৎস্যের (১) ন্যায় নির্লিপ্ত থাকার অসম্ভব কি আছে (২)? তোমার অবিদিত নাই যে দিবা রাত্রির ন্যায় সুখ দুঃখের

অপর মহাদেব আপন জিতেন্দ্রিয়তার পরীক্ষা জন্য হিমালয়ের প্রার্থনানুসারে পার্ব্বতীর সেবা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইতি কুমারসম্ভব। প্রথমসর্গঃ।

(১০) ভগঃ গীঃ ১৮ অঃ ২৩ শ্লোক।

(১) বানিমৎস্য কাদায় থাকে, কিন্তু তাহাকে তাহা হইতে উঠাইলে অতি পরিষ্কার দৃষ্ট হয়, কোন অঙ্গে কর্দ্দম লগ্ন থাকে না।

(২) ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে ১৪। ১৫ অধ্যায়ে গৃহস্থের ধর্ম্ম সাধনের বিস্তারিত উপদেশ আছে।

প্রবাহ ক্রমশঃ চলিতেছে, অতএব যেমন বিনা যত্নে দুঃখ উপস্থিত হয়, সেইরূপ সময়ানুসারে সুখের উদয় অবশ্যই হওয়া সম্ভবে (৩), এস্থলে তদাশা করিয়া মনের চাঞ্চল্য জন্মান পণ্ডিতের অকর্ত্তব্য, বরং আসক্তিহীন হইয়া যথাকালে যাহা করিবার প্রয়োজন, তাহা করিলেই লৌকিক ধর্ম্ম রক্ষা পায়, ফলতঃ সাংসারিক অনিত্য সুখকে পণ্ডিতবর্গ সুখ স্বরূপে গণ্য না করিয়া, তাহাকে দুঃখের কারণ বলেন, যেহেতু নিরন্তরাগত দুঃখে যাদৃশ সহিষ্ণুতা হয়, সুখোদয়ে তদ্বিচ্ছেদোত্তর তাহার পুনরাগমনে তাদৃশ হয় না, বরং অধিক ক্লেশদায়ক বোধ হয়, অতএব সুখের যত্নই অনুচিত।

শিঃ। মনের যেপ্রকার গুরুতর সাধনাকে শাস্ত্রে চিত্তশুদ্ধি আখ্যা দিয়াছেন, ইহা মনুষ্যের দুঃসাধ্য বোধ হইতেছে।

গুঃ। দুষ্প্রাপ্য বস্তু লাভের প্রত্যাশা করিলেই অসাধ্য সাধন করিতে হয়। যদি চিত্তশুদ্ধি করা সহজ কর্ম্ম হইত, তবে প্রতি সংবৎসর অসংখ্য লোক মুক্ত হইয়া বহুকাল পূর্ব্বেই এই জগৎ প্রাণিশূন্য হইত।

শিঃ। তবে এরূপ দুঃসাধ্য সাধনার উপদেশার্থে শাস্ত্রকারদিগের অনর্থক পরিশ্রম করার হেতু কি?

গুঃ। তাঁহারা অত্যন্ত দয়াবান্, এ প্রযুক্ত জীবের অপার দুঃখ সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া, দুষ্কর সাধনারও প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। তাহার তাৎপর্য্য এই যে যদি কোটি ব্যক্তির মধ্যে এক জনেরও মুক্তীচ্ছা হইয়া তৎসাধনায় প্রবৃত্তি হয়, তবে বহুজন্মান্তে তাহার অভিলাষ সিদ্ধ হইতে পারে (৪) এতদ্ভিন্ন মুক্তি সাধনের অনুষ্ঠানমাত্রই শুভকর,

(৩) ভাঃ ৭ স্কঃ ৬ অঃ ২শ্লোক।
(৪) ভগঃ গীঃ ৬ অঃ ৪৫ শ্লোক।

কেননা ইন্দ্রিয়ের দমন যত করিতে পার, ততই সুখানুভব করিবে, অতএব যদিও সাধন সম্পন্ন না হওয়া হেতু জ্ঞানাধিকারী হইতে না পার, তথাপি ক্রমে ক্রমে দুঃখের নিবৃত্তি ও সুখের বৃদ্ধি সম্ভবে।

শিঃ। ইন্দ্রিয় দমনে মনের কি কর্ত্তৃত্ব আছে।

গুঃ। মনের ইচ্ছা ব্যতীত কোন ইন্দ্রিয়ের কার্য্য হয় না। এ বিধায় বাহ্যেন্দ্রিয় দমনের কর্ত্তাও মন, কেবল ত্বগিন্দ্রিয়ের পক্ষে মানসিক সাধনার সহিত কিঞ্চিৎ অভ্যাস যোগ অপেক্ষা করে, যেহেতু অভ্যাসেই তাহার বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার প্রমাণ এই যে দুঃখিলোকে শৈশবাবস্থা হইতে প্রায় মৃত্তিকায় শয়ন ও শীতকালে অত্যল্প বসন পরিধান, ও গ্রীষ্মের উত্তাপ সহিষ্ণুতা করে, এহেতু তাহারা অনায়াসে তাহা সহ্য করিয়া থাকে, ধনাঢ্য লোকে তদ্বিপরীত অভ্যাস জন্য ক্লেশ পায়, এবং শিশুদিগের শীত উষ্ণতা যাদৃশ সহ্য হয়, অধিকবয়স্ক লোকদিগের তাদৃশ হয় না, যেহেতু পিতা মাতার পালন-ঘটিত অভ্যাসে ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের ঐ অসহ্যতা হইয়া উঠে, অতএব ত্বগিন্দ্রিয়ের প্রাবল্য অভ্যাসেই অধিক হয়, সুতরাং তাহার দমনে অভ্যাসাবলম্বন করার প্রয়োজন আছে কিন্তু উভয় অভ্যাসের প্রবর্ত্তক অথচ সুখ দুঃখের অনুবোধক মন।

শিঃ। সর্ব্ব শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, যে বারাণসী পুরী

(৫) ঐ ষষ্ঠ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে "আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার শত্রু হয়েন" এমত উক্তি করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পর শ্লোকে তাহা এইরূপ স্ফুট করিয়াছেন যে "যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা আপনার বা অন্যের অনিষ্ট না করেন, তিনিই আপনি আপনার মিত্র হয়েন, আর যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়শাসনে অসমর্থ সে আপনি আপনার শত্রু হইয়া অনিষ্ট করে।

পৃথিবীর অংশ নহে, তাহা শিবের ত্রিশূলোপরি স্থিত, তৎ স্পর্শমাত্রেই জীব জন্মজন্মান্তরীয় পাপ হইতে মুক্ত হয়, এবং ঐ স্থানে দেহ পতন হইলে তথায় বাসকালীন কৃত পাপের দণ্ড করিয়া, মহাদেব তারক মন্ত্র, অর্থাৎ তত্ত্বমসি মহাবাক্য, প্রদান করণ পূর্ব্বক নির্ব্বাণ মুক্তি দেন। এ জন্য দিগ্দিগন্তরের মহাপাপিগণ স্ব স্ব পাপের দণ্ড এড়াইবার মানসে তথায় মরণাশয়ে গিয়া বসতি করিয়া থাকে, কিন্তু আপনি কহিয়াছেন যে তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত মুক্তির উপায় নাই, এস্থলে বারাণসীর এমত কি বিশেষ ক্ষমতা থাকা সম্ভবে, যে তথায় মরণ মাত্রই পুনরাবৃত্তির নিবারণ হইতে পারে? বিশেষতঃ ইহারও অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে শিব নামে দিব্যদেহধারী কোন দেবতা নাই, জীবন্মুক্ত পুরুষই শিবাখ্যা প্রাপ্ত হয়েন। এমত অবস্থায় মৃত্যুর পরে শিব যে মহামন্ত্র প্রদান পূর্ব্বক জীবকে মুক্ত করেন, এতৎ উক্তি একপ্রকার প্রলাপ বাক্য বলা যাইতে পারে।

গুঃ। শাস্ত্রে অমূলক কোন কথা নাই, কেবল প্রবৃত্তির নিমিত্ত কোন কোন স্থলে অর্থবাদ, এবং কোন কোন স্থলে ব্যবহিত হেতুকে অব্যবহিত কারণ বলিয়া লিখিত হইয়াছে, অতএব উপরি উক্ত বিধির মূলাভিপ্রায় কহিতেছি অবধান কর।

অতি প্রাচীন কালে বারাণসী ক্ষেত্র মহর্ষি নিকরের তপোবন ছিল, অর্থাৎ বহু মুনি তথায় স্ব স্ব আশ্রম করিয়া যোগাভ্যাস, তপস্যা, এবং জ্ঞানালোচনা করিতেন (৬)।

---

(৬) কাশী যে সাধক নিকরের তপোবন ছিল তাহার বিবরণ কাশীখণ্ডে বিস্তারিত রূপে লিখিত আছে। এবং ৩৯ অধ্যায়ে এমত উক্তি আছে যে, যে ব্যক্তি নির্ব্বাণ প্রাপ্তণাকাঙ্ক্ষায় ইন্দ্রিয়-

ইহাতে তাহা সিদ্ধপীঠ হইয়াছে অর্থাৎ ঐ স্থানের এমত বিশেষ গুণ হইয়া উঠিয়াছে যে, তথায় তপস্যা ও সাধনাদি করিলে ত্বরায় সিদ্ধ হয় (৭)। তাহার প্রমাণ অদ্য পর্য্যন্ত দেদীপ্যমান আছে, যেহেতু এক্ষণেও তথায় বেদান্তের বিলক্ষণ অনুশীলন দৃষ্ট হইতেছে। বহুতর ভণ্ড তপস্বীর মধ্যে অনেক যথার্থ সাধুলোকও বসতি করিতেছেন, এবং কর্দ্দমাদি ঋষিগণের আশ্রমের চিহ্নও প্রত্যক্ষ হয়, অতএব বারাণসী শিবের কাশী বলিয়া খ্যাত হইয়াছে (৮), সুতরাং তথায় গমন করিলে সৎসঙ্গ, এবং সদ্গুরু লাভ হইয়া তাহার ফল যে পাপক্ষয়, চিত্তশুদ্ধি, এবং তত্ত্বজ্ঞান, তাহা লব্ধ হইবার সম্ভাবনা।

তত্ত্বজ্ঞানোদয় হওয়ার পরেও অসৎসঙ্গদোষে চিত্তের পুন মালিন্য সম্ভবে, এ প্রযুক্ত তথায় ক্ষেত্র সংন্যাস গ্রহণ-পূর্ব্বক, দেহ ত্যাগের নিতান্ত প্রয়োজন, এতদ্ভিন্ন কাশীতে মৃত্যু হইলে মুক্তি পাইব, এই বিশ্বাসে, সংসার পরিত্যাগে তথায় বসতি করিয়া যে সকল লোক চিত্তশুদ্ধির ও জ্ঞান-প্রাপ্তির উপায়াবলম্বন না করিয়া অজ্ঞানাবস্থায় কাল-কবল-গ্রস্ত হয়, তাহাদিগেরও জন্ম জন্মান্তরে জ্ঞানোদয়ে মুক্তি

গণকে দমন করণ পূর্ব্বক অবিমুক্তে বাস করে তাহার মহা উপযোগ করা সিদ্ধ হয়; অতএব স্বীকার করিতে হইবেক, যে মুমুক্ষু জন সম্বন্ধে কাশীধামেও ইন্দ্রিয় দমনের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

(৭) বিশেষ কারণ বশতঃ স্থান বিশেষের বিশেষ গুণোৎপত্তি অসম্ভব নহে; কেন না, তাতে দ্রব্যেই দ্রব্যান্তরযোগে গুণান্তর হয় এমত প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, এবং বৃক্ষ সকল বাস্তবিক এক পদার্থ, কিন্তু কোন বৃক্ষের পত্র মূল জড় খাইলে মৃত্যু এবং কাহার পত্রাদি সেবনে ঐ মৃত্যুর নিবারণ হয়।

(৮) পূর্ব্বেতেই বলা হইয়াছে যে সিদ্ধ পুরুষই শিব। ১২। ১৩। ২৯ পৃষ্ঠা দৃষ্টি কর।

লাভের সম্ভাবনা আছে, কেননা মুক্তির প্রতি প্রযত্ন হইলেই, ক্রমে ক্রমে তাহার উপযোগিতা হইয়া থাকে (৯)।

এতাবতা কাশী বাস পাপক্ষয়ের এবং তথায় মৃত্যু মুক্তির পরম্পরা কারণ (১০) বটে, সুতরাং শাস্ত্রের কৌশল প্রসংশনীয় ব্যতীত নিন্দার্হ নহে।

অন্যান্য তীর্থ মাহাত্ম্য সম্বন্ধে, যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাও উক্তপ্রকার স্তুতিবাদ জানিবে, অর্থাৎ তীর্থ গমনে, এবং তথায় স্নানাদিতে, কেবল পাপক্ষয় (১) রূপ চিত্তশুদ্ধির উপযোগিতা হয় মাত্র, ইহা তীর্থ-যাত্রা-বিধায়ক মহর্ষি বেদ-ব্যাসও ভাগবতে (২) স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন।

শিঃ। কাশ্যাদিতে সাধুবর্গ আশ্রম করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন এবং তত্তৎ স্থানে সতত ভক্তদিগের সমাগম হয়, ইহাতেই ঐ সকল স্থল পুণ্য তীর্থ স্বরূপে গণ্য হইয়াছে, তাহা অন্যায় নহে, কিন্তু কতিপয় নদ নদীকে তদ্রূপ ব্যখ্যা করার কারণ কি?

গুঃ। ক্ষিত্যাদি তাবৎ ভূতই বাস্তবিক ব্রহ্ম (৩), কেবল

(৯) ভগঃ গীঃ ৬ অঃ ৪০। ৪১। ৪২ শ্লোক।

(১০) শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রও প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে এতদ্রূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। ২ অঙ্কের ৪১ এবং ৬ অঙ্কের ১৭ শ্লোকানুগত গদ্য দৃষ্টি কর।

(১) পাপের নাশ যে ভোগে হয়, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। তীর্থযাত্রা করিলে পথের ক্লেশ, প্রবাসের নানা দুঃখ, এবং তীর্থবাসী পাণ্ডাদি বিবিধ লোকের দৌরাত্ম্য অতিশয় সহ্য করিতে হয়, এস্থলে তীর্থ গমনে পাপক্ষয় যে হয় তাহার কোন সন্দেহ নাই।

(২) ১ স্কঃ ২ অঃ ১৬ শ্লোক।

(৩) "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি" শ্রুতেঃ। অস্যার্থঃ।— এসমস্ত নিশ্চয়ই ব্রহ্ম, যেহেতু তাঁহা হইতে জন্ম, ও তাঁহাতেই স্থিতি, এবং লয় হয়।

অজ্ঞানান্ধ সাধারণ জনগণের বোধে তাহা প্রতীত হয় না, অতএব সেই জ্ঞান ক্রমে ক্রমে সাধনের নিমিত্ত, গঙ্গা নদীর ঈশ্বরত্ব এবং তদতিরিক্ত অন্যান্য কতিপয় জল প্রবাহাদির মুক্তিদাতৃত্ব (৪) উক্ত হইয়া, তাহাতে স্নানাদি করিবার বিধান হইয়াছে (৫)। ঐ স্নানাদিও চিত্তশুদ্ধির সাধন জানিবে, যেহেতু ঈশ্বরোদ্দেশে যে কোন নিষ্কাম কর্ম্ম করা যায়, তাহারই ঐ ফল।

শিঃ। অস্মদাদির বোধে শুচি বরং মনোমালিন্য বৃদ্ধি কর জ্ঞান হয়, এস্থলে তাহা কি রূপে যোগাঙ্গ হইয়াছে।

গুঃ। সাধারণ বিবেচনায় শুচি মনোমালিন্যকরই বোধ হইতে পারে, কিন্তু তত্ত্বদর্শীরা সারগ্রাহী, এ প্রযুক্ত তাহাকে যোগাঙ্গ স্বরূপে গণনা করিয়াছেন। তুমি কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই জানিতে পারিবে যে স্থূল দেহের সহিত মনের এতাধিক আন্তরিক সম্বন্ধ আছে, যেন উভয়েই একধর্ম্মাক্রান্ত, এবং বাস্তবিক তাহাই বটে, যেহেতু উভয়েই জড় পদার্থ,

---

(৪) "ঈশসূত্রবিরাট্‌বেধোবিষ্ণুরুদ্রেন্দ্রবহ্নয়ঃ। বিঘ্নভৈরবমৈরালমারিকাযক্ষরাক্ষসাঃ। বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রা গবাশ্বমৃগপক্ষিণঃ। অশ্বত্থবটচূতাদ্যা যবব্রীহিতৃণাদয়ঃ। জলপাষাণমৃৎকাষ্ঠবাস্যকুদ্দালকাদয়ঃ। ঈশ্বারাঃ সর্ব্বত্রৈবৈতে পূজিতাঃ ফলদায়িনঃ"। ১৩৪॥—ইতি পঞ্চদশ্যাং চিত্রদীপে।

অস্যার্থঃ।—ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ, বিরাট্‌, প্রজাপতি, বিষ্ণু, রুদ্র ইন্দ্র, অগ্নি, বিঘ্নভৈরব, মৈরাল, মারিক, যক্ষ, রাক্ষস, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, গো, অশ্ব, মৃগ, পক্ষী, অশ্বত্থ, বট, আম্র, যব, ধান্য, তৃণ, জল, প্রস্তর, মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, বাসী, এবং কুদ্দাল প্রভৃতি সকলেই ঈশ্বরের অবয়ব হয়, ও পূজিত হইয়া শুভ ফল প্রদান করে। ১৩৪॥

(৫) ভাঃ ১১ স্ক ১৬ অধ্যায়ের ৪০ শ্লোকেও বিভূতি যোগ কথনের এইরূপ তাৎপর্য্য লিখিত আছে।

অতএব স্থূল দেহের অপবিত্রতায় মনের অশুচি, এবং তামসিক আহারে, তস্য তমোগুণের বৃদ্ধি করে, পক্ষান্তরে স্থূল দেহের পবিত্রতায় মনের শুদ্ধি জন্মে, এবং সাত্ত্বিক আহারে সত্ত্ব গুণের প্রভাব হয়, সুতরাং চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত শুদ্ধাচার এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি(৬) নিতান্ত প্রয়োজনীয় হয়।

শিঃ। ভাল মহাশয় বর্ণভেদে মুক্তির কি উপযোগিতা করে।

গুঃ। মুক্তি সাধনের পক্ষে বর্ণবিভেদ অনিবার্য্য জানিবে, যেহেতু জীব জন্তু স্থাবর জঙ্গমাদি তাবতেরই জন্ম স্ব স্ব জাতিতে হয়, এবং পরমেশ্বর প্রত্যেক জাতিকে পৃথক্ পৃথক্ শক্তি প্রদান করিয়াছেন, এপ্রযুক্ত একের ধর্ম্ম অন্যে আচরণ করিলে অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট সম্ভবে না, যথা "বানরের হস্তে খন্তা" এই কথা প্রসিদ্ধ আছে, অতএব সাত্ত্বিক লোকের ঔরসে তামস, এবং রজোগুণপ্রধান ব্যক্তির সাত্ত্বিক সন্তান উৎপন্ন হওয়া অসাধারণ ঘটনা। সাধারণ নিয়ম এই যে পিতা মাতার গুণই সন্তানে বর্ত্তে(৭)। ব্রাহ্মণের জন্ম সত্ত্বগুণাধিক্যে, ও ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি রজোগুণের প্রাধান্যে হয়, শূদ্রের তমোগুণই প্রবল, আর রজঃ ও তমঃ উভয় গুণের আধিক্যে

(৬) ব্রহ্মচর্য্য শব্দের অর্থ ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের প্রথমাধ্যায়ে ১২ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে, যথা "স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্। সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়া নিষ্পত্তিরেব চ। এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥"

অস্যার্থঃ।—স্ত্রীলোকের স্মরণ ও কীর্ত্তন, তাহার সহিত ক্রীড়া, ও তাহাদিগের দর্শন, উহাদিগের সহিত নির্জ্জন স্থানে কথোপকথন, মানসিক মৈথুন, এবং ক্রিয়ানিষ্পত্তি অর্থাৎ কায়িক মৈথুন, এই অষ্ট প্রকার মৈথুন কথিত হইয়াছে, ইহার বিপর্য্যয় অর্থাৎ এই সকল না করা ব্রহ্মচর্য্য শব্দে বাচ্য হয়।

(৭) ভাঃ ৬ স্কঃ ১ অঃ ৫১ শ্লোক।

বৈশ্যের উৎপত্তি (৮)। উহারা পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীভুক্ত না হইয়া, পরস্পরের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত থাকিলে, বর্ণসঙ্কর অর্থাৎ ভ্রষ্ট সন্তান উৎপত্তি এবং উচ্চবর্ণ নীচের অন্ন ভোজন করিলে আদ্যের উত্তম গুণের হ্রাস হইয়া অধমত্ব প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব, যেমন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত লোকের পাক কৃত বা পরিবেশিত অন্নাহারে সেই রোগাক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে। বিশেষতঃ মনুও দশমাধ্যায়ের চতুঃষষ্টি শ্লোকে লিখিয়াছেন যে "শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্। ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাৎ তথৈব চ॥"

অস্যার্থঃ।—ব্রাহ্মণ শূদ্র, এবং শূদ্রও ব্রাহ্মণ হয়। ক্ষত্রিয় শূদ্র, এবং শূদ্রও ক্ষত্রিয় হয়, বৈশ্য শূদ্র, এবং শূদ্রও বৈশ্য হয়। অতএব স্পষ্ট জানা যায় যে শুদ্ধ গুণের তারতম্যই বর্ণ-

---

(৮) ভাগবতের নবম স্কন্ধের চতুর্দ্দশাধ্যায়ে ভগবান্ বেদ-ব্যাসও এতদাভাস প্রকাশ করিয়াছেন, যে মনুষ্যের গুণ ভেদ না হওন পর্য্যন্ত পৃথিবীর তাবৎ লোক এক বর্ণ ছিল, "যথা এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ। দেবো নারায়ণো নান্য একোঽগ্নির্বর্ণ এব চ॥ ৩৫॥

উক্ত পুরাণস্থে পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী "সত্য যুগ" ব্যাখা করিয়াছেন, এবং তৎপর শ্লোকে "ত্রেতা" শব্দের প্রয়োগ থাকায় উক্ত ব্যাখার অভ্রান্তত্ব প্রতিপন্ন করে, বিশেষতঃ অধমবর্ণজ লোক স্বীয় ক্ষমতা প্রকাশে উত্তম বর্ণ প্রাপ্ত হওয়ার অনেক দৃষ্টান্ত পুরাণে দৃষ্ট হয়, যথা ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব ঋষভের একাশীতি পুত্র ব্রাহ্মণের ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণ হওয়া ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে লিখিত আছে, এবং বিশ্বামিত্র ঋষি ক্ষত্রিয়বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াও তপোবলে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

অন্যের কথা কি কহিব স্বয়ং বেদব্যাস বর্ণসঙ্কর অথচ জারজ হইয়াও, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট মুনি হইয়াছিলেন, এবং ক্ষত্রিয়কুলে জারজ সন্তান উৎপত্তি করিয়া ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতিকে ক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন, এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণের যে সকল লক্ষন শাস্ত্রে

বিভেদের মূল, এবং তাহা সাধারণ হিত ব্যতীত কেবল ব্রাহ্মণের উপকার নিমিত্ত হয় নাই।

শিঃ। যদি চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত জাতির ভেদ হইয়াছে, তবে তদুত্তর বর্ণ বিচারের প্রয়োজন কি?

গুঃ। তাহার দুই প্রয়োজন আছে। প্রথম এই যে বিশুদ্ধচিত্ত জনে আহারাদির নিয়ম পরিত্যাগে যথেষ্টাচারী হইলে, মনের পুনর্ব্বার মালিন্য জন্মিবার সম্ভাবনা আছে, এবং দ্বিতীয় এই যে উত্তম লোকের দৃষ্টান্তের অনুগামী সাধারণ লোকে হয়, অতএব যদি জ্ঞানিজনগণ জাতিবিচার

লেখা আছে, তাহাতে বর্জ্জিত ব্যক্তি ব্রাহ্মণসন্তান হইয়াও ব্রাহ্মণ-পদ প্রাপ্ত হয় না যথা "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতি-গোচরা" অর্থাৎ স্ত্রী, শূদ্র, এবং দ্বিজ-বন্ধু বেদাধিকারী নহে, (তাহার কারণ পশ্চাৎ প্রকাশ হইবে) ব্রাহ্মণের লক্ষণ ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের ১১ অধ্যায়ে এই লেখা আছে, যে "শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জবম্। জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণম্ ॥"

অস্যার্থঃ।—শম, দম, তপঃ, শৌচ সন্তোষ, তিতিক্ষা, আর্জব (সরলতা) জ্ঞান (আত্মা অনাত্মা বিবেচনা) দয়া, অচ্যুতাত্মত্ব, (বিষ্ণুপরতত্ত্ব) সত্যকথন, এই একাদশটি ব্রাহ্মণের লক্ষণ। অতএব সিদ্ধান্ত করিতে হইবেক যে, যে কোন ব্যক্তি স্বীয় সাধন বলে প্রস্তাবিত একাদশ গুণবিশিষ্ট হইতে পারেন, ব্রাহ্মণত্ব তাঁহারই প্রাপ্য। যদ্যপিও সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মার চারি অঙ্গ হইতে চাতুর্বর্ণ উৎপন্ন হওয়ার প্রসঙ্গ আছে, তথাপি তাহা রূপক বাক্য বিবেচনা করিতে হইবেক, কেননা প্রথমতঃ ব্রহ্মারই উৎপত্তি অলঙ্কারে হইয়াছে, তাহা পুর্ব্বে বিস্তারিত রূপে লিখিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ এই প্রপঞ্চের সৃষ্টি অনাদি, ইহা সর্ব্ব জ্ঞানশাস্ত্রের মত, এবং যুক্তিযুক্ত বটে, অতএব বোধ হয় যে বেদ লোক সকলকে চতুর্বর্ণে বিভাগ করিয়া প্রত্যেকের গুনানুযায়িনী বৃত্তি নিরূপণ করিয়াছেন, এপ্রযুক্ত ব্রহ্মার চতুরঙ্গ হইতে চাতুর্বর্ণোৎপত্তির কল্পনা হইয়াছে। কিন্তু ঐ পৃথক্ বর্ণ যে পৃথক্ পৃথক্ গুণ বিশিষ্ট তাহা অপ্রকাশ নাই, যথা বৈষ্ণবের ষষ্ঠ অধ্যায় দৃষ্টি কর।

পরিত্যাগ করেন, তবে কাহারও তদ্বিচার করা সম্ভব নহে, সুতরাং মূঢ় ব্যক্তিদিগের চিত্তশুদ্ধির ব্যাঘাত সম্ভবে।

শিঃ। লোক সকলকে চতুরাশ্রমে বিভাগ করিবার প্রয়োজন কি?

গুঃ। সকলেরই প্রয়োজন চিত্তশুদ্ধি (৯) তাহা একেবারে প্রাপ্ত হওয়া দুঃসাধ্য, এ নিমিত্ত আশ্রমরূপ সোপানচতুষ্টয় রচিত হইয়া; প্রত্যেকে সাধনোপযুক্ত বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা হিংসা বিনা গৃহস্থাশ্রম নির্ব্বাহ হওয়া দুঃসাধ্য, ঐ আশ্রমে পঞ্চ শূণায়(১০) প্রত্যহ যে সকল অপরিমিত ক্ষুদ্র জীবের ধ্বংস করিতে হয়, তদতিরিক্ত ছাগাদি যে বড় বড় পশু তাহাও হনন করিবার প্রয়োজন আছে, নতুবা স্বজন প্রতিপালন এবং অমাত্যবর্গের মনোরঞ্জন দুষ্কর হয়, এ নিমিত্ত গৃহস্থের ঐ পঞ্চ শূণা জনিত পাপক্ষয়ের জন্য, অতিথি সেবা এবং দানাদির বিধান হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমে অতিথি সেবা ইত্যাদি করিবার অসাধ্যতা হেতু তদর্থে তপোবিশেষের বিধি দেওয়া হইয়াছে। গৃহস্থের পক্ষে "বায়ব্যং শ্বেতং ছগলমালভেত (১)" "অগ্নিসোমীয়ং পশুমালভেত" ইত্যাদি শ্রুত দ্বারা বৈধহিংসার বিধি প্রদত্ত হইয়া অন্যান্য আশ্রমীর পশুবধের প্রয়োজনাভাব হেতু "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি (২)" ইত্যাদি শ্রুতি তাহাদিগের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। গৃহস্থদিগকে দারপরি-

---

(৯) ভাঃ ৭ স্কঃ ২১ অঃ ২ শ্লোক।

(১০) চুলা, শিল্ নোড়া, খেঙ্গরা, ঢেকী এবং জলের কলসী।

(২) অস্যার্থঃ।—বায়ু দেবতার সম্বন্ধে শুক্লবর্ণ ছাগল বধ কর্ত্তব্য।

(২) অস্যার্থ।—ভূতমাত্রেরই হিংসা করিবে না।

গ্রহের অনুমতি প্রদত্ত হইয়া অপর আশ্রমে স্ত্রীসঙ্গের নিষেধ হইয়াছে।

যদি বল গৃহস্থাশ্রমে এবম্প্রকার সুখজনক ব্যবস্থা থাকার স্থলে, তৎপরিত্যাগের প্রয়োজন কি ? তাহার উত্তর এই যে ঐ আশ্রমে ত্বরায় এবং সর্ব্বতোভাবে চিত্তশুদ্ধি হওয়ার বহুতর প্রতিবন্ধক আছে, অতএব তদাশ্রমসাধ্য-সাধনা-সম্পন্ন হইবামাত্র আশ্রমান্তর অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে সাধনার উন্নতি ভিন্ন প্রতিগতি হইবার সম্ভাবনা থাকে না। ইহার এক দৃষ্টান্ত দেখ, দণ্ডীদিগের পক্ষে তিন দিনের অতিরিক্ত কোন এক স্থানে বসতি, নিজে অগ্নি স্পর্শ, এবং এক দিনে ভিক্ষার্থে তিন বাটীর অধিক গমন এবং তিনবারাধিক নারায়ণ নামোচ্চারণ রূপ ভিক্ষা সঙ্কেত করণের নিষেধ আছে, তাহার কারণ কেবল ত্বরায় আসক্তি দূরকরা ভিন্ন আর কিছু বোধ হয় না। অতএব সাধনার উন্নত্যনুসারে আশ্রমান্তর গ্রহণের নিতান্ত প্রয়োজন দৃষ্ট হয়।

শিঃ। তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির অব্যবহিত কারণ হইয়াছে, এবং সেই জ্ঞান বেদ ব্যতীত অন্যত্র নাই কিন্তু আমি শুনিয়াছি যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই ত্রিবর্ণ ব্যতীত অন্য কোন জাতি বেদধ্যয়ন কিংবা শ্রবণ করিবার অধিকারী নয়, ইহাতে শাস্ত্রের পক্ষপাত প্রতিপন্ন হয় কি না ?

গুঃ। শাস্ত্রের কোন স্থলে পক্ষপাত এবং মুক্তি বাদে জাতিবিচার নাই, ভগবান্ বেদব্যাস ভগবদ্গীতায় (৩) এবং ভাগবতে (৪) স্পষ্ট রূপে লিখিয়াছেন যে হীন কুলে জন্মে এমত যে অন্ত্যজাদি আর শাস্ত্রাভ্যাস-বিরহে জ্ঞানহীন যে

---

(৩) ৯ অধ্যায়ঃ ৩২ শ্লোক।
(৪) ৩ স্কঃ ৩৩ অঃ ৬ শ্লোক।

স্ত্রীলোক, বৈশ্য ও শূদ্র তাহারাও পরমেশ্বরের উপাসনায় সদ্গতি পায় এবং চণ্ডালও হরিভক্ত হইলে যজ্ঞের যোগ্য হয়। এবং ঐ ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৩৮ অধ্যায়ে পুনরায় লিখিয়া ছেন যে, "মন্যেতদ্‌দুর্লভং মন্য উত্তমশ্লোক দর্শনম্। বিষয়াত্মনো যথা ব্রহ্মকীর্ত্তনংশূদ্রজন্মনঃ॥"

অস্যার্থঃ। আমার সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণদর্শন অতি দুর্লভ যেমন বিষয়াসক্ত শূদ্রের বেদোচ্চারণ দুর্লভ হয়। এতাবতা বলা হইয়াছে যে, শূদ্রত্ব বেদ পাঠের প্রতিবন্ধক নহে, কেবল বিষয়াসক্ততাই তাহার বাধা জন্মায়, সুতরাং বিশুদ্ধচিত্ত যে শূদ্র সে অনায়াসে বেদোচ্চারণ করিতে শক্ত। বিশেষতঃ শ্রীরামচন্দ্র চণ্ডাল-রাজ গুহের সহিত সখ্য এবং শবরীর নিবেদিত দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন, এমত রামায়ণে প্রকাশ আছে। পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য স্বামী তত্ত্বজ্ঞানাধিকারি-নিরূপণে বর্ণের কোন প্রসঙ্গ না করিয়া অজ্ঞানবোধনী নামক গ্রন্থে এই লিখিয়াছেন যে "তপোভিঃ ক্ষীণপাপানাং শান্তানাং বীতরাগিণাম্। মুমুক্ষূণামপেক্ষ্যোঽয়মাত্মবোধো বিধীয়তে॥"

অস্যার্থঃ।—যে ব্যক্তির পাপ তপস্যার দ্বারা ক্ষীণ, ও যাহার মন শান্তি প্রাপ্ত এবং রাগ শূন্য হইয়াছে, এবং যাহার মুক্তীচ্ছা জন্মিয়াছে, তাহারই প্রতি আত্মোবোধ বিহিত হয়।

মহাবাক্য রত্নাবলীর সাদ্ধ্যান্তিক বিধি বাক্যের মধ্যেও যতির কর্ত্তব্যতা বিষয়ে অন্যান্য উপদেশের মধ্যে লেখা আছে সে "আত্মানমাত্মনা সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বুদ্ধ্যা সুনিশ্চলম্। দেহজাত্যাদিসম্বন্ধান্ বর্ণাশ্রমসমন্বিতান্। বেদশাস্ত্রপুরাণানি পদপাংশুমিব ত্যজেৎ।"

অস্যার্থঃ।—ব্রহ্মবুদ্ধিদ্বারা আত্মা কর্ত্তৃক সুনিশ্চল আত্মার সাক্ষাৎকার বর্ণাশ্রমে সম্যক্ প্রকারে অন্বিত যে দেহ

জাত্যাদির সম্বন্ধ তাহা এবং বেদশাস্ত্র ও পুরাণ সকল পদ-ধূলির ন্যায় পরিত্যাগ করিবে। অতএব স্পষ্ট জানা যায় যে পরমার্থ সাধনের পক্ষে বেদাধ্যয়নের নিষেধ কাহারও প্রতি নাই। যদ্যপি "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতি-গোচরা" এই শাস্ত্রে আছে, কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য তুমি যাহা শুনিয়াছ তাহা নয়। ঐ বচনের অভিপ্রায় এই স্পষ্ট জানা যায়, যে স্ত্রী, শূদ্রাদি, কেবল বেদার্থ হৃদয়ঙ্গম করণে অশক্ত প্রযুক্ত বেদ পাঠে অনধিকারী হইয়াছে, ইহা ভিন্ন স্বভাব-সিদ্ধ কোন দোষ তাহার কারণ নহে। অস্মদ্‌বিবেচনায় ঐ নিষেধ শুভকর বোধ হয়, কেন না শাস্ত্রে যাহার ব্যুৎপত্তি নাই, সে ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন করিলে তাদৃশ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, যাদৃশ কোন মূঢ় জনে চিকিৎসকাভিমানী হইয়া স্বল্প রোগে বিষ প্রয়োগ করিলে হয়।

এ বিষয়ে একটি উদাহরণ প্রদর্শন করাইলেই যথেষ্ট হইতে পারে। বেদ বলিয়াছেন "আত্মৈব দেবতা সর্ব্বাঃ।"

অস্যার্থঃ।—আত্মাই সর্ব্ব দেবতা, অর্থাৎ আত্মাতিরিক্ত দেবতা নাই। শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিরা, ঐ শ্রুতি শ্রবণ করিলে তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণাক্ষমতা হেতু বেণ রাজার ন্যায় স্বদেহকেই পূজ্য জ্ঞান করা ব্যতীত আর কিছু সম্ভব হইতে পারে না।

ভারতবর্ষে সভ্যতারম্ভে মনুষ্যের গুণভেদে তাহাদিগের বৃত্তি নিরূপণ করিবার প্রয়োজন হইয়া, সেই সেই বৃত্ত্যনুযায়ী শ্রেণীর উৎপত্তি হইয়াছিল। তদনুসারে তমোগুণপ্রধান অর্থাৎ মূঢ় জনগণ শূদ্র জাতি বদ্ধ হইয়া, অপর তিন বর্ণের দাস্যোপজীবিত্ব প্রাপ্ত হওন পূর্ব্বক সেই কর্ম্মই নির্ব্বাহ করিত, এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কঠিন বিদ্যাভ্যাসের রীতি কখনই নাই, অপিচ বেদ পাঠ ও তপস্যাদি যে ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম তদাচরণে

বর্জ্জিত যে ব্রাহ্মণ সন্তান তিনিও বেদার্থ বুঝিতে অক্ষম, সুতরাং ঐ ত্রিবিধ ব্যক্তির প্রতি বেদাধ্যয়ন এবং বেদ শ্রবণ নিষিদ্ধ যে হইয়াছে, তাহা উচিত কার্য্য বটে, কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে যদি কোন স্ত্রী বা শূদ্র স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠতা এবং সাধারণ বিদ্যোপার্জ্জন দ্বারা দ্বিজগণের তুল্য বেদার্থ হৃদয়ঙ্গমে সক্ষম হয়, তবে তাহার সম্বন্ধে ঐ নিষেধ বলবান্ নহে, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ বেদ পুরাণে আছে। বিদুর শূদ্র এবং গার্গী ও দেবহূতী স্ত্রীলোক হইয়াও ঋষি-দিগের নিকটে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, দেবর্ষি নারদ মানব দেহে দাসীপুত্র থাকিয়া ঋষিচতুষ্টয়ের সেবা করিয়া তাঁহাদিগের নিকট ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এমত ভাগ-বতের প্রথম স্কন্ধে ব্যাসনারদসংবাদে লিখিত আছে। অনন্তর ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের ২৯ অধ্যায়ের ২৯ শ্লোকে শ্রীমন্ত উদ্ধবকে কহিয়াছেন যে আমি তোমাকে যে জ্ঞানোপ-দেশ প্রদান করিলাম, তাহা দম্ভরহিত ও আস্তিক ও অবঞ্চক এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তি যুক্ত অথচ ব্রাহ্মণ্য সম্পন্ন প্রিয় ও শুচি বিশিষ্ট স্ত্রী শূদ্রকেও দিবে। আমি বোধ করি যে এতৎ-কথনের প্রয়োজনাভাব যে শ্রুতি পাঠ ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞানো-পদেশ সম্ভবে না, তথাপি ভবিষ্যোত্তর পুরাণের চতুর্থাধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ যে উক্তি করিয়াছেন তদুল্লেখ করিতেছি যথা "বেদা-ধ্যয়নেই সংসার নিবৃত্তি হইয়া থাকে (৫)।"

তোমাকে পূর্ব্বেই কহিয়াছি (৬) যে কেবল গুণই বর্ণ বিভেদের মূল অর্থাৎ যদি কোন শূদ্রের সত্ত্বগুণোদয় হয় তবে সেও ব্রাহ্মণ হইতে পারে, এবং বেদাধ্যয়ন করিয়া

(৫) সঃ পুঃ ১৭৪ পৃষ্ঠা।
(৬) পূর্ব্ব লিখিত বর্ণ ভেদের হেতু বর্ণন দৃষ্টি কর।

অধিকারার্থে কেবল সাধন সম্পত্তির প্রয়োজন এমত দৃষ্টান্ত এক্ষণে দেখিতেছ এ স্থলে এতৎসিদ্ধান্ত করিবার বাধা কি আছে যে মনুষ্য যে কুলে জন্ম গ্রহণ করুক এবং যে কোন লিঙ্গ বিশিষ্ট দেহ প্রাপ্ত হউক, কেবল তমোগুণপ্রধানতা নিমিত্ত বেদ পাঠে অনধিকারী হয়, পরে সাধনার দ্বারা রজরূপ সূর্য্যোদয় করিয়া এমত নষ্ট করিতে পারিলেই বেদ পাঠে তাহার অধিকার জন্মিতে পারে, সুতরাং স্ত্রী শূদ্র এবং স্বধর্ম্মচ্যুত ব্রাহ্মণাদি বেদাধিকারী নহে, এই বচন বলবৎ থাকিল এবং শাস্ত্রের পক্ষপাতিত্ব রহিত হইল, কেন না বেদপাঠাধিকার অবস্থায় শূদ্রের শূদ্রত্ব ও স্ত্রীলোকের স্ত্রীত্ব এবং দ্বিজবন্ধুর স্বধর্ম্মত্যাগিত্ব রহিত হইয়া তাহারা দ্বিজ হইয়া উঠে।

কিন্তু আমার কথার তাৎপর্য্য এমত নহে যে কোন শূদ্র স্বীয় উপজীবিকার নিমিত্ত বেদাধ্যয়ন করিতে পারেন কেন না তাহাতে ব্রাহ্মণের জীবিকা হরণ করা হয়। শাস্ত্রার্থ প্রচার, যজ্ঞাদি সম্পাদন, এবং উপাসনাদির উপদেশ করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি সমূহের নিতান্ত প্রয়োজন, এবং তাঁহাদিগের সাংসারিকব্যয়োপযোগী অর্থেরও আবশ্যক। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী দেশে রাজব্যবস্থাক্রমে প্রতি ব্যক্তিকে স্ব স্ব উপার্জ্জনের দশমাংশ ধর্ম্মোপদেশকবর্গের বেতনার্থে প্রদান করিতে হয়, অস্মদাদির মধ্যে তদ্রূপ কোন ব্যবস্থা নাই, তৎপরিবর্ত্তে এই বিধান হইয়াছে যে এক বর্ণে অন্যের বৃত্তিতে হস্তক্ষেপ না করে (৭) ও ব্রাহ্মণ সত্ত্বে যজ্ঞের হোত্রাদি কর্ম্মে অন্য বর্ণের অধিকারাভাব (৮) এবং যজ্ঞের যে দ্রব্য সামগ্রী এবং

(৭) ভগঃ গীঃ ৩ অঃ ৩৫ শ্লোকে।

(৮) শ্রীরামপুর মুদ্রা যন্ত্রের দ্বিতীয় ভাগ স্মৃতির ২৮৪ পৃষ্ঠা দৃষ্টি কর

দক্ষিণা তাহা ঐ হোত্রাদির প্রাপ্য, অতএব যে স্থলে এই বিধির উল্লঙ্ঘনে ধর্ম্ম লোপের সম্ভাবনা দৃষ্ট হয়, সে স্থলে তাহাতে প্রত্যবায় না হওয়ার বিষয় কি? সুতরাং বৃত্ত্যর্থে শূদ্রাদি বেদোচ্চারণের অনধিকারী স্বীকার করিতে হইবেক।

শিঃ। আমি শুনিয়াছি যে, স্বধর্ম্ম ত্যাগের পর ধর্ম্মাবলম্বনে প্রত্যবায় হয়, এবং শূদ্রের ধর্ম্ম দ্বিজসেবা ও স্ত্রীর ধর্ম্ম পতিসেবা, শাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে, এ স্থলে স্ত্রী শূদ্র কি রূপে দ্বিজধর্ম্ম, যে ঈশ্বরোপাসনা, তৎসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া বেদ পাঠের অধিকার লাভ করিতে পারে?

গুঃ। ঈশ্বরোদ্দেশে যে কোন কর্ম্ম কৃত হয় তাহা নিষ্ঠা পূর্ব্বক করিতে করিতে কালে চিত্তশুদ্ধি হয়, এবং স্ত্রী শূদ্রাদিতে কেবল পূজা (৯) ও বেদপাঠ ব্যতীত উপাসনার অন্যান্য অঙ্গ সাধনের নিষেধ দৃষ্ট হয় না, আর ধর্ম্মদৃষ্টি ব্যতীত স্বধর্ম্মে নিষ্ঠা সম্ভবে না, এ স্থলে ঈশ্বর প্রীত্যর্থে স্ব স্ব ধর্ম্ম যাজনে, অর্থাৎ স্ত্রীলোকের পতি এবং শূদ্রের দ্বিজসেবায় মনের মালিন্য দূর হইবেক, ইহার সন্দেহ কি আছে। তাহার পর উহাদিগের ভগবৎপূজার ও বেদাদিপাঠের বাধা থাকে না, অধিকন্তু পূজা অষ্টপ্রকার, তাহার মধ্যে অন্তর্যাগ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা করণে স্ত্রীশূদ্রের বাধা কি আছে, এতাবতা জানিতে যে ধর্ম্ম যাজনের ইচ্ছা হইলে, তাহা স্বধর্ম্ম নিষ্ঠতায় ও শাস্ত্রাবলম্বনে করণের বিবিধ পথ আছে।

---

(৯) ভাগবতের ১১ স্ক ২৭ অঃ ৮ শ্লোকের ভাবে স্পষ্ট জানা যায় যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ভিন্ন অপর কাহার ভগবৎ পুজায় অধিকার নাই সুতরাং স্ত্রীশূদ্রের দীক্ষাও সম্ভবে না যে হেতু তাহাতে লিখিত আছে যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য স্ব স্ব বেদানুসারে উপনয়ন হইলে পর ভগবৎ পূজার অধিকারী হয়। অতএব সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে স্ত্রী শূদ্রাদি যাহার উপনয়ন হইবার উপায় নাই তাহারা পূজাধিকারী নহে।

তান্ত্রিক উপাসনা।

শিঃ। তন্ত্র শাস্ত্রের মতেই এক্ষণে তাবৎ উপাসনা হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে অতি কদর্য্যাচারের বিধান হইয়াছে, অর্থাৎ পঞ্চ মকার দ্বারা ভগবতীর সাধনা করিবার উপদেশ আছে, ইহা কি রূপে সঙ্গত কহিতে পারেন?

গুঃ। ঐ পঞ্চ মকারের প্রকৃতার্থ অনবগত হেতুক তুমি তাহা দূষ্য বিবেচনা করিয়াছ। বাস্তবিক তাহাও রূপক বাক্য, তৎপ্রমাণ আগম সার, যাহাতে পঞ্চ মকারের এই অর্থ উক্ত হইয়াছে যে "সোমধারা ক্ষরোদয তু ব্রহ্মরন্ধ্রাদ্বারাননে। পীত্বানন্দময়স্তাং যঃ স এব মদ্যসাধকঃ। মাশব্দাৎ রসনা জ্ঞেয়া তদংশান্ রসনপ্রিয়ে। সদাযো ভক্ষয়েদ্দেবি স এব মাংসসাধকঃ। গঙ্গাযমুনয়োর্ম্মধ্যে মৎস্যৌ দ্বৌ চরতঃ সদা। তে মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্যস্তু স এব মৎস্যসাধকঃ। সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকা মুদ্রিতাচযৎ। আত্মা তত্রৈব দেবেশি কেবলং পারদোপমম্। সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলম্। অতীবকমনীয়ঞ্চ মহাকুণ্ডলিনীযুতম্। যস্য জ্ঞানোদয়স্তত্র মুদ্রাসাধক উচ্যতে। মৈথুনং পরমং তত্ত্বং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণম্। মৈথুনাজ্জায়তে সিদ্ধির্ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভম্। রেফস্তু কুঙ্কুমা ভাসাঃ কুণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতম্। মকারো বিন্দুরূপশ্চ মহাযোনৌ স্থিতঃ প্রিয়ে। আকারো হংসমারুহ্য একতা চ যদা ভবেৎ। তদা জাতং মহানন্দং ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভম্। আত্মনি রমতে যস্মাদাত্মারামস্তদুচ্যতে। ব্রহ্মাণ্ডং জায়তে যস্মাৎ তস্মাদ্ধর্ম্ম প্রকীর্ত্তিতম্। অতএব রাম নাম তারকং ব্রহ্ম নিশ্চিতং মৃত্যুকালে মহেশানি স্মরেদ্রামাক্ষরদ্বয়ং সর্ব্বকর্ম্মাণি সন্ত্যজ্য স্বয়ং ব্রহ্মময়ো ভবেৎ। ইদন্তু মৈথুনং তত্ত্বং তব স্নেহাৎ প্রকাশিতম্। মৈথুনং পরমং তত্ত্বং তত্ত্বজ্ঞানস্য

কারণম্। সর্ব্বপূজাময়ং তত্ত্বং জপাদীনাং ফলপ্রদম্। ষড়ঙ্গং পূজয়েদ্দেবি সর্ব্বমন্ত্রং প্রসীদতি। আলিঙ্গনং ভবে ন্যাসং চুম্বনং ধ্যানমীরিতম্। আবাহনং শীতকারং নৈবেদ্যমুপলেপনম্। জপনং রমণং প্রোক্তং রেতঃপাতঞ্চ দক্ষিণা। সর্ব্বথৈব ত্বয়া গোপ্যং মম প্রাণাধিকং প্রিয়ে।"

অস্যার্থঃ।—হে বরাননে! ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে ক্ষরিত যে অমৃত, তৎপানে যে ব্যক্তি আনন্দময় হয়, সেই মদ্যসাধক। হে রসন প্রিয়ে! মা শব্দে জিহ্বা বুঝায়, তাহার অংশ অবিরত ভক্ষণকারী (অর্থাৎ বাক্য সংযমক যোগী) মাংস সাধক। গঙ্গা যমুনার মধ্যে নিরন্তর যে দুই মৎস্য চরিতেছে, তৎখাদক (অর্থাৎ ঈড়া পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্যে নিরন্তর গতায়াত করিতেছে যে নিশ্বাস ও প্রশ্বাস তন্নিরোধক যোগী) মৎস্য সাধক। হে দেবেশি! সহস্রারে মহাপদ্মে মুদ্রিত কর্ণিকা মধ্যে আত্মা কেবল পারার ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে, তাহার প্রভা কোটি সূর্য্যের তুল্য, এবং তিনি কোটি চন্দ্র তুল্য সুশীতল, অতিশয় সুন্দর, এবং মহাকুণ্ডলিনী যুক্ত এতদ্রূপ জ্ঞান যাহার হইয়াছে, তাহাকেই মুদ্রা সাধক বলা যায়। মৈথুন পরম তত্ত্ব যেহেতু সৃষ্টি, স্থিতি, এবং লয়ের কারণ। মৈথুনে সিদ্ধি, এবং সুদুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। রেফ কুঙ্কুমবর্ণ কুণ্ডের মধ্যে আছে, মকার বিন্দুরূপ মহাযোনি স্থিত। হে প্রিয়ে! আকার হংসকে আরোহণ করিয়া যখন একতা হয়েন, তখন সুদুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞানানন্দ জন্মে। আত্মাতে রমণ করণ হেতু তাঁহাকে আত্মারাম বলা যায়। এবং তাঁহা হইতে ব্রহ্মাণ্ড জন্মে, এ নিমিত্ত তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলি। অতএব রাম নাম তারকব্রহ্ম এই নিশ্চিত। হে মহেশানি! মৃত্যুকালে "রাম" এই দুই অক্ষর স্মরণ করিলে সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া

ব্রহ্মময় হয়। এই মৈথুন তত্ত্ব তোমার স্নেহেতে প্রকাশ করিলাম। মৈথুন পরম তত্ত্ব, তাহা তত্ত্বজ্ঞানের কারণ, সর্ব্বপূজাময়, জপাদির ফলপ্রদ। হে দেবি! ষড়ঙ্গ পূজা করিলে সর্ব্ব মন্ত্র প্রসন্ন হয়। ন্যাস আলিঙ্গন, ধ্যান চুম্বন, আবাহন শীতকার, নৈবেদ্য উপলেপন, রমণ জপ, দক্ষিণা রেতঃপাত; এ কথা সর্ব্বদা গোপন করিবে, যেহেতু তাহা আমার প্রাণাপেক্ষাও অধিক।

শিঃ। তবে যাহারা সামান্য মদ্যপান ও মৎস্য মাংস আহার, এবং রমণী রমণ করণ পূর্ব্বক সাধনা করে, তাহাদিগের গতি কি হওয়া সম্ভবে।

গুঃ। তাহাদিগের বুদ্ধির এবং ব্যবহারের পর, তাহা নির্ভর করে, কেন না যদি তাহারা আপন অভীষ্ট দেবের তুষ্টি পঞ্চ মকার ব্যতীত হওয়ার অসাধ্যতা জ্ঞানে আনীত নারীকে স্বীয় উপাস্য দেবী ভগবতী বোধে শুদ্ধ তাহার প্রীতি জন্মাইবার এবং আসক্তি পূর্ণ করিবার নিমিত্ত তাহাকে মদ্যাদি পান করাইয়া, আপনি প্রসাদ মাত্র গ্রহণ এবং নিজে কামাতুর না হইয়া রতিক্রীড়া করে, তবে ঐ ঐ কর্ম্ম ঈশ্বরোদ্দেশে হওয়া প্রযুক্ত দোষ রহিত হইয়া, ক্রমে ক্রমে সত্ত্ব গুণের প্রভাব এবং ভক্তির উদয় করিতে থাকে, সুতরাং কালে চিত্তশুদ্ধি হইয়া উঠে (১০)। কিন্তু যে সকল লোকে নিজ সুখার্থে মদ্যপান ও মাংসাদি আহার, এবং রমণী সম্ভোগ

ভাঃ ১১ স্কঃ ৫ অঃ ১১ শ্লোকেও কথিত হইয়াছে যে বেদে মদ্য পানাদির যে বিধি আছে, তাহা নিবৃত্তি ব্যতীত প্রবৃত্তির অভিপ্রায়ে প্রদত্ত হয় নাই। সাত্ত্বিক সাধনায় একেবারে প্রবৃত্ত হওয়া তামস লোকের অসাধ্য এ নিমিত্ত তাহাদিগের প্রবর্ত্তক উপায় স্বরূপে ঐ তামস সাধনার নিয়ম হইয়াছে।

করে, তাহাদিগের অন্যান্য মাতাল এবং লম্পটের ন্যায় গতি হয়।

শিঃ। এরূপ ভয়ানক সাধনা যাহাতে ইষ্টানিষ্ট উভয় ঘটনার সম্ভাবনা আছে, তাহার বিধান শাস্ত্রে হওয়ার হেতু কি?

গুঃ। তোমাকে পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে গুণের গতিকে লোকের প্রবৃত্তি হয়, এবং আরো বলি যে, যে বিষয়ে যাহার রুচি নাই, তাহাতে তাহাকে প্রবৃত্ত করা বিফল, যেহেতু অনিচ্ছায় কিছুতেই মনোনিবেশ এবং উৎসাহ হয় না। তমোগুণপ্রধান ব্যক্তিরা পঞ্চ মকারের সাধারণ অর্থ গ্রহণ করিয়া সামান্য মদ্যাদিতেই রত থাকে, এবিধায় তামসিক উপাসনাই তাহাদের পক্ষে বিধেয়। উহারা সাত্ত্বিক উপাসনার কথাকে কদাচ কর্ণে স্থান দেয় না। সুতরাং তাহাদের উদ্ধারের উপায়ার্থে বীরাচারের সৃষ্টি হইয়াছে, (১) অতএব এতদাচারও গৌণকল্পে মুক্তি সাধন জানিবে। যদ্রূপ কোন রোগীরতিক্তরসবিশিষ্ট ঔষধ সেবনে অনিচ্ছা হইলে, বিচক্ষণ চিকিৎসক রোগবর্দ্ধক যে মিষ্টান্ন তাহার মধ্যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ঔষধ মিশ্রিত করণ পূর্ব্বক ঐ ঔষধযুক্ত মিষ্টান্ন আহার করাইয়া কালে তাহার রোগ শান্তি করেন, তদ্রূপ সত্ত্বগুণোদয়ের বিরোধী যে পঞ্চ মকার তাহার সহিত ভগবত্যারাধনা রূপ ভব রোগের ঔষধ সেবন করিলে উদ্দেশ্য ফল প্রাপ্তি হয় (২)।

---

(২) ভাঃ ১১ স্কঃ ৫ অধ্যায় ১১ শ্লোক।

(৩) তন্ত্রে যে গুরুকরণের পূর্ব্বে এক বৎসর যাবৎ একত্র বাসের উপদেশ আছে, তাহার হেতু কেবল পরস্পর মনের বেগানুগমন করণ ব্যতীত আর কিছু বোধ হয় না। অপর কৌলাচারেও কখন কখন পুরশ্চরণ ও পর্ব্বাদি উপলক্ষে ব্রহ্মচর্য্যাচরণের যে বিধান

শিঃ। তন্ত্র-কারেরা স্ব স্ব নাম গোপনে শিব নামে উক্ত শাস্ত্র করায় তাঁহাদের কপটতা প্রতিপন্ন হয়, এস্থলে তাঁহারা যে সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন তাহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

গুঃ। মূঢ় লোকে যাদৃশ ঈশ্বরের বাক্যে শ্রদ্ধা করে, তাদৃশ মানববচনে করে না, এজন্য সর্ব্বদেশীয় ধর্ম্ম শাস্ত্র ঈশ্বরোক্তি বলিয়া লিখিত আছে, ইহা বাইবেল এবং কোরাণ দৃষ্টেও জানিতে পার, অতএব ঐ প্রবৃত্তিজনক কৌশল হিতকারি বিধায়ে নিন্দনীয় নহে। বস্তুতঃ শাস্ত্র সকল মনুষ্যের মুখ হইতে নির্গত হইলেও তাহার কর্ত্তা ঈশ্বর ব্যতীত ঐ মনুষ্য নহে, কেন না কোন বস্তুর উৎপাদনে মনুষ্যের ক্ষমতা কিছুমাত্র নাই, কেবল তদীয় বুদ্ধি যোগে তাবতের প্রকাশ হয়, এবং সেই বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ নিয়ন্তা ঈশ্বর, অতএব এমত কোন শাস্ত্র নাই যে তাহা ঈশ্বরপ্রণীত বলা যাইতে না পারে। বাষ্পাদির গুণ এবং পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি পরমেশ্বরদত্ত, মানবক্ষমতায় তাহার উৎপত্তি হয় নাই, ঐ গুণ এবং শক্তি যে পর্য্যন্ত মানবজ্ঞানের অগোচর ছিল, সে পর্য্যন্ত তাহা হইতে বিশেষ কোন ফল প্রাপ্তি হয় নাই, কিন্তু তদবগত হওনাবধি তৎপ্রয়োগে এবং অন্য বস্তুর সংযোগে নানাবিধ যন্ত্র রূপ অসাধারণ কার্য্যের উৎপত্তি হইতেছে, তদ্রূপ বেদাদি তাবৎ শাস্ত্র পরমেশ্বরকৃতই জানিবে, তিনি সময়ে সময়ে কোন কোন সিদ্ধ পুরুষের দ্বারা প্রচার করিয়া, পুনরায় কালক্রমে তাহাকে লুপ্ত, এবং পুনরুত্থান করেন (৩)।

আছে, তাহার হেতু এই বোধ হয় যে তদ্দারা সাত্ত্বিকাচারের অভ্যাস হইয়া ক্রমে ক্রমে সাধকের নিবৃত্তিমার্গ আশ্রয় হইতে পারে।

(৩) ভগবান্ বেদ-ব্যাসও ভাগবতের নবম স্কন্ধের চতুর্দ্দশাধ্যায়ে ৩৫ শ্লোকে এতদ্রূপ আভাস প্রকাশ করিয়াছেন, যেহেতু তাহাতে

শিঃ। উপাসনার যে প্রণালী তন্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তদবলম্বনে কাহারও সিদ্ধ হওয়ার প্রমাণ আছে কি না?

গুঃ। ঐ তন্ত্রশাস্ত্রই তাহার প্রমাণ, কেননা হিন্দুশাস্ত্রে পুস্তকবিক্রয় নিষিদ্ধ (৪), বিশেষতঃ এক্ষণে ছাপাযন্ত্র ও কাপি রাইট্ আক্ট দ্বারা, গ্রন্থ প্রস্তুতে যেরূপ লভ্যের উপায় হইয়াছে, পূর্ব্ব কালে হিন্দু রাজাদিগের অধিকারে তদ্রূপ ছিল না, এবিধায়ে কেহ কোন পুস্তক বিক্রয়ের ইচ্ছা করিলেও, তাহাতে ইষ্ট সিদ্ধ হওয়া দুঃসাধ্য ছিল, সুতরাং কোন ব্যক্তি যে অর্থ লাভের নিমিত্ত কোন তন্ত্র করিয়াছিলেন, তাহা সম্ভব হইতে পারে না, অধিকন্তু কোন এক ব্যক্তির এতাধিক আয়ুঃ সম্ভবে না, যে তিনি একক ঐ তাবৎ তন্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিতেন, এবং তাহা সাধ্য বিবেচনা করিলেও তন্ত্র সকলে এতাধিক মতের অনৈক্যতা দৃষ্ট হইতেছে (৫) যে তাহা একের লেখনী উদ্ভব হওয়া দূরে থাকুক, এক গুরুর শিষ্য প্রশিষ্যবর্গ ক্রমে ক্রমে লেখাও অসম্ভব, অতএব ঐ অসঙ্খ্য তন্ত্রকারেরা স্ব স্ব লিখিত মতে সিদ্ধ না হইলে, এরূপ অলাভ বাণিজ্যে তাঁহাদের প্রবর্ত্ত হওয়া কদাচ সম্ভব হইত না, বরং আপনারা সিদ্ধ হইয়া লোকের হিতার্থে স্ব স্ব সাধনার প্রণালী প্রচার করাই বিবেচনাসিদ্ধ বোধ হয়। ফলতঃ হিন্দুশাস্ত্রোক্ত সাধনা

উক্ত হইয়াছে যে সত্যযুগে প্রণবরূপ একই বেদ, সকল লোক এক বর্ণ এবং এক অগ্নি ছিল। ত্রেতাযুগে পুরূরবা নামক রাজা হইতে বেদবিভাগ এবং অগ্নির বিভাগ হইয়া যজ্ঞের উৎপত্তি হয়।

(৪) পঃ উত্তর খণ্ডে ৪২ অধ্যায়।

(৫) কোন তন্ত্রে শিবনির্ম্মাল্য ধারণে নিষেধ, এবং তন্ত্রান্তরে তদ্বিধি আছে, এবং কোন তন্ত্রে অশৌচকালে এবং দ্বাদশ্যাদিতে সন্ধ্যাবন্দনের নিষেধ এবং কোন তন্ত্রের মতে তাহা বৈধ হইয়াছে।

প্রকৃত প্রস্তাবে করিলে তাহাতে অবশ্যই সিদ্ধ হয়, ইহার কোন সন্দেহ করিবে না।

শিঃ। মহাশয় কোন স্থলে পরমেশ্বর, এবং কোন স্থলে কেবল ঈশ্বর শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন ইহার কারণ কি?

গুঃ। ভগবানকে ব্রহ্মত্ব উদ্দেশে পরমেশ্বর, এবং পরিচ্ছিন্ন ভাবে ঈশ্বর, বলা গিয়া থাকে, তদনুসারে আমিও স্থলবিশেষে সমষ্টি ও ব্যষ্টি রূপে বাচ্য করিয়াছি।

শিঃ। এ দেহের পতনান্তে জীবের অন্য দেহ হওয়ার প্রমাণ কি?

গুঃ। প্রাণী সকলের সুখ দুঃখের তারতম্যই তাহার প্রমাণ। দেখ, কোন মনুষ্য রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া, যাবজ্জীবন নানাবিধ সুখ সম্ভোগ করত সচ্ছন্দ চিত্তে পরলোক গমন করে, কেহ বা সুদরিদ্রের গৃহে, এবং কেহ নীচ বংশে জন্মিয়া যাবজ্জীবন অপার দুঃখ ভোগ করে, এবং কোন কোন লোক জীবনের নানাবস্থায় নানা ফেরে পতিত হয়, কেহ কেহ সাতিশয় স্বাস্থ্যাবস্থায় দেহ যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যায়, কাহাকেও চিরকাল রোগ ভোগ করিতে হয়, কোন পশু বা পক্ষী স্বাধীনাবস্থায় সুখে অরণ্যে বিচরণ করে, কেহ বা নিষ্ঠুর মনুষ্যের দাস হইয়া অসীম কষ্ট ভোগ করে, এ সকল বিচিত্র ঘটনার কারণ পূর্ব্ব জন্মের পাপ পুণ্য ব্যতীত আর কি হওয়া সম্ভবে? কেননা এমত উক্তির পথ নাই, যে পরমেশ্বর একের প্রতি অনুগ্রহ এবং অন্যের প্রতি নিগ্রহ করেন, বিশেষতঃ সামুদ্রিকবিদ্যাকুশল ব্যক্তিরা করকোষ্ঠী দৃষ্টে লোকের শুভাশুভ, জন্ম মরণ দিনাদি তাবৎ বিবরণ অবগত হইতে পারেন, যদি জীবের পূর্ব্ব দেহ স্বীকার না করা যায়, তবে করে কোষ্ঠী লিখিত থাকার কারণ কি বলা যাইতে পারে না অনন্তর ইহা কদাচ সম্ভব হইতে পারে না, যে

পরমেশ্বর পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার করেন না, এবং ভৌতিক দেহ ভিন্ন ঐ দণ্ডাদির ভোগ সম্ভবে না, ইহা বাইবেল এবং কোরাণও অস্বীকার করিতে পারেন নাই, বরং কথিত উভয় ধর্ম্মশাস্ত্রের লিখনের মর্ম্ম গ্রহণ করিলে অস্মদাদির শাস্ত্রোক্ত পুনর্জ্জন্মঘটিত মতের সম্পূর্ণ পোষকতা পাওয়া যায়, যেহেতু তাহাতে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত আছে, যে মানবদেহের পতনান্তে আত্মা স্বীয় কর্ম্মানুসারে সর্গে বা নরকে গিয়া পৃথিবীর চরমাবস্থা পর্য্যন্ত সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করে, পরে শেষ দিবসে পরমেশ্বর সেই সকল আত্মা যে যে শরীরে ছিল, তাহা মৃত্তিকাবিবর অর্থাৎ কবর হইতে উত্তোলন করিয়া প্রত্যেক আত্মাকে তদীয় দেহে প্রবিষ্ট করিয়া তাহাদের পাপ পুণ্যের বিচার করত প্রতিফল প্রদান করিবেন, ইহাতে পুনর্জ্জন্ম স্বীকারে ব্যভিচার কি আছে? কেননা ভৌতিক দেহ মৃত্তিকামধ্যে থাকিলে কিছু কাল পরে তাহা যে মৃত্তিকাই হয়, ইহার কোন সন্দেহ নাই, এ বিধায় শেষ দিনে প্রত্যেক আত্মার এক একটি নূতন দেহ উৎপত্তির প্রয়োজন সহজেই সম্ভবে, এবং পুনর্জ্জন্মের তাৎপর্য্য পুনর্দ্দেহ হওয়া ব্যতীত আর কিছু নহে, সুতরাং যদিও অস্মদাদির শাস্ত্রের সহিত ঐ ঐ শাস্ত্রের শব্দগত ভেদ দৃষ্ট হয়, তথাপি তাৎপর্য্যের বৈলক্ষণ্যাভাব (৬)।

(৬) বাইবেলের এবং কোরাণের মত যে ভ্রান্তিমূলক, তাহা এক বালকের বুদ্ধিতেও উদিত হইতে পারে, যেহেতু ভৌতিক দেহ ব্যতীত আত্মার সুখ দুঃখ ভোগের সম্ভাবনা থাকিলে বিচারের দিনে, দেহ সকলের পুনরুত্থানের অর্থাৎ পুনঃসৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে না, এবং যাবজ্জীবনের পাপ পুণ্যের বিচার ও ভোগ এক দিনে হওয়াই বা কিরূপে সম্ভবে? অতএব বুদ্ধিমান্ লোকেরা যে ঐ ঐ ধর্ম্ম ঈশ্বরপ্রণীত বলিয়া মান্য করত হিন্দুশাস্ত্রের গ্লানি করেন ইহাই কেবল আশ্চর্য্য।

শিঃ। মৃত পিতা মাতা প্রভৃতির শ্রাদ্ধ করার ফল কি?

গুঃ। শ্রাদ্ধের দ্বারা মৃত ব্যক্তির এবং শ্রাদ্ধকর্ত্তা উভয়েরই শুভাদৃষ্ট জন্মে, যেহেতু শ্রাদ্ধোপলক্ষে যে দানাদি এবং ভোজ্য ভোজ হয়, তাহা মৃতের পুণ্যার্থে হওন হেতু ঐ ব্যক্তির সঞ্চিত কর্ম্মে (৭) গিয়া ন্যস্ত হইয়া থাকে, কেননা মৃত্যুর দ্বারা কেবল জীবের এক প্রাচীন দেহ ভঙ্গ হইয়া অন্য অন্য কলেবর প্রাপ্তি হয়, সুতরাং সে যে কোন স্থলে যে কোন দেহ বিশিষ্ট হইয়া থাকুক তাহার পুণ্যার্থে যে কেহ দানাদি করে, তাহাতেই তাহার পুণ্য সম্ভবে। অপর পুত্রাদি বন্ধুবর্গ মৃতের ধনাধিকারী হইয়াও যদি সময়ে সময়ে ঐ ধনের কিয়দংশ ধনী ব্যক্তির পুণ্যার্থে ব্যয় না করে, তবে তাহাকে অত্যন্ত কৃতঘ্ন বলা যাইতে পারে, বিশেষতঃ নির্ধন ব্যক্তির পুত্রের সঙ্গতি থাকিলে যদি সে স্বধনব্যয়ে মৃত পিতা মাতার পুণ্যানুসন্ধান না করে, তবে সেও কৃতঘ্নতাপরাধী বটে, কেননা যে পিতা মাতা হইতে অশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং শ্রদ্ধানুষ্ঠানে তাহার প্রত্যুপকার স্বীকার হেতু সুকৃতি জন্মে, এবং অকরণে তদ্বিরুদ্ধাচরণ জন্য প্রত্যবায় হয় (৮)।

তোমাকে সংক্ষেপে এক কথা বলি তাহা সতত মনে জাগরূক রাখিবে। অস্মাদাদির শাস্ত্র-কারেরা নির্ব্বোধ অথবা

(৭) কর্ম্ম তিনপ্রকার সঞ্চিত, প্রারব্ধ, এবং ক্রিয়মাণ। জীবের জন্মজন্মান্তরে কৃত যত কর্ম্মপুঞ্জ তাহার মধ্যে কিয়ৎ সঙ্খ্যা মাত্রের ভোগার্থে এক এক দেহের উৎপত্তি হয়, এবং ঐ সঙ্খ্যাকে প্রারব্ধ বলা যায়, অবশিষ্ট যাহা ন্যস্ত থাকে, তাহারই নাম সঞ্চিত কর্ম্ম, আর বর্ত্তমান দেহে কৃত যে কর্ম্ম তাহার নাম ক্রিয়মাণ।

(৮) শব্দকল্পদ্রুমে শ্রাদ্ধশব্দার্থের মধ্যে শ্রদ্ধের উৎপত্তিবিবরণ লিখিত আছে।

কপট ছিলেন না, তাঁহারা যে সকল বিধি দিয়াছেন, তাহা সকলই অস্মদাদির হিতার্থে জানিবে, কেবল আমাদের বিদ্যা বুদ্ধির অভাব জন্য ঐ সকল বিধির তাৎপর্য্য হটাৎ হৃদয়ঙ্গম হয় না, এবং প্রত্যেক বিধির কারণ দেওয়া দুঃসাধ্য, এ প্রযুক্ত তাঁহারা সর্ব্বত্রে হেতুবাদ প্রদান করেন নাই, কেবল কোন কোন স্থলে প্রস্তাবান্তরে কাহার কাহার কারণ লিপিবদ্ধ করা দৃষ্ট হয়; তাহার দুই চারিটি দৃষ্টান্ত দর্শাইলেই যথেষ্ট হইতে পারে।

১। বিধি বাক্যের মধ্যে চতুর্থ মাসোত্তর গর্ভবতী স্ত্রী-গমনে পাপ অর্শিবার কথা বলিয়া ঐ কর্ম্ম নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু পাপের হেতু তথায় কহেন নাই, তাহা ভবিষ্যের চতুর্থ অধ্যায়ে (৯) জীবেব গর্ভ যন্ত্রণা দর্শাইবার ছলে এইরূপে লিখিত আছে, যে জীবের গর্ভবাসকালে যোনি পীড়ন হইলে মস্তকে মুদ্গার প্রহার করার তুল্য যাতনা তাহার হয়, এমত অবস্থায় চতুর্থমাসান্তে জীবের চৈতন্য হওয়ার পরে, গর্ভিণী নারী গমনে অত্যন্ত উৎকট পাপ হওয়ার প্রতি সন্দেহ কি আছে?

২। মহর্ষিরা তিথিবিশেষে বিশেষ বিশেষ দ্রব্যাহারে ঐহিক অথবা পারত্রিক হানি দর্শাইয়া তত্তদ্দিনে সেই সেই সামগ্রী ভক্ষণের নিষেধ করিয়াছেন (১০) তাহার তাৎপর্য্য এই

(৯) সঃ পুঃ ১৭৩ পৃষ্ঠা।

(১০) প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড, দ্বিতীয়াতে ব্যাকুড় অর্থাৎ ক্ষুদ্র বার্ত্তাকু, তৃতীয়াতে পটোল, চতুর্থীতে মূলক, পঞ্চমীতে বিল্ল, ষষ্ঠীতে নিম্ব, সপ্তমীতে তাল, অষ্টমীতে নারিকেল, নবমীতে লাউ, দশমীতে কলম্বীশাক, একাদশীতে শিম, দ্বাদশীতে পুঁইশাক, ত্রয়োদশীতে বার্ত্তাকু, চতুর্দ্দশীতে মাসকলাই, পৌর্ণমাসীতে মৎস্য, অমাবস্যাতে মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ, এবং কোন কোন ঋষি পর্ব্বেতে

বোধ হয় যে চন্দ্রগতির সহিত পৃথিবীর দ্রব্যগুণের কোন বিশেষ সম্বন্ধ আছে, এজন্য তিথিবিশেষে। দ্রব্যবিশেষের গুণের বৈলক্ষণ্য জন্মে, এই নিমিত্ত ভয়ঙ্কর দণ্ডাশঙ্কা প্রদর্শিতা হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন প্রতিপত্তিথিতে কুষ্মাণ্ড ভোজনে অর্থ-হানি কিংবা নবমীতে অলাবু ভোজনে গোমাংস ভক্ষণের পাপ যে বাস্তবিক হয় এমত বিবেচনা করিও না, ঐ শাসনোক্তি নিন্দার্থবাদ জানিবে। অপর কোন কোন ঋষি রবিবারে মসূরদালি, নিম্ব, মৎস্য, মাংস, মাসকলাই ভক্ষণের যে নিষেধ করিয়াছেন, তাহার কারণ এই বোধ হয় যে উক্ত বাসরে ঐ সকল দ্রব্যের গুণান্তর হয়, তাহার এক প্রমাণ এই দেখ, যে অমাবস্যায় এবং পৌর্ণমাসীতে রসাল সামগ্রী আহারে শ্লেষ্মাধিক্য হওন প্রযুক্ত বাতাদিরোগগ্রস্ত লোকে ঐ ঐ তিথিতে অন্ন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে, ইহা সর্ব্ব লোকে প্রসিদ্ধ আছে, অতএব যে দিনে যে সামগ্রী ভক্ষণে অনিষ্ট সম্ভবে, তদ্দিনে তদাহারে প্রবৃত্তি নিরাসার্থে কোন স্থলে ঐহিক, এবং কোন স্থলে পারত্রিক হানি রূপ দণ্ডের ভয় প্রদর্শিত হইয়াছে।

৩। স্মৃতিশাস্ত্রে কতিপয় পর্ব্বাদি দিবসে স্বস্ত্রী গমনেও নরকভোগের ভয় প্রদর্শন করাইয়া তন্নিষেধ করিয়াছেন এবং আয়ুর্ব্বেদে ঐ কর্ম্মে আয়ুক্ষয় হইবার কথা আছে, এতদুভয় স্থানে একই বিধান হওয়ায় তাহার হেতু এই বিবেচনা

অর্থাৎ চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পৌর্ণমাসী, সংক্রান্তিতে মাংস এবং স্ত্রী, তৈল, বর্জন করিয়াছেন; এই স্থলে ইহাও বক্তব্য যে সর্ব্ব কালেই মৎস্যাহার করা দূষ্য কথিত, আছে, তবে যে তিথিবিশেষে তাহার বিশেষ নিষেধ হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে, যে সকল ব্যক্তি মৎস্য পরিত্যাগে অশক্ত, তাহারা প্রস্তাবিত দিনে কোন মতে না খায়।

করা যাইতে পারে, যে চতুর্দ্দশ্যাদি তিথিতে রেতঃপাতে অবশ্যই আত্যন্তিক তেজোহানি, অথবা কোন বিশেষ পীড়া সম্ভবে, এবং শ্রাদ্ধাদি দিবসে যত্যাচারের কর্ত্তব্যতা, এনিমিত্ত সেই সেই দিনে স্ত্রীসঙ্গমে পাপ স্পর্শে, বিশেষতঃ কামুক ব্যক্তিদিগের প্রাত্যহিক স্ত্রীসংসর্গ করিবার সম্ভাবনা আছে; তাহাতে অতিশয় তেজোহানি প্রযুক্ত নানারোগৎপত্তির সম্ভাবনা, অধিকন্তু মধ্যে মধ্যে রতিক্রীড়া পরিত্যাগে শ্রয়ঃকল্প যে নিবৃত্তি তাহার অভ্যাসে প্রবৃত্তি হয়, সুতরাং উক্ত নিষেধ সর্ব্বতোভাবে শুভকর বলা যাইতে পারে।

৪। কর্ম্মলোচন গ্রন্থে প্রাতঃস্নান ও গ্রহণ কালে ব্রত ও শ্রাদ্ধ বাসরে, এবং দ্বাদশী তিথিতে তৈল মর্দ্দনে মদিরা লেপন তুল্য হওয়ার উক্তি আছে, ইহার কারণ এই বোধ হয়, যে তৈল চিত্তশুদ্ধির ব্যাঘাতকারী, যেহেতু রাজনির্ঘণ্ট গ্রন্থে তাহার যে সকল গুণ বর্ণিত আছে(১) তন্মধ্যে ত্বকহিতকারিত্ব, মেধাগ্নিবলবর্দ্ধনত্ব, এবং বায়ু-বিকার-নাশকত্বও দৃষ্ট হয়, অতএব গৃহস্থ লোকে তৈলকে অত্যন্ত হিতকারি বোধে তদ্ব্যবহারে ব্যগ্র। তাহাদিগকে অল্পে অল্পে নিবর্ত্ত করণারর্থ ঋষিরা সময়বিশেষে তন্মর্দ্দন নিষেধ করিয়াছেন, বিশেষতঃ প্রাতে শ্লেষ্মার কাল এবং তৈলের সহিত জলের একত্রতায় স্নিগ্ধত্বের অধিক বৃদ্ধি যে হয়, তা কাহারও অবিদিত নাই, সুতরাং স্বাস্থ্যরক্ষার্থে প্রাতঃস্নানকারীদিগের পক্ষে তাহা অত্যন্ত নিষিদ্ধ।

৫। দুগ্ধের সহিত লবণ মিশ্রিত করিয়া আহার নিষেধের কারণ, রাজবল্লভ নামক গ্রন্থের সংযোগ বিরুদ্ধ প্রকরণ দৃষ্টে প্রাপ্ত হওয়া যায়, যেহেতু তাহাতে যে সকল দ্রব্যের

(১) শব্দ কঃ৩ কাঃ ১২৬৪ পৃষ্ঠা।

একত্রীকরণে ভোজন করিলে রোগোৎপত্তির সম্ভাবনা প্রদর্শিত হইয়াছে, তন্মধ্যে দুগ্ধের এবং লবণের প্রসঙ্গ আছে, অতএব দুগ্ধের সহিত লবণের সংযোগে গোমাংস তুল্য হওয়ার বিধি ধর্ম্মশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়।

শিঃ। যদি পরমেশ্বরের বৈষম্য দোষ নাই তবে তাহার নিগ্রহানুগ্রহের উক্তি কিরূপে হইয়া থাকে?

গুঃ। বাস্তবিক পরমেশ্বরের বৈষম্য দোষ নাই (২) তবে যে তাঁহার কৃপা এবং অকৃপার উল্লেখ হয়, তাহার হেতু এই যে তিনি করুণাময়, সর্ব্ব জীবে তাঁহার কৃপা সমান আছে, কেবল অস্মদাদির অসৎ কর্ম্মে তাহা আচ্ছাদিত থাকে, যদি কেহ সৎকর্ম্মজনিত নৈষ্ঠিকী ভক্তি দ্বারা ঐ আবরণ নষ্ট করিতে পারে, তবে তাঁহার কৃপার প্রকাশ হয় মাত্র। যেমন সূর্য্য এক স্থানে (৩) থাকিয়া, সর্ব্বদাই সম ভাবে কিরণ প্রদান

---

(২) ভগঃ গীঃ ৯ অঃ শ্লোক।

(৩) সূর্য্য হস্তপদাদিবিশিষ্ট দেবশরীরে রথারূঢ় হইয়া প্রত্যহ গমনাগমন করেন, এমত কথা পুরাণে লিখিত আছে, কিন্তু তাহা রূপক মাত্র, বাস্তবিক সূর্য্য যে তেজোময় গোলাকৃতি এক লোক মাত্র ইহা পুর্ব্ব-টিপ্পনীর মধ্যে প্রস্তাবাধীন লিখিত হইয়াছে, এবং সকলের চক্ষেই প্রত্যহ প্রত্যক্ষ হইতেছে, অধিকন্তু স্মৃতির জলাশয়োৎসর্গতত্ত্বে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য শান্তিদীপিকার যে বচন ধৃত করিয়াছেন, তাহাতেও সূর্য্য বর্ত্তুলাকৃতি কথিত আছে, এবং তিনি যে একই স্থানে অবস্থিতি করেন তাহা ব্রহ্মগুপ্তের টীকাকার পৃথুদক-স্বামী-ধৃত আর্য্যভট্টের বচনে প্রকাশ আছে, যথা "ভপঞ্জরঃ স্থিরো ভূরেবাবৃত্যাবৃত্য প্রতি দৈবসিকৌ উদয়াস্তময়ৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্রগ্রহাণাম্"। অস্যার্থঃ। "নক্ষত্রমণ্ডল স্থির আছে, কেবল পৃথিবীর আবৃত্তি অর্থাৎ পরিভ্রমণ দ্বারা গ্রহ নক্ষত্রের প্রাত্যহিক উদয় অস্ত হইতেছে" (১৭৬৯) শকের আষাঢ় মাসের ৪৭ সংখ্যক তত্ত্বোবোধিনী পত্রিকার ৮১ পৃষ্ঠা দৃষ্টি কর।)

করিয়া থাকেন, কিন্তু সকল লোকে সর্ব্ব কালে তাহা তুল্য রূপে প্রাপ্ত হয় না, পৃথিবীর গতি ও মেঘের আবরণ হেতু একই সময়ে কোন দেশে অধিক ও কোন দেশে অল্প উত্তাপ হয়, এবং কোন প্রদেশে সূর্য্যের দর্শন মাত্র হয় না, তথাপি সূর্য্যের উদয়াস্ত আদি বলার ব্যবহার আছে, তদ্রূপ জীবের কর্ম্মগতিকে ভগবানের কৃপা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ হয়, এবং ঐ প্রত্যক্ষতাকেই তাঁহার অনুগ্রহ হওয়া বলা গিয়া থাকে।

সমাপ্তঃ।